বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি. এ.
প্রণীত।

পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ।

১৩২০ সন

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

PRINTED BY S. A. GUNNY

At the Alexandra Steam Machine Press, Dacca.

PUBLISHED BY

B. C. BASAK,

Proprietor,

ALBERT LIBRARY, DACCA.

বঙ্গজননীর বরেণ্য সন্তান,

হিন্দুসমাজের কল্যাণ-কামী পুরোহিত

শ্রীযুক্ত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম, এ, ডি, এল, সি, আই, ই

মহাশয়ের কর-কমলে

গ্রন্থকারের

নিবিড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ

এই গ্রন্থ

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া "মান্দ্রাজ হিন্দুসভা" হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করি। এই উপলক্ষে যে সকল প্রবন্ধ মান্দ্রাজ হিন্দুসভার হস্তগত হয় সেই সমুদয় প্রবন্ধের উপকরণ লইয়া উক্ত হিন্দুসভার অনুরোধ ক্রমে শ্রদ্ধাস্পদ অনারেবল শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজীতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি যখন শেষবার ঢাকায় আমার সঙ্গে দেখা করেন, তখন বঙ্গভাষায় অনুরূপ গ্রন্থ লিখিবার নিমিত্ত আমাকে বলেন। তখনিই এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে ইহা এতদিন প্রকাশিত হয় নাই।

এই গ্রন্থে আমি অনেক বিষয়ে অনারেবল শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে একমত হইতে পারিনাই; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের অংশবিশেষ হইতে কতিপয় স্থলে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আমার কয়েকজন বন্ধু প্রুফ সংশোধনের ভার নিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। তবুও নানা অনিবার্য্য কারণে অনেক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গমোহন ঘোষ বি, এল, মহাশয় শুদ্ধিপত্র রচনায় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজবাড়ী,
কুমিল্লা। } গ্রন্থকার।
১লা আষাঢ়, ১৩২০।

ওঁ মমচিত্তাক্ত্যাকরম্। সাম্বমস্ত্বমৃহমমৃহমস্মি। সাম্বং দ্যৌরহং পৃথিবী। মনোঽহমস্মি বাক্ ত্বং। সামাঽহমস্মি ঋক্ ত্বং। মামনুব্রতা ভব। পুংসে পুত্রায় বৈত্তবে শ্রিয়ৈ পুত্রায় বৈত্তবা এহি সুনৃতে ॥ ১ ॥

ওঁ সংনাত্মঃ সংহৃদয়ানি সংনাভিঃ সংত্বচঃ।
মামনুব্রতাভব সহচর্য্যা ময়া ভব ॥ ২ ॥

ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি
ত্বচা ত্বচম্ ॥ ৩ ॥

আমাদের মনোদেহ একহোক; আমাদের হৃদয়যুগলের ত্রৈকালিক ঐক্যের দ্বারা জীবন-ব্রত সম্পন্ন হোক; তুমি ঋক, আমি সাম; তুমি পৃথিবী, আমি দ্যুলোক; আমি মন, তুমি বাক্। তুমি আমার অনুব্রতা হও। হে সুনৃতে, তুমি শ্রীরূপে, লক্ষ্মীরূপে, পুত্রজননীরূপে আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হও ॥ ১ ॥

আমাদের আত্মাএক, হৃদয়এক, নাভিএক, আমাদের ত্বক্ও এক হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার অনুব্রতা হও, আমার সহচারিণী হও ॥ ২ ॥

আমি আমার ত্বক্দ্বারা তোমার ত্বক্, আমার মাংসদ্বারা তোমার মাংস, আমার অস্থিদ্বারা তোমার অস্থি, আমার প্রাণের দ্বারা তোমার প্রাণ ধারণ করিতেছি ॥ ৩ ॥

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনু চিত্তং
তে অস্তু ॥ ৪ ॥

ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রু'বা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্ ॥ ৫

অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেন পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ॥ ৬ ॥

যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥ ৭ ॥

আমার জীবনব্রতে তোমার হৃদয় স্থাপন কর, আমার চিত্ত তোমার চিত্তের অনুগামী হোক্ ॥ ৪ ॥

দ্যুলোক, পৃথিবী, নিখিল-বিশ্ব যেমন এক ধ্রুব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি ধ্রুবতর শ্রেয়ের দ্বারা এই স্ত্রী পতিকুলে সুপ্রতিষ্ঠ হউন্ ॥ ৫ ॥

আমি অন্নময় দেহের দ্বারা, রত্নোজ্জ্বল প্রাণসূত্রের দ্বারা, সত্যগ্রন্থিদ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করিতেছি ॥ ৬ ॥

তোমার হৃদয় আমার হোক্, এই যে আমার হৃদয়, তাহা তোমার হোক্ ॥ ৭ ॥

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

পূর্ব্বার্দ্ধ।

উপক্রম।

হিন্দু-বিবাহের আদর্শ কত উচ্চ, তাহা বিবাহমন্ত্রাদির মধ্যেই সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। অতএব এই আদর্শের বিষয় কিছু বলিবার পূর্ব্বে বিবাহ অনুষ্ঠানটি আমাদের খুব ভালরূপে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। বিবাহের আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, এই আদর্শের অনুযায়ী সমাজকে উন্নত করিতে হইলে কিরূপ বিবাহ এদেশে সর্ব্বাদো প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। তজ্জন্য বিবাহসংস্কারের সমগ্র অনুষ্ঠানের আলোচনা আবশ্যক। এই গ্রন্থে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে চেষ্টা করা গিয়াছে।

বাল্য-বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া এরূপ একটি সংস্কার এদেশের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। শিশুকন্যার বিবাহ দেওয়া পুণ্যার্জ্জনের এক প্রকৃষ্ট পথ বলিয়াই বিবেচিত হয়; সুকুমার বালকদিগেরও বিবাহ একটি লোভনীয় ব্যাপার বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন।

বাল্যবিবাহ হিন্দুদিগের মধ্যে কি ভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; বিষয়টি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। যতই আলোচনা করা যায়, অনেক সুন্দর তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে।

হিন্দুদিগের জীবনের প্রত্যেক পর্ব্বকে ধর্ম্মের সহিত সঙ্গত করিবার অনুষ্ঠান অনেক। তাহাদিগের প্রতিদিনের জীবনব্রতে ধর্ম্মের নির্ম্মল স্পর্শ এখনও বহুরূপে বিদ্যমান।

প্রত্যেক দ্বিজের দশবিধ সংস্কার বিহিত (১)। গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সকল সংস্কারেই সমাজকে শ্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ের দিকে, ভোগ হইতে ভূতির দিকে, কাম হইতে কল্যাণের দিকে উন্মুখ

---

(১) গৌতম মতে চতুর্দ্দশ; কাত্যায়ন ও গোভিলসূত্রে ষোড়শ সংস্কার বিহিত।

করিয়া দিবার উৎসাহ দেখা যায়। এমন পূত উৎসাহের উর্দ্ধগতি অন্য সমাজে দুর্লভ। এখন আমাদের পারিবারিক জীবনে দশবিধ সংস্কারের মাত্র চারি, পাঁচটি সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়; অবশিষ্ট প্রায়ই উপেক্ষিত। যাহা অনুসৃত হয়, তাহাও গতানুগতিকন্যায়ে। ভক্তি তিরোহিত হইতেছে, ভেকের আড়ম্বর তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে; ভাব ভুলিয়া যাইতেছি, ভাষার, আচারের আড়ম্বর যথেষ্ট আসিয়া পড়িতেছে।

নানাকারণে হিন্দুদিগের বিবাহসংস্কারের আলোচনা করিতে হইতেছে। হিন্দুদিগের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। আজকাল অনেকে বাল্যবিবাহই তাহার একটি বিশেষ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একদিকে বাল্যবিবাহ, অপর দিকে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, এই দুই কারণেই সমাজ উত্তরোত্তর অধঃপতিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। আজ কাল যেমন অপ্রাপ্তরজস্কার বিবাহ সর্ব্বদা অনুসৃত হয়, তেমনি উনচতুর্ব্বিংশবর্ষীয় পুরুষের বিবাহও নিত্য প্রচলিত। ইহার পরিণাম কি? অন্যান্য সভ্যদেশে ১৮৮১—৯০ অব্দের তালিকায় ১৫ হইতে ৫০ বৎসরের হাজারকরা স্ত্রীতে সন্তানের বার্ষিক জন্ম সংখ্যা ২৫০; আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হাজারকরা স্ত্রীতে জন্মসংখ্যা ৪৯ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত। আমাদের দেশের মৃত্যুসংখ্যায় শতকরা ৪৩ জন পাঁচ বৎসরের শিশু থাকে; ১৫ জন পাঁচ হইতে চব্বিশ বৎসরের, ২৬জন পঁচিশ হইতে চুয়ান্ন বৎসরের; অবশিষ্ট ১৬ জন তদূর্দ্ধ বৎসরের; এইরূপ মৃত্যুসংখ্যা অন্য কোনও জাতিতে দেখা যায় না। স্ত্রীদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়; ১০ হইতে ৩৪ বৎসরের স্ত্রীদিগের মধ্যে সূতিকাগৃহেই প্রতিবৎসর দেড়লক্ষ প্রসূতি দেহত্যাগ করে। (১)

(১) Imp. Gazetteer Vol. iv. Public Health 507-16

হিন্দুদিগের মধ্যে জন্মসংখ্যার হ্রাস ও অকালমৃত্যুর আধিক্যের প্রধান কারণ যে বাল্য বিবাহ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ ডাক্তারদিগের মত এই যে, কন্যার বিবাহ যত অল্প বয়সে হয়, তত শীঘ্রই তাহার সন্তানোৎপাদন শক্তি চলিয়া যায়; একজন বলেন:—

"২০ এবং ২৪ বৎসরের মধ্যে যাহাদের বিবাহ হয়, তাহাদের সন্তানোৎপাদনশক্তি অনেকদিন বর্ত্তমান থাকে; তাহার যত পূর্ব্বে বিবাহ হয় তত শীঘ্রই বন্ধ্যা হইবার সম্ভাবনা। নারীদিগের বন্ধ্যাত্বের মুখ্য কারণ বাল্যবিবাহ।*"

তাই আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বাল্য-বিবাহের আদর্শ কিরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রথমে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

এই উপলক্ষে আমাদিগকে অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোচনা করিতে হইবে। যাঁহাদের সাধনা, যাঁহাদের ভাব, হিন্দু সমাজকে এত উপপ্লবের মধ্যেও এতদিন ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, এবং চিরদিন ধারণ করিয়া রাখিবে, সেই ঋষিদিগের মতের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার দুঃসাহস আমাদের নাই; তাঁহাদের যে সকল গ্রন্থ নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে পরিবর্ত্তিত এবং নানাবিধ স্বার্থের পঙ্কিল-প্রবাহে বিকৃত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আমরা সেই সকল গ্রন্থেরই আলোচনা করিব ইহা যেন সকলে মনে রাখেন।

এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। প্রচলিত শাস্ত্রে যাহা রহিয়াছে তাহাই উপস্থিত করিব এবং বিষয়টা আমি যে ভাবে বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই যথাযথ প্রদর্শিত হইবে। আমাকে সমালোচনার

---

* "Fecundity is greatest in women married between the ages of 20 and 24. Of women, married before that age, the earlier they are married, the greater the prospect of sterility. No cause of sterility approaches age in extent and power" (G. E. Herman-Diseases of Women p 632)

পূর্ব্বে যদি প্রত্যেক সমালোচক, এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ নিজে সমগ্রভাবে দেখিয়া, স্বাধীন ভাবে নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তৎপর আমার বিচার করেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

আমার অনুরোধের বিশেষ কারণ রহিয়াছে। আমাদের দেশে অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্, জগতীচ্ছন্দের পরিচ্ছদ পরিয়া কত অনাচার লোক-সমাজে সদাচাররূপে পূজা আদায় করিতেছে, কত দানব ভদ্রবেশে দেবতার ভোগ অপহরণ করিয়া লইতেছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। কেবল টীকাকার বা অন্যের উদ্ধৃত শ্লোকাদির উপর নির্ভর করিয়া মূল গ্রন্থের অধ্যয়ন না করিলে দুই একটি বিচ্ছিন্ন বচন হইতে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের আশা-করা বিড়ম্বনা।

আমি সকল গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ তুলনা করিবার অবসর পাই নাই। কেবল কতিপয় স্মৃতি ও গৃহ্যগ্রন্থের তুলনা করিতে সমর্থ হইয়াছি। তেমন তুলনা করিতে পারিলে এই গ্রন্থ আরও সুগঠিত হইত সন্দেহ নাই।

হিন্দুদিগের বিবাহসংস্কার এক অতি অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান। যাঁহারা বিবাহের মন্ত্রার্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে বলিবেন যে আমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন একদিকে ধর্ম্মের, সংযমের ও নিষ্ঠার আদর্শ, পক্ষান্তরে তেমনি গার্হস্থ্য-জীবনের নির্ম্মল আনন্দের ব্রতরাশিও দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান বাদ দিলে ইহা অপেক্ষা পবিত্রতর সংস্কার আর কোথাও দেখা যায় না।

হিন্দুদিগের বিবাহ-নীতি সুন্দর ও উচ্চ হইলেও তাহার মধ্যে বাল্যবিবাহের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া বড় বিচিত্র নহে। হিন্দুদিগের উপর দিয়া যত বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে তাহার অনুরূপ অন্যত্র দেখা যায়

না ; কত রীতিনীতি নানাবিধ সংঘাতে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই ; নানাবিধ বিপ্লব ও অবস্থাবিপর্য্যয়ে হিন্দুদের সভ্যতাস্রোত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতে পারে নাই। হিন্দুজাতির ভাব-প্রবাহ অখণ্ড হইয়া চলিয়া আসিলে, আচার-অনুষ্ঠানে জাতীয় উন্নতি-অবনতির তরঙ্গরেখা স্পষ্ট মুদ্রিত দেখা যাইত। কিন্তু বিজয়ী নানাজাতির বিভিন্ন আদর্শের প্রভাবে দেশকাল-ভেদে হিন্দুশাস্ত্রের অনেক স্তরে পরস্পর বিসংবাদী অনেক রীতিনীতির এমন প্রসঙ্গ দেখা যায়, যাহার সামঞ্জস্য হয় না। পরবর্ত্তীকালের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও আদর্শের অনুযায়ী সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থপ্রসূত অনেক ক্রিয়াকাণ্ড, ঋষিদিগের বিধানগুলির সঙ্গে সংযোজিত হইয়া ঋষিদিগের অভিপ্রায় স্থলে স্থলে বিপর্য্যস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে।

বাল্যবিবাহের কথা দূরে থাকুক, হিন্দুসমাজের মধ্যে অদৃষ্টরজা কন্যার এবং নিতান্ত ন্যূন পক্ষে চব্বিশ বৎসরের কম বয়স্ক পুরুষের বিবাহ কোথাও প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। আমরা দেখিব যে বিবাহমন্ত্রাদিতে বর বেশ প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়াই উদ্দিষ্ট ; দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুগৃহবাসের পর যুবকেরা ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে সহজে কখনও সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিত না। বেদের কতিপয় সূক্তে, কল্পসূত্রের গৃহ্য-বিভাগীয় গ্রন্থসমূহে, মন্ত্রব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে প্রাপ্তবয়স্কার বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যেস্থানে কন্যার বিবাহোচিত বয়সের কথা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেইখানেও বিবাহাদি সংস্কারের প্রতি, মন্ত্রার্থের প্রতি, কার্য্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে "সর্ব্বাবয়বসম্পন্না," "যবীয়সী" কন্যার পাণিগ্রহণই শাস্ত্রের অভিপ্রেত।

রজস্বলা হিন্দুকন্যার বিবাহের প্রতিকূলে সচরাচর কতকগুলি বচন উদ্ধৃত হইয়া থাকে। আমরা তাহার বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, অনুকূল শ্রুতি, গৃহ্যসূত্র ও স্মৃতির বচনগুলির আলোচনা করিব। আমাদের গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বার্দ্ধে বাল্যবিবাহসমর্থক শাস্ত্রবচনের বিচার, উত্তরভাগে বিবাহের মন্ত্র ও আদর্শের অলোচনা।

বিবাহ
ও
তাহার আদর্শ।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্যবিবাহ ও শাস্ত্রবচন।

সর্ব্বাদৌ বলিয়া রাখা প্রয়োজন, যে সকল প্রাচীন গৃহ্যসূত্র আশ্রয় করিয়া এখনও হিন্দুদিগের বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহার কোথাও বাল্যবিবাহের সমর্থনকল্পে কিছুই দেখা যায় না।

স্মৃতিকারদিগের মধ্যে কেবলমাত্র বৃহদ্‌যম, সম্বর্ত্ত, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লঘু-শাতাতপ, প্রজাপতি, অঙ্গিরা, লঘ্বাশ্বালায়ন প্রভৃতি কয়েক স্মৃতিতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখা যায়। যেস্থলে এক একটি শ্লোক অবিকৃত এক বা ততোঽধিক স্মৃতিকারের গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা এক স্থানেই সন্নিবিষ্ট করিয়া তন্নিম্নে স্মৃতিকারদিগের নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্লোকগুলি এই—

(ক) অষ্টাবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

বৃহদ্‌যম স্মৃতি ৪৩।২১ (মান্দ্রাজ সংস্করণ); সম্বর্ত্তসংহিতা ৬৬ (কলিকাতা সংস্করণ); পরাশর সং ৭।৬ (কলিকাতা সংস্করণ)।

(খ) মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥

বৃহদ্‌যমস্মৃতি ৩।২২ (মান্দ্রাজ); সম্বর্ত্ত ৬৭; পরাশর ৭।৮; অঙ্গিরা ১২৭ (মান্দ্রাজ সং)।

(গ) প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥

বৃহদ্‌যম স্মৃতি ৩।২০, পরাশর ৭।৭।

(ঘ) যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসংভাষ্যো হ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥

বৃহদ্‌যম ২৭।২৬ ; পরাশর ৭।৯ ; অঙ্গিরা ১২৮।

(ঙ) যদি সা দাতৃ-বৈকল্যাদ্ রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতঃ স্যাত্তদপ্রদঃ ॥

ব্যাসসংহিতা। ২।৭।

(চ) পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
তস্যাং মৃতায়াং নাশৌচং কদাচিদপি শাম্যতি ॥

শঙ্খ সংহিতা ১৫।৮।

(ছ) পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলা স্মৃতা ॥

লঘুশাতাতপস্মৃতিঃ ৬৫।

(জ) পিতুর্গেহেষু যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া তৎপতি র্বৃষলীপতিঃ ॥

প্রজাপতি স্মৃতিঃ ৮৫।

(ঝ) পিতুর্বেশ্মনি যা কন্যা রজস্তু সমুপস্পৃশেৎ।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥
উদ্বহেদ্ যস্তু তাং কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসংভাষ্যো হ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥

অঙ্গিরঃ স্মৃতিঃ ১২৬—২৮।

(ঞ) তস্মাদ্ বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহো হ্যষ্টবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে।

সম্বর্ত্ত সং (মান্দ্রাজ) ৬৮॥

(ট) রজস্বলা চ যা কন্যা যদি স্যাদবিবাহিতা।
বৃষলী বার্ষলেয়ঃস্যাৎ জাতস্তস্যাং সচৈবহি॥

লঘ্বাশ্বালায়ন স্মৃতিঃ (নিন্দ্য প্রঃ) ২১।

(ঠ) ঋতুত্রয় মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতেতু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥
পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
সাকন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদুষ্যতি॥

বিষ্ণুসংহিতা ২৪।৪১—৪২।

(ড) অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয় মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীং॥
অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যা মৃতাবৃতৌ।
গম্যংত্বভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্॥

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।৫২ ও ৬৪।

(ঢ) গৃহস্থঃ সদৃশীভার্য্যাং বিন্দেত অনন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীং। ত্রীন্ কুমার্য্যৃতূনতীত্য স্বয়ং যুঞ্জীত অনিন্দিতেন উৎসৃজ্য পিত্র্যানলঙ্কারান্। ৪।১।

প্রদানং প্রাগৃতোঃ। অপ্রযচ্ছন্ দোষী। প্রাগবাসসঃ প্রতিপত্তেরিত্যেকে।

গৌতম সংহিতা ১৮অ ২১—২৩।

(ণ) গৃহস্থো বিনীত-ক্রোধ-হর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষাং অস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং ভার্য্যাংবিন্দেত॥

কুমার্য্যৃতুমতী ত্রীণিবর্ষাণ্যুপাসীত ; ঊর্দ্ধংত্রিভ্যো বিন্দেত তুল্যং পতিম্। অ৫৯।

অথাপ্যুদাহরন্তি ঃ—

প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যাং ঋতুকালভয়াৎপিতা।
ঋতুমত্যাং হিঃ তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি ॥ ১৭।৬২
পিতুঃ প্রমাদাত্তু যদাহিকন্যা
বয়ঃপ্রমাণং সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতার মদীয়মানা
কালাতিরিক্তাগুরুদক্ষিণেব ॥ ১৭।৬১
যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃসকামামভিযাচ্যমানাং।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ ১৭। ৬৩
পাণিগ্রহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ৬৬

বসিষ্ঠ সংহিতা ঃ—১৭ অ।

(ত) দদ্যাদ্ গুণবতে কন্যাং নগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণে।
অপিবা গুণহীনায় নোপরুন্ধ্যাদ্রজস্বলাম্ ॥ ১২
ত্রীণিবর্ষান্যৃতুমতীং যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
স তুল্যাং ভ্রূণহত্যায়ৈ দোষ মৃচ্ছত্যসংশয়ম্ ॥ ১৩
নযাচতে চেদেবং স্যাদ্যাচতেচেৎপৃথক্ পৃথক্।
একৈকস্মিনৃতৌ দোষং পাতকং মনুরব্রবীৎ ॥ ১৪

ত্রীণিবর্ষান্যৃতুমতী কাঙ্ক্ষেত পিতৃশাসনম্।
তত শ্চতুর্থে বর্ষে তু বিন্দেত সদৃশং পতিম॥
অবিদ্যমানে সদৃশে গুণহীনমপিশ্রয়েৎ॥ ১৫

বোধায়নস্মৃতিঃ ৪র্থ প্রশ্ন, ১অ।

এই শ্লোকগুলিই সাধারণতঃ বাল্য-বিবাহের সমর্থন-কল্পে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলিই বাল্যবিবাহের অনুকুল বচন। এই বচনগুলি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। মনুসংহিতার বচন পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে দুইটি কথা মনে হয়ঃ—কতকগুলি শ্লোক অবিকৃতভাবে দুই, তিন, এমন কি ততোধিক স্মৃতিতে উদ্ধৃত; অপর কতকগুলির ভাষার মধ্যে সামান্য বিভিন্নতা রহিয়াছে। আমরা প্রথমোক্ত শ্লোকগুলির দিকেই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

এই শ্লোকগুলি দুই কিম্বা ততোধিক স্মৃতিতে উদ্ধৃত; তাহাদের অর্থ এইঃ—

"অষ্টবর্ষা বালাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী, দ্বাদশবর্ষীয়াকে কন্যা এবং তদূর্দ্ধবয়স্কাকে রজস্বলা বলে।"

"মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রজস্বলা কন্যাকে দেখিলে নরকগামী হইয়া থাকে।"

"দ্বাদশবর্ষ প্রাপ্ত হইলে যিনি কন্যা দান করেন না, সেই কন্যার রজোরক্ত মাসে মাসে পিতৃগণ পান করিয়া থাকেন।"

"এই কন্যাকে যে ব্রাহ্মণ মদমোহিত হইয়া বিবাহ করে তাহাকে বৃষলীপতি বলে; তাহার সহিত কথা বলিবে না, তাহার সহিত এক পংক্তিতে আহার করিবে না।"

এই শ্লোকগুলি পণ্ডিত, নিরক্ষর সকলেরই মুখে ভারতের সর্ব্বত্র শুনা যায়। বাল্যবিবাহের সমর্থনেই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত।

কিন্তু উপরিনির্দ্দিষ্ট বচনগুলি যম, সম্বর্ত্ত, অঙ্গিরা ও পরাশর সংহিতায় অবিকৃত দেখা যায়। ভাষা এক, ভাব এক, শ্লোক গুলির পৌর্ব্বাপর্য্যও প্রায় এক ; তিনজনের গ্রন্থেই এক অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত। কেহ কাহারও নামোল্লেখ করিতেছেন না! সকলেই যদি কোন ও এক প্রাচীনতর স্মৃতি হইতে এই বচন গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাহা প্রাচীন স্মৃতিতে পাওয়া যাইত। অনুরূপ ভাবও যদি প্রাচীনতর শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিত তবে তাহার আভাষও তাঁহাদের গ্রন্থে মিলিত। কিন্তু যখন আপস্তম্ব, গোভিল, পারস্কর, আশ্বলায়নগৃহ্যে এবং মনু, বিষ্ণু, নারদ সংহিতায় প্রতিকূলভাব প্রচুর দেখা যায়, তখন এই শ্লোকগুলির উপর সন্দেহ করিলে বোধ হয় আমরা বিশেষ অপরাধী হইব না।

রচনাভঙ্গীর ব্যতিক্রম, গ্রন্থে সমাবিষ্ট ভাবের শৃঙ্খলার অভাব, পরস্পর বিসংবাদী সত্যের একত্র সমাবেশ ইত্যাদি দেখিয়া এই শ্লোকগুলি পরবর্ত্তী কোন ও কৃতী পণ্ডিতেরই কৌশল বলিয়া মনে হয়।

আমাদের শাস্ত্রে ও প্রক্ষিপ্ত খুব হইত। দুই কারণে :—প্রাচীনকালে স্মৃতিশক্তির উপরেই অধিকতর নির্ভর করা হইত বলিয়া অনেক সময় অভ্যস্ত শ্লোকাদিতে দীর্ঘদিনের পর স্বরচিত শ্লোক ও ভাব অজ্ঞাতসারে সংযুক্ত হইয়া পড়িত ; ইহা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ আজকাল যেমন সমগ্র ভারতের দশটি প্রদেশের দশটি হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থের পাঠোদ্ধার সম্ভব, প্রাচীনকালে তাহা অনেক সময়ে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। বিশেষতঃ অনেক পণ্ডিত স্বমতবাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া ঋষিদিগের নামের আশ্রয়ে স্বমত প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ

হন নাই। প্রক্ষিপ্তবাদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উদ্ভাবিত নহে। প্রক্ষিপ্তের ভয় প্রাচীন ভারতে কম ছিল না; প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীমচ্চক্রপাণিদত্ত নবম শতাব্দে মগধের রাজা নয়পালের চিকিৎসক ছিলেন; তিনি তাঁহার বিখ্যাত সংগ্রহগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রক্ষিপ্তের ভয়ে এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন—

যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগা
নত্রৈব নিঃক্ষিপতি, কেবল মুদ্ধরেদ্ বা।
ভট্টত্রয়ত্রিপথবেদবিদা জনেন
দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ॥

"যিনি এই গ্রন্থে মল্লিখিত সিদ্ধযোগাদির মধ্যে নিজকৃত ব্যবস্থাদি নিবিষ্ট করিয়া দিবেন কিম্বা এই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধযোগাদি তুলিয়া নিয়া স্বগ্রন্থে ব্যবহার করিবেন, তাঁহার শিরে ত্রিবেদবিদ্, তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিশাপ সদ্যঃ পতিত হৌক্।"

ইহাতেই প্রতীত হইবে যে ১১০০ বৎসর পূর্ব্বেও গ্রন্থকারদিগেরও প্রক্ষিপ্তের কিরূপ ভয় ছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিম্নলিখিত কারণে সন্দেহ হয়ঃ—

প্রথমতঃ,—প্রতি সংহিতার মধ্যে এই শ্লোকগুলি এমন একস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহাতে বিষয়ক্রম ও বর্ণনা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ,—এই শ্লোকগুলির মর্ম্ম এবং গ্রন্থের অন্যান্য অংশের মর্ম্ম স্থলে স্থলে বিরোধী হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ,—শ্লোকগুলি অবিকৃত তিনটি সংহিতায় উদ্ধৃত, অথচ কে কাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেহই নাম স্বীকার করেন নাই। এই সকল সংহিতার যেখানেই পরকীয় মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে,

সেস্থানে নামস্বীকারও করা হইয়াছে। এই শ্লোকগুলির বেলায় তাহা হয় নাই।

চতুর্থতঃ,—যেই ভাব সমস্ত গৃহ্যসূত্রে, সামবেদীয় মন্ত্রব্রাহ্মণে, বিবাহের মন্ত্রাদি ও অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে, এবং মহাভারত ও সকল স্মৃতিগ্রন্থে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে এই শ্লোকগুলি তাহার বিরোধী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যম, সম্বর্ত্ত ও পরাশর সংহিতা।

সম্বর্ত্ত সংহিতার শ্লোকগুলির আলোচনা করা যাক্। কি কি দান করিলে দাতার কি কি পুণ্য-সঞ্চয় হয়, সম্বর্ত্ত তাহাই বলিতেছেন। হিরণ্য, ঔষধ ও ইন্ধন দানের দ্বারা স্বর্গলাভের প্রসঙ্গ ৫৯ শ্লোক পর্য্যন্ত চলিয়াছে; ৫৯ শ্লোকে বলা হইতেছে যে "যদি শীতকালে কোনও ব্রাহ্মণকে ইন্ধন দান করা যায়, তবে কিছুদিনের জন্য স্বর্গলাভের পরিমাণ পুণ্যসঞ্চয় হইবে।" তৎপরেই কন্যাদান, বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ, গৌরী, রোহিণী প্রভৃতি সংজ্ঞা এবং পিতৃগৃহে রজস্বা, অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে নরক গমনের উল্লেখ। ইহা ৬০ হইতে ৬৮ শ্লোক পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। অমনি ৬৯ শ্লোকে আবার ব্রাহ্মণকে চেলি ও আস্তরণাদির দানফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট মনে হয় যে ৫৯ শ্লোকের অব্যবহিত পরেই ৬৯ শ্লোকের মর্ম্মার্থ হওয়া উচিত ছিল। মধ্যবর্ত্তী শ্লোকের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ অবান্তর কথা।

এই শ্লোকগুলির মধ্যে বাল্যবিবাহ সমর্থক শ্লোক ৬৫, ৬৬, ৬৭, ও ৬৮ শ্লোক। এই চারিটি শ্লোকের অনুবাদ এই ঃ—

"বালিকার যুবত্বব্যঞ্জক রোম উৎপন্ন হইলে তাহাকে সোমদেব ভোগ করেন; রজঃপ্রকাশ হইলে গন্ধর্ব্ব এবং স্তনোদ্গম হইলে অগ্নিদেব তাহাকে উপভোগ করেন। ৬৫। *

* মূল শ্লোক এই
রোমকালেতু সম্প্রাপ্তে সোমোভুংক্তেহথ কন্যকাম্।
রজো দৃষ্টা তু গন্ধর্ব্বঃ কুচৌদৃষ্টা তু পাবকঃ। ৬৪ :

অষ্টবর্ষা, নববর্ষা, দশবর্ষীয়া এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কা কন্যাকে যথাক্রমে গৌরী, রোহিণী, কন্যা ও রজস্বলা সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। ৬৬।

মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রজস্বলা কন্যাকে দেখিয়া নরকগামী হন ।৬৭।

অতএব যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহাকে বিবাহ দিবে। অষ্টবর্ষা কন্যার বিবাহ প্রশস্ত। ৬৮।"

প্রথমোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্যেই ভুল দেখা যায়। কলিকাতা ও মান্দ্রাজের সংস্করণে একই প্রকার পাঠ দেখা যায়। যিনি এই শ্লোক-গুলি এই গ্রন্থে নির্বিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারই এই ভুল।

এই একই বিষয় অত্রিসংহিতায়. সামবেদীয় মন্ত্রিব্রাহ্মণে, গোভিলগৃহ্যে উল্লিখিত হইয়াছে; এই শেষোক্ত গ্রন্থগুলির ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে এমন নহে, এই ভাবের সঙ্গে বিবাহমন্ত্র ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির সঙ্গে ও ঐক্য দেখা যায়। ইঁহারা বলেন "কন্যার স্তনোদ্গম হইলে কন্যাকে গন্ধর্ব্ব ভোগ করেন, রজঃ-প্রকাশ হইলে কন্যাকে অগ্নিদেব উপভোগ করিয়া থাকেন।" কিন্তু অত্রি সংহিতায় ও আয়ুর্ব্বেদে স্তনোদ্গমের পরেই রজঃ-প্রকাশের বিষয় বর্ণিত। ইহাই স্বভাব ধর্ম্ম; যে রস গিয়া স্তনের পুষ্টি সাধন করে তাহাই একটু পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রজোরক্ত রূপে প্রকাশ পায়। ইহা বৈদ্যক গ্রন্থের মত। * প্রাপ্ত শ্লোকে ঠিক ভিন্ন কথারই অবতারণা। ইহাতে কেবল মাত্র এই ভ্রমাত্মক শ্লোকটির উপর সন্দেহ ঘনীভূত হয় এমন নহে এই শ্লোকটি ও তৎসংশ্লিষ্ট শ্লোকগুলিকেও অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়; বিশেষতঃ এই শ্লোকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের সঙ্গে বৈদিক বিবাহ-মন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যায়। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সম্বর্ত্তসংহিতার উদ্ধৃত বচনটির অনুযায়ী ভাব কোনও ঋষি কোথাও প্রকাশ করেন নাই। প্রক্ষিপ্তকার রজঃপ্রসঙ্গটি আগে বলিতে গিয়া

* সুশ্রুত সংহিতা।

হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে ইহাতে বাল্যবিবাহের পোষকতা হইবে ; কিন্তু তদ্বারা ইহা যে বিবাহমন্ত্রের বিরোধী হইয়া পড়িবে তাহা বোধ হয় ভাবেন নাই।

তৎপরের শ্লোকটি যম, পরাশর ও সম্বর্ত্তস্মৃতিতে একরূপ। কেহ কাহারও নামোল্লেখ করিতেছেন না। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকটিও যম, সম্বর্ত্ত, অঙ্গিরা ও পরাশরস্মৃতিতে ও একরূপ দেখা যায় ; তথায়ও কেহ কাহারও নামোল্লেখ করিতেছেন না, কিম্বা কোন্ প্রাচীন স্মৃতি হইতে উহা উদ্ধৃত, তাহাও স্বীকার করা হইতেছে না। এই সকল সংহিতায় যেইখানেই পরকীয় মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেইখানেই তাহা স্বীকার করা হইয়াছে ; এই শ্লোকগুলির বেলা তাহা করা হয় নাই।

শেষশ্লোকটি পূর্ব্বোদ্ধৃত বাল্যবিবাহসমর্থক শ্লোকগুলির তাৎপর্য্যের পুনরুক্তি। এই পুনরুক্তির দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় লোকের মনে বিশেষভাবে মুদ্রিত হইবে, এই আশাতেই বোধ হয় ইহার অবতারণা করা হইয়াছে।

বিশেষতঃ, সম্বর্ত্ত বিবাহবিধি সম্বন্ধে পূর্ব্বে ৩৫শ শ্লোকাদিতে বিশেষরূপে বলিয়াছেন। কন্যার বয়সের নিয়মাদি সেই স্থানেই বলা সঙ্গত ছিল। অন্যান্য সংহিতায় তাহাই প্রায় দেখা যায়। কিন্তু এই সংহিতায় তাহা করা হয় নাই। দানফলশ্রুতির মধ্যে বাল্যবিবাহ সমর্থক শ্লোকের প্রসঙ্গ ; তাহার তাৎপর্য্যের সঙ্গে প্রচলিত ধারণার বিরোধ, "রজোদৃষ্টা" ইত্যাদি পাদদ্বয়, বালিকায় গৌরী, রোহিণী সংজ্ঞায় অযথাস্থানে সন্নিবেশ, এতগুলি বৈষম্যের দ্বারা সন্দেহ ঘনীভূত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি শীতকালে ব্রাহ্মণকে যজ্ঞকাষ্ঠ দান এবং ব্রাহ্মণকে চেল ও আস্তরণাদি বস্ত্রদান এই দুই প্রসঙ্গের মধ্যস্থানেই এই শ্লোকগুলির সমাবেশ! আরও কথা এই

যে ৬৫ম শ্লোক, পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির প্রতিবাদ করে। ৬৬ম শ্লোকের মতে দশমবর্ষীয়া বালিকার কন্যাসংজ্ঞা হইতেছে, আবার ৬৮ম শ্লোকে অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকেও কন্যাসংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে ঃ—

"বিবাহোঽষ্টমবর্ষীয়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে ;

ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? প্রক্ষিপ্তকার এই সকল অসঙ্গতির দিকে বোধহয় দৃষ্টিপাত করেন নাই। গৌরী, রোহিণী, কন্যা, কুমারীর প্রকৃত অর্থ আমরা পরে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

যম সংহিতায় প্রায়শ্চিত্তবিধি বলা হইবে বলিয়া প্রথম শ্লোকেই বিষয়-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে

অথাতো হ্যস্য ধর্ম্মস্য প্রায়শ্চিত্তাভিধায়কম্।
চতূর্ণামপি বর্ণানাং ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে॥

অতএব প্রায়শ্চিত্তবিধি ব্যতীত অন্য কোনও প্রসঙ্গ থাকিলে তাহা সন্দেহ করা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যেইস্থানে এই বাল্যবিবাহপ্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট, তাহাও যথাযথ খাটে নাই; ২১শ শ্লোকে শূদ্রান্ন ভোজন অপরাধে ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়নপ্রায়শ্চিত্ত বিধান, তৎপর ৩৮শ শ্লোকে পুনরায় আহারাদির বিধি ও তৎপ্রত্যবায়ের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যবর্ত্তী স্থলে বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ, অবিবাহিতা কন্যা গৃহে থাকিলে নরকাদির ভয় প্রদর্শন, যে মদমোহিত ব্রাহ্মণ সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে তাহার সঙ্গে কেহ কথা বলিবে না, এক পংক্তিতে বসিবে না, সেই ব্রাহ্মণকে বৃষলীপতি বলিবে, দ্বাদশবর্ষে কন্যাকে বিবাহ না দিলে মাসে মাসে পিতৃগণ তাহার রজোরক্ত পান করিবেন ইত্যাদি কথায় পরিপূর্ণ।

এই কথাগুলির শেষে "এতদ্ ভাস্বতিরব্রবীৎ" এই কথা সংযুক্ত রহিয়াছে। ভাস্বতি নামের দ্বারা যদি মনুকে উল্লেখ করা হইয়া

থাকে, তবে মনুসংহিতায় যখন এই ভাবের সমাবেশ নাই, তখন তাহা প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নহে; যদি ভাস্বতি নামে অন্য কেহ থাকেন তবে যেপর্য্যন্ত তাঁহার কোনও অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া না যায়, সেইপর্য্যন্ত তাঁহার বাক্যকে কিরূপে শাস্ত্রবচনরূপে গ্রহণ করা যায়?

যমসংহিতার এই শ্লোকগুলিই অঙ্গিরা, সম্বর্ত্ত, পরাশর স্মৃতিতে অবিকৃত দেখা যায়। কেহই ঋণ স্বীকার করেন নাই। কাজেই এই ঋণ, যম, সম্বর্ত্ত, পরাশর, অঙ্গিরার স্বকৃত নহে; বোধ হয় কোন অপরিণামদর্শী ব্যক্তি ইঁহাদের স্কন্ধে স্বকৃত ঋণ চাপাইয়া এই ঋষিদিগের নামের বলে তাহা সমাজে চালাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাহা নহে, হিন্দুসমাজ এই ঋণভারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। এত অকাল-মৃত্যু, অকাল-বৈধব্য ইহারই আংশিক ফল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে হয়। যম, সম্বর্ত্ত পরাশরের গ্রন্থে একবাক্যে "অষ্টবর্ষা বালিকাকে গৌরী, নববর্ষা রোহিণী, দশবর্ষা কন্যা ও তদূর্দ্ধবয়স্কা কন্যাকে রজস্বলা" বলা হইয়াছে। তৎপর যম, অঙ্গিরা, পরাশর দুই জনেই একবাক্যে বলিতেছেন :—

"দ্বাদশবর্ষ প্রাপ্ত হইলে যিনি কন্যাকে দান না করেন, তাঁহার পিতৃলোক সেই কন্যার রজোরক্তপানের প্রত্যবায়গ্রস্ত হন।" তাঁহাদের মতে দশবর্ষা কন্যা "রজস্বলা"; দ্বাদশ বৎসরে কন্যাদান করিতেই হইবে; অন্যথা পিতৃপুরুষগণ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে কন্যার রজস্বলা সংজ্ঞার দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষের মধ্যে কন্যাদান করিলে কোনও দোষ নাই। তাহা হইলে "রজস্বলা" দানে কোনও দোষ সম্ভব নহে। কিন্তু আবার পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলা হইতেছে "রজস্বলা কন্যাকে দেখিলে মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরকগামী হইবেন। শুধু তাহা নহে, সম্বর্ত্তের মতে (৬৮) অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাদানই প্রশস্ত; "বিবাহো

হষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে"; ইহাতে প্রতীত হয় যে অষ্টবর্ষা বা গৌরীদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; নববর্ষা বা রোহিণীদান তন্নিকৃষ্ট ; কন্যাদান তাহা হইতেও নিকৃষ্ট এবং রজস্বলাদানে পতিত হইতে হয়। সম্বর্ত্তের এই মতটি বিসদৃশ। কারণ বেদে, গৃহ্য গ্রন্থাদি ও স্মৃতিতে বিবাহার্থ আনীতা বালিকাকে কন্যা এবং তদ্দানকে কন্যাদান বলা হয়। কিন্তু সম্বর্ত্তের মতে কন্যাদান শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ উদ্ধৃত শ্লোকের মতে কন্যাদানফল গৌরী ও রোহিণী দানের ফল হইতে নিকৃষ্ট। এই অসঙ্গতি দেখিয়া কোনও কোনও আধুনিক টীকাকার সন্দিগ্ধ হইয়া এই শ্লোকের পাঠান্তর প্রস্তাব করেন। স্মৃতিরত্নাকর গ্রন্থে কন্যার স্থানে গৌরী, এবং গৌরীর স্থানে কন্যা পাঠ দেখা যায়। গোভিল-পুত্রের গৃহ্যাসংগ্রহে দেখা যায় ঃ—

অপ্রাপ্তা রজসো গৌরী, প্রাপ্তে রজসি রোহিণী।
অব্যঞ্জিতা ভবেৎ কন্যা কুচহীনা তু নগ্নিকা॥

যুবত্বব্যঞ্জক রোমাদিবিহীনা বালিকাকে কন্যা, অপ্রাপ্তরজস্কাকে গৌরী এবং প্রাপ্তরজস্কাকে রোহিণী সংজ্ঞা করা হইয়াছে। বিবাহ-তত্ত্বার্ণব গ্রন্থে অষ্টবর্ষা বালিকাকে গৌরী, দশবর্ষাকে নগ্নিকা এবং দ্বাদশবর্ষাকে কন্যা এবং তদূর্দ্ধবয়াকে "রজস্বলা" বলা হইয়াছে। পাণিনি অবিবাহিতা নারীকে কন্যা বলিয়াছেন ; অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার পুত্রকে "কানীন" পুত্র বলেন। তাঁহার "কন্যায়াঃ কানীন চ" সূত্রে পতঞ্জলি বলেন—

যা চ ইদানীং প্রাগভিসম্বন্ধাৎ পুংসা সহ প্রয়োগং
গচ্ছতি তস্যাং কন্যাশব্দো বর্ত্তত এব।"

ইত্যাদি দেখিয়া সম্বর্ত্তের "অষ্টমবর্ষীয়া" কন্যার বিবাহের প্রশস্যতা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। সম্বর্ত্ত, যম,

অঙ্গিরাসংহিতায় উদ্ধৃত এই শাস্ত্রার্থবিরোধী শ্লোকগুলির মধ্যে কেবল সামঞ্জস্য নাই শুধু তাহা নহে, ইহা যে কোনও অপরিপক্ক হস্তের নিদর্শন তাহাতেও সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ ও কলিকাতার সংস্করণে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। বৃহদ্‌যম স্মৃতির ৩য় অধ্যায়ের ১৮—২২ শ্লোকগুলি কলিকাতার সংস্করণের ১ম অধ্যায়ের অন্তর্গত। মান্দ্রাজের সংস্করণের গৌরী, রোহিণী প্রভৃতি সংজ্ঞা যে শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কলিকাতার সংস্করণে নাই এবং কয়েক অংশে বিভিন্ন পাঠান্তর রহিয়াছে। কলিকাতার সংস্করণের ১ম অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকে শূদ্রকন্যাকে বৃষলী সংজ্ঞা প্রদান করিয়া, আবার ২৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে ঃ—

"নশূদ্রা বৃষলী ভবেৎ।" এইরূপ বিরোধ এই শ্লোকগুলিতে লাগিয়া রহিয়াছে।

সর্ব্বশেষে যদি বলা হয় যে এই শ্লোকগুলিকে প্রায়শ্চিত্তবিধির অন্তর্গত করিবার কারণ এই ঃ—যাহারা রজস্বলা কন্যাকে যথাকালে বিবাহ দিতে পরাঙ্মুখ হইবে এবং যাহারা 'মদমোহিত' হইয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিবে' তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের একটি বিধান করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তপর্য্যায়ের মধ্যে উপরোক্ত শ্লোকগুলি অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ; তাহাও নহে। ইহাদের প্রায়শ্চিত্তের কোনও বিধান দেখা যায় না। যে গ্রন্থে নানাবিধ গুরুতর বা অকিঞ্চিৎকর অপরাধেরও একটা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে, সেই গ্রন্থে অবশ্য রজস্বলাকন্যাবিবাহেরও প্রায়শ্চিত্তবিধি থাকিত। তাহা না থাকাতে গ্রন্থের মধ্যে এই শ্লোকগুলির কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

পরাশর সংহিতার শ্লোকসংখ্যা সংহিতামতে ৫৯২ (১২ অ ৭৩শ্লোক) ; কিন্তু প্রচলিত গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ৫৭৩ মাত্র। ১৯টি শ্লোক পরাশরসংহিতা হইতে লোপ পাইয়াছে। ইহার মধ্যেও

সম্বর্ত্ত, অঙ্গিরা ও যম সংহিতার বচনগুলি অবিকৃত পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই তাহা একবার বলা হইয়াছে। তাহাদের অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলি ৭ম অধ্যায়ের ষষ্ঠ হইতে ১০ম শ্লোক; কলিকাতা ও অন্য সংস্করণে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

এই সংহিতার প্রথম অধ্যায়েই মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গোতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য.কাত্যায়ন, প্রচেতা, আপস্তম্ব, শঙ্খ ও লিখিতের নাম রহিয়াছে। এই অংশ যদি পরাশর সংহিতার মৌলিক অংশ হয় তবে পরাশর সংহিতা পূর্ব্বোক্ত সংহিতাকারগণের পরবর্ত্তী। পুনশ্চ প্রচলিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় পরাশরের নাম রহিয়াছে তাহাতেই মনে হয় উভয়েই সমকালবর্ত্তী সন্দেহ নাই। এই স্থলে পরাশর বাল্যবিবাহ-সমর্থক শ্লোকগুলি অবশ্যই যম কি অঙ্গিরা সংহিতায় পাইয়া থাকিবেন; এবং পাইয়া থাকিলে তিনি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি আপন গ্রন্থে অবিকৃত তুলিয়া কখনও নাম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কারণ সেই একই অধ্যায়ে অন্যত্র যথাক্রমে চারিটি শ্লোকের শেষে চারিবার "মনুরব্রবীৎ" অর্থাৎ "মনু এইরূপ বলিয়াছেন" এইরূপ লিখা রহিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৫ শ শ্লোকে "শঙ্খস্য বচনং যথা" দ্বারা শঙ্খ-ঋষিরও মত উদ্ধৃত দেখা যায়। বিশেষতঃ উদ্ধৃত বচনগুলি যে স্থানে সন্নিবিষ্ট, তাহা দেখিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্টতর হইবে। সপ্তম অধ্যায়কে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত "দ্রব্যসংশুদ্ধিপর্য্যায়" বলা হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে দেখা যায়—

বাপীকূপতড়াগেষু দূষিতেষু কথঞ্চন।
উদ্ধৃত্য বৈ ঘটশতং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।

বাপী, কূপ, কিম্বা তড়াগের জল কোনওরূপে দূষিত হইলে ১০০

ঘট জল তাহা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তাহা শোধিত করিয়া লইবে। এই বিধির পরেই

"অষ্টাবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিনী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা।"

ইত্যাদি শ্লোক যোজিত দেখা যায়; বাল্যবিবাহের সমর্থক এই শ্লোকগুলির অব্যবহিত পরেই পুনরায় দ্রব্যসংশুদ্ধির প্রসঙ্গ দেখা যায়। তাহা এই—

অস্তংগতে যদা সূর্য্যে চণ্ডালং পতিতং স্ত্রিয়ম্।
সূতিকাং স্পৃশতশ্চৈব কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে চণ্ডাল, বেশ্যা এবং সূতিকা স্পর্শ হইলে কিরূপে তাহার শুদ্ধি বিধান করা যায়?

অতএব এই শ্লোকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত তাহার সন্দেহ নাই। কারণ পূর্ব্বোদ্ধৃত এই শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে বাল্যবিবাহের এত বিস্তৃত প্রসঙ্গের সার্থকতা বুঝা অসম্ভব। পরাশরের মূলগ্রন্থ কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ প্রথম অধ্যায়েই দেখিতে পাই ঃ—

"অহমদ্যৈব তদ্ধর্ম্মমনুস্মৃত্য ব্রবীমি বঃ।"

আমি অদ্য পরাশরের ধর্ম্মস্মৃতি অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি।" আর এক স্থলে দেখা যায় "পারাশরংবচো যথা" '১৭।৩৩-৩৪' ও ৭।১' "পরাশরের বাক্য এইরূপ।" আমাদের বর্ণিত শ্লোকগুলিও এই অধ্যায়ে। অতএব এই পরাশর ধর্ম্মশাস্ত্রের যিনি বক্তা, তাঁহার রুচির দ্বারা এই অধ্যায়টি কলুষিত হওয়া বিচিত্র নহে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অঙ্গিরা, ব্যাস, শঙ্খ ও লঘুশাতাতপ সংহিতা।

অঙ্গিরাসংহিতায় বাল্যবিবাহসমর্থক তিনটি শ্লোক দেখা যায়। শেষের দুইটি শ্লোক আমরা পরাশর, সম্বর্ত্ত ও যম সংহিতায় অবিকৃত পাইয়াছি এবং তাহাদের অসারতা ও প্রতিপাদন করিয়াছি। অঙ্গিরা সংহিতায় উদ্ধৃত অংশ পড়িলে তাহা পরাশরের বর্ণিত অংশেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হইবে। ৭ম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পরাশর বলিতেছেন—

রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যা ন গচ্ছতি।
নদী বেগেন শুধ্যতি লেপো যদি ন দৃশ্যতে।

এই শ্লোকটি প্রথম ও তৃতীয় পাদ একত্র করিলে এই হয় ঃ—

"রজসা শুধ্যতে নারী, নদী বেগেন শুধ্যতি।"

ইহাই অঙ্গিরা সংহিতার

"রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি॥

অথচ অঙ্গিরা কি পরাশর কেহ কাহারও নামোল্লেখ করিতেছেন না। এমন দৃষ্টান্ত সংস্কৃতশাস্ত্রে নিতান্ত বিরল, যেখানে শাস্ত্রকার পরকীয় মত, পরকীয় ভাষা উদ্ধৃত করিয়া ঋণ স্বীকার করেন নাই।

যে দেশে গ্রন্থবণিকের সোৎকণ্ঠ উৎসাহে ও আগ্রহে প্রত্যহ লৌহকবল হইতে রাশি রাশি গ্রন্থ উদ্গীর্ণ হয়, যে দেশে গ্রন্থরাশি পণ্যজাতের মধ্যে পরিগণিত, সেই দেশে পরের ভাব, পরের ভাষা

অহর্নিশ লুণ্ঠিত, অপহৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নূতন গ্রন্থের জন্ম হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীনকালে এই অবস্থা ছিল না। এদেশে যে সকল ঋষিরা মানবের চিরবাঞ্ছিত ভাবসম্পদ্ জন্ম-জন্মান্তের সাধনায় লাভ করিয়া, সরল আনন্দে মানবসমাজের মধ্যে প্রচার করিয়া আত্মপরিচয়ের তিলমাত্র নিদর্শনও কোথাও রাখিয়া যান নাই, তাঁহারা যে পরকীয় মত, পরকীয় ভাষা উদ্ধৃত করিয়া নীরবে আপন গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিবেন এমন কল্পনা করাও অসঙ্গত।

অঙ্গিরা হইতে উদ্ধৃত তিনটি শ্লোকের মধ্যে শেষ দুইটি যেমন যম, সম্বর্ত্ত, পরাশরের অনুবৃত্তি, প্রথম শ্লোকও শঙ্খ, লঘুশাতাতপ প্রভৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহার অনুরূপ সকল শ্লোকগুলি এক-সঙ্গে পুনরায় উদ্ধৃত করা গেল।

ব্যাসঃ—

"যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্ রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।"
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতঃ স্যাৎ তদপ্রদঃ॥

শঙ্খ ঃ—

"পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
তস্যাং মৃতায়াং নাশৌচং কদাচিদপি শাম্যতি।"

লঘুশাতাতপঃ—

"পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥"

প্রজাপতিঃ—

"পিতুর্গেহেষু যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া তৎপতি বৃষলীপতিঃ।

অঙ্গিরা ঃ—

"পিতুর্বেশ্মনি যা কন্যা রজস্তু সমুপস্পৃশেৎ।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলীস্মৃতা।"

এই শ্লোকগুলির দিকে লক্ষ্য করিলেই মনে হইবে যে উহারা এক জনেরই মানসপুত্র। এক হস্তের নিদর্শন প্রত্যেকটীতে যথেষ্ট রহিয়াছে।

এস্থলে সূত্র ও গৃহ্যগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্তভাবে সময় নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। সূত্র গ্রন্থের মধ্যে গোতম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মোক্ষ-মূলারের মতে সূত্রযুগ ৬০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২০০ পর্য্যন্ত। গোতম ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের বলিয়া ডাক্তার বুলার (Dr. Buller) নির্দ্দেশ করেন; কারণ গোতম যবন শব্দে গ্রীকদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া বুলার সাহেবের অভিমত। বোধায়ন গৃহ্য তৎপরবর্ত্তী। ইনি কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়; সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যবাসী; আপস্তম্ব হইতে ইনি অনেক শতাব্দ প্রাচীন; ইহা মেইন (Maine) সাহেবের অভিমত। বশিষ্ঠের গ্রন্থে যম, গোতম, হারীত এবং মানবসূত্রের রচয়িতা মনুর নাম পাওয়া যায়। ইনি উত্তরভারতের অধিবাসী; হয়ত ইঁহাদের পরবর্ত্তী। বিষ্ণুসংহিতাও কৃষ্ণযজুর্বেদীয়। ডাক্তার জলি ও ডাক্তার বুলারের (Dr. Jolly ও Dr. Buller) মতে বিষ্ণুসংহিতা প্রাচীন হইলে ও এমন কাহারও দ্বারা এতই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যিনি এই সংহিতা ভগবান বিষ্ণুর মুখনিসৃত বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু রচনাভঙ্গি ও গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট বিষয়া-দির দ্বারা এই সংহিতার কোনও কোনও অংশ অতি প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও, অনেকাংশ আধুনিক এবং তাহা বোধায়ন ও বশিষ্ঠ সংহিতার মধ্যেও সংযোজিত দেখা যায়। হারীত, হিরণ্য-কেশী, উশনা, যম, কাশ্যপ, শঙ্খ, সূত্রযুগের গ্রন্থ বলিয়া কেহ কেহ

নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হারীত বোধায়নের পূর্ব্বে এবং আপস্তম্ব হিরণ্য-কেশীর পূর্ব্বে।

শাতাতপ (৫১), হারীত (৭।১৪), যাজ্ঞবল্ক্য (১।২।৩৫), উশনা (১), আপস্তম্ব (১', বৃহস্পতি (১৮), পরাশর (২।১০ ও ৭ ৩৩), ব্যাস (১।৭২), শঙ্খ (১।১৩), দক্ষ (১।৫২), সংহিতার শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, সংহিতাকারের ব্যবস্থাগুলি পরবর্ত্তী অন্য লোকের মুখে এবং খুব সম্ভবতঃ অন্য লোকের ভাষাতেও প্রচারিত হইয়াছে। পরাশরের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আপস্তম্ব সংহিতার প্রথমেই বলা হইতেছে "আপস্তম্বং প্রবক্ষ্যামি" ইহাতেই মনে হইবে যে তন্নামধেয় ঋষির সনাতন শাস্ত্র অন্যের হস্তে পড়িয়া শস্ত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্য পরাশরের নাম করিতেছেন, পরাশর যজ্ঞাবল্ক্যের নাম করিয়া সৌজন্য প্রদর্শন করিতেছেন। পরাশর "কৃতে তু মানবো ধর্ম্মো দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ" বলিয়া নিজগ্রন্থে মনু, শঙ্খ, ও লিখিতের বহুল ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিতেছেন; এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে প্রচলিত সংহিতার সর্ব্বাংশ যে মূলসংহিতার অনুরূপ প্রতিকৃতি তাহা নহে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাস, শঙ্খ, লঘুশাতাতপ, প্রজাপতি, ও বিষ্ণুর একটি মাত্র শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বাল্যবিবাহ সমর্থন করা কোনও মতেই সম্ভবপর নহে। তাহাদের অর্থ এই :—

ব্যাস—যদি কন্যাদাতার শিথিলতা প্রযুক্ত কুমারীর রজোদর্শন হয়, তবে ভ্রূণহত্যাদোষ ঘটে এবং যাহারা যথাকালে কন্যাদান করে না, তাহারা পতিত হয়।

লঘুশাতাতপ—পিতৃগৃহে অসংস্কৃতা কন্যার রজোদর্শন হইলে সেই কন্যার পিতার ভ্রূণহত্যার পাতক হয় এবং সেই কন্যাকে বৃষলী বলে।

অঙ্গিরা—পিতৃগৃহে যে কন্যা রজস্বলা হয়, তাহার পিতার ভ্রূণহত্যাদোষ হয় এবং সেই কন্যাকে বৃষলী বলে।

প্রজাপতি—পিতৃগৃহে যে অসংস্কৃতা কন্যার রজোদর্শন হয়, সে কন্যাকে বৃষলী ও তাহার পতিকে বৃষলী-পতি বলে।

বিষ্ণুসংহিতা—পিতৃগৃহে যে অসংস্কৃতা কন্যার রজোদর্শন হয়, তাহাকে বৃষলী বলে, তাহাকে হরণ করিলে দোষ হয় না।

শঙ্খ—পিতৃগৃহে যে অসংস্কৃতা কন্যার রজোদর্শন হয়, তাহার মৃত্যু হইলে সেই পরিবারের অশৌচ ত্যাগ হয় না।

উপরি উদ্ধৃত অংশগুলির মৌলিকতা তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলেও শ্লোকগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—পিতৃগৃহে অসংস্কৃতা কন্যা রজস্কা হইলে পিতাকে ভ্রূণহত্যার পাতকী হইতে হয়, কন্যাকে বৃষলী হইতে হয়,—ইহা ব্যাস, লঘুশাতাতপ, অঙ্গিরার অভিমত।

দ্বিতীয়তঃ—পিতৃগৃহে অসংস্কৃতা রজস্কা কন্যার মৃত্যু হইলে তাহার অশৌচ কোনও দিন ত্যাগ হইবে না ইহা শঙ্খের মত। প্রজাপতি ও বিষ্ণুর মতেও এই কন্যা বৃষলী সংজ্ঞা লাভ করে মাত্র। পিতার কোনও দোষোল্লেখ নাই।

ভ্রূণহত্যার পাতক, যদি রজস্কা কন্যা মরিয়া যায়, যদি কন্যাদাতাগণের বৈকল্য বা ঔদাসীন্য দেখা যায়, এই কথাগুলি একত্র সংযোজিত করিলে দেখা যায়, যাহাতে ঋতুমতী কন্যাকে পিতামাতা বিবাহ দিতে ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন তজ্জন্য অবহিত করিয়া দেওয়াই শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া অন্য কোনও অভিপ্রায় নাই। এই শ্লোকগুলির দ্বারা কন্যার পিতৃপক্ষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া দেওয়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ হিন্দুসমাজ একদিন মানুষকে সমাজের সঙ্গে, সমাজকে রাষ্ট্রের সঙ্গে, রাষ্ট্রকে সহস্রশীর্ষা,

সহস্রাব্দ, অমৃতপুরুষের সঙ্গে অতি নিবিড়ভাবে সংযোজিত করিবার বিধান করিয়া দিয়াছিল। তাই ঋতুমতী কন্যার বিবাহে যদি লোক-সমাজ ঔদাসীন্য প্রকাশ করে এবং তদ্দ্বারা যদি লোকস্থিতির মর্য্যাদা খর্ব্ব হয়, শাস্ত্রকার এই আশঙ্কায় ভ্রূণহত্যার পাতক প্রদর্শন করিয়াছেন।

হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য দুইটি। সমাজের কল্যাণ একদিকে; ইহাই মুখ্য। দম্পতির আত্মার সুখ ও উর্দ্ধগতি এবং পিতৃলোকের প্রীতি সাধন ও তদ্দ্বারা জীবসূত্র অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা ইহা অন্যদিক। পুষ্পবতী কন্যাকে দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখিলে মানব-সমাজে সুস্থ, সবল, তেজস্বী পুত্রোৎপত্তির অন্তরায় হইবে এবং পিতৃগণের প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠানাদিও ব্যাহত হইবে, ইহাই তৎকালীন সমাজের বলবতী ধারণা ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া অরজস্কা কন্যার বিবাহ দিতে হইবেই, এমন কোনও বিধি কোনও স্মৃতিতে নাই। প্রাগুক্ত ভাবগুলি নারদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে কত সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ, বিষ্ণু, ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

নারদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন এই—

অপত্যার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ স্ত্রী ক্ষেত্রং বীজিনো নরাঃ।
ক্ষেত্রং বীজবতে দেয়ং না বীজী ক্ষেত্রমর্হতি ॥ ১৯
কন্যা নর্ত্তুমুপেক্ষেত বান্ধবেভ্যো নিবেদয়েৎ।
তে চেন্ন দদ্যুস্তাং ভর্ত্রে তেস্যু ভ্রূণহাভিঃ সমাঃ ॥ ২৫
অতঃ প্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।
মহদেনঃ স্পৃশেদেনমন্যথৈব বিধিঃ সতাম্। ২৭।

এই সংহিতার ভাষা, রচনাভঙ্গী ইত্যাদি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে ইহা পূর্ব্বোক্ত অনেক প্রচলিত সংহিতা হইতে প্রাচীন। শ্লোক গুলির অর্থ এই :—

স্ত্রীগণ অপত্যার্থে সৃষ্ট হইয়াছে : স্ত্রীগণ ক্ষেত্র, পুরুষেরা বীজ স্বরূপ : ওজস্বী. বলবীর্য্যশালী পুরুষকেই কন্যা প্রদান করিবে। যাহার বলবীর্য্য অপরিণত, অপরিপক্ক, অর্থাৎ যিনি বীজবান্ নহেন তিনি বিবাহের যোগ্য নহেন।

কন্যা ঋতু উপেক্ষা করিবে না। আপনার ঋতুমতী হওয়ার সংবাদ বান্ধবদিগকে নিবেদন করিবে। তখন যদি বান্ধবেরা তাহাকে বিবাহ দিতে পরাঙ্মুখ হয় তবে তাহাদের ভ্রূণহত্যার পাতক হইবে।

অতএব কন্যা রজস্কা হইলে পিতা কন্যার বিবাহের জন্য উদ্যোগ করিবেন। ঋষিদিগের এই বিধি অন্যথা করিলে গুরুতর পাতক হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুবিবাহের মূল উদ্দেশ্য সুস্থ, সবল অপত্যোৎপাদন, যদ্দারা লোকস্থিতির মর্য্যাদা অব্যাহত থাকে। দম্পতীর ভোগ-সুখ-বিলাসাদি পরোক্ষ ; ধর্ম্মসাধন ও লোকস্থিতি ধ্রুবতর করাই হিন্দু-বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুসমাজ নারী-জীবনের মধ্যে প্রেয়সী-মূর্ত্তি না দেখিয়া শ্রেয়সীমূর্ত্তি, ধর্ম্মচারিণীর মূর্ত্তি সর্ব্বথা সজীব করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তজ্জন্য হিন্দুসমাজ পুত্রকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন ; ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, লোকসমাজের কল্যাণের জন্য, বিশুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা সত্ত্বপ্রধান, শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপাদন করিতে প্রয়াসপান, তাঁহাদের সেই পুত্রগণকে ধর্ম্মপুত্র বলে। তাই এদেশে গর্ভাধানের প্রাক্‌কালে হিন্দুগণ বলিতেন :—

ওঁ বিষ্ণু র্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংষতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতি র্ধাতা গর্ব্ভং দধাতু তে॥
ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালী গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥

"সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে প্রসবসমর্থ করুন। দেব-শিল্পী ত্বষ্ঠা গর্ভের রূপ প্রকাশ করুন। হে ভগবতি সিনীবালি, তুমি এই বধূতে গর্ভাধান কর ; হে সরস্বতি, তুমি ইহাতে গর্ভাধান কর। যাঁহাদের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান, দেবগণ দ্বারা অভ্যুদিত, স্বতঃ বিনয়-নম্র, সত্ত্বগুণবান্, সম্পদযুক্ত, ও আত্মানন্দময় হয়, সেই পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমার যুগল তোমার গর্ভাধান করুন।" এই সকল মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করিত, তাঁহারা ধর্ম্মপুত্র। সেই সকল পুত্রের উপরেই হিন্দুর নির্ভর ছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পুত্র, কামজ পুত্র। যেখানে দম্পতীর কাম-ভোগই মুখ্য, পুত্রোৎপত্তি আনুসঙ্গিক, আকস্মিক বা পরোক্ষ, যেখানে

ভোগসুখের গতি ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা সমাহিত ও সংযত হয় না, সেই স্থলে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহাদিগকে কামজ পুত্র বলে। ইহারা নিকৃষ্টতর। যেসকল দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হয়, যেখানে রূপযৌবনরক্ষার উৎকট আগ্রহে শতকরা ১৫ জন রমণীও স্তন্যদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়, সেই সকল সমাজে ভোগবুদ্ধি মানবাত্মাকে অহরহ ব্যথিত করে, সেখানে বিবাহ-অনুষ্ঠান একটা চুক্তি মাত্র, ইহকালের কয়টা দিনের জন্য ; তাহা কোনও পক্ষের ত্রুটিতে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল স্থানে বিবাহের বন্ধন ধর্ম্মের নহে, ধর্ম্মাধিকরণের বন্ধন, প্রেমের গতি সর্ব্বাংশে পরার্থমুখী নহে ; স্বার্থবুদ্ধি সেখানে স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রসুখ, নৈমিত্তিক উত্তেজনায় ও ব্যসনে অবসিত হয়। আজ কাল আমাদের দেশেও বিবাহের আদর্শ ক্রমশঃ বিকৃত, ও ঘৃণিত হইয়া উঠিতেছে।

ঋষিরা হিন্দুর বিবাহকে মানবের নিমেষজীবি নৈমিত্তিক ভোগসুখের বহু ঊর্দ্ধে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সরলপ্রকৃতি ছিলেন, অন্তরে ও বাহিরে, বাক্যে ও মনে, সংকল্প ও অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই তাঁহাদের ঐক্য থাকিত। তাঁহারা নিজে সর্ব্ব-রিক্ত ছিলেন ; আমাদের মত কখনও শ্লীলতার নানাবিধ ভদ্র পরি-চ্ছদের আড়ালে বিভৎস দানবকে লুকাইয়া রাখিতে জানিতেন না। তাঁহারা সরলপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন যদি মানবসমাজের কল্যাণই অব্যাহত রাখিতে হয়, যদি জীবসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া সৃষ্টিকে নিঃশ্রেয়সের পথে সর্ব্বদা পরিচালিত করিতে হয়, তবে সুস্থ, সবল, মেধাবী, মনস্বী অপত্যের উপরেই তাহা নির্ভর করে। তাঁহারা সন্তানের তেজে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে জননীর অমৃতস্পর্শ জলন্ত ভাবে অনুভব করিতেন বলিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন :—

"অপত্যার্থং স্ত্রীয়ঃ সৃষ্টাঃ, নারীজী ক্ষেত্র মর্হতি।"

"স্ত্রীগণ অপত্যের নিমিত্ত সৃষ্ট, মাতৃত্বের উচ্চ পদবীই স্ত্রীগণের এক মাত্র স্পৃহনীয় এবং সমাজের উপাস্য আদর্শ। যে হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল, তাহাকে বিবাহ দিবে না।"

কিন্তু এই কথায় হয়ত কেহ কেহ একটু বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে দেশের ঋষিরা ব্রহ্মকে মানবের বাক্যে ক্ষেমরূপে, প্রতিষ্ঠিত দেখিতেন; হস্তে কর্ম্মরূপে, মানবের পদদ্বয়ে গতিরূপে, পায়ু-দেশে বিমুক্তিরূপে ব্রহ্মের ধ্যান করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, যাহারা ব্রহ্মকে বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে, উপস্থে সৃষ্টি, অমৃত ও আনন্দ রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য লোকসমাজকে উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহারা মাতাকে পূর্ব্বরূপ, পিতাকে উত্তররূপ, প্রজাকে সন্ধি এবং প্রজননকে সন্ধান রূপে দর্শন করিতেন, † যাঁহারা গর্ভাধানের প্রাক্‌কালে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেনঃ—

ইমং উপস্থং মধুনা সংসৃজামি, প্রজাপতে মু্খমেতদ্ দ্বিতীয়ম্

"আমি তোমার এই আনন্দেন্দ্রিয় মধুলিপ্ত করিতেছি, ইহা ভগবান্ প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ," তাঁহাদের পক্ষে দাম্পত্যজীবনে কেবল ভোগসুখের আদর্শ কত নিকৃষ্ট ছিল এবং সবল মনস্বী অপত্যোৎপাদন কত মহনীয় ছিল তাহাই উপলব্ধি হইবে।

তাই "অপত্যার্থং স্ত্রীয়ঃ সৃষ্টাঃ" এই পদগুলির অর্থ বিবাহিত জীবনে কত গভীর তাহা নারদ সংক্ষেপে প্রতিপন্ন করিতে-ছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহারা নারী-জীবনে মাতৃগৌরবের আদর্শই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন মাত্র। ইহাই হিন্দুবিবাহের একতম আদর্শ। এই আদর্শের অনুরূপ বয়োধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, শিক্ষালাভ

---

† তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ভৃগুবল্লী।

করিবার পূর্ব্বে যাঁহারা কন্যাকে বস্ত্রেন্ধন দানের মত একটি অস্থাবর দানের সামগ্রী মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল ঋষিদিগের আদর্শকে খর্ব্ব ও অবজ্ঞা করেন মাত্র। তাঁহারা নবম কি দশম বর্ষীয়া কন্যাকে অকালে, অযথাভাবে মাতৃত্বের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়া, কন্যাকে আজীবন রোগজর্জরিতা করেন, কেবল তাহা নহে, মাংসাস্থিপিণ্ডবৎ কতকগুলি দৌহিত্রের পথও সুগম করেন মাত্র। অন্যথা এত অকালবৈধব্য, এত অকালমৃত্যু, এত কুৎসিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমাদের সমাজ জর্জরিত হইয়া উঠিতনা।

প্রসঙ্গতঃ একটু দূরে আসিয়াছি। নারদসংহিতাতেই বিবাহের উদ্দেশ্য ও বিবাহযোগ্য সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন

"অতঃ প্রবৃত্তে রজসি"

অর্থাৎ

"কন্যার রজঃ প্রবৃত্ত হইলে পিতা কন্যাদান করিবার জন্য উদ্যোগী হইবেন।"

বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে রজস্বাকন্যার কোনও দোষ ব্যাস উল্লেখ করেন নাই। কন্যাদাতারই দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্খও তদ্রূপ। শাতাতপ ও অঙ্গিরার মতে পিতার ভ্রূণহত্যার পাতক ও কন্যার বৃষলীত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রজাপতি কন্যার বৃষলী সংজ্ঞা এবং তাহার পতিকে বৃষলীপতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। বিষ্ণু বলেন, সেই কন্যাকে যদি কেহ হরণ করে, তবে কোনও দোষ হয় না। লঘু-আশ্বলায়ন স্মৃতিও বলেন (নিন্দ্য প্রঃ ৫), কোন রজস্বা কন্যাকে যদি অবিবাহিত রাখা যায়, তবে তাহাকে বৃষলী ও তৎপুত্রকে বার্ষলেয় বলে। ইহাও বাল্যবিবাহের সমর্থক শ্লোকরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই মনে হইবে যে রজস্বা কন্যার বিবাহই ইহার দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে দেখাযায়,—

"রজস্বলা চ যা কন্যা যদিস্যাদবিবাহিতা।"

"যদি অবিবাহিত কন্যা রজস্কা হয়" এই অর্থ হইতে পারে না। প্রকৃত অর্থ এই যে, যদি রজস্কা কন্যাকে অবিবাহিত রাখা হয়। কন্যা রজস্কা হইলেই, তাহার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত হয়; তাহাকে অবিবাহিত রাখা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বিষ্ণু বলেন "সে কন্যাকে হরণ করিলে কোনও দোষ নাই।" ইহার একমাত্র অভিপ্রায় এই যে, রজস্কা কন্যাকে বিবাহ দিতে অভিভাবকদের সচেষ্ট থাকা উচিত।

এখন দেখা যাক্ কন্যা বৃষলী হইলে কি দোষ হয়?

পুত্রহীন রমণীকে বৃষলী বলে; যে কন্যার সন্তান বাঁচে না, তাহাকেও বৃষলী বলা হয়। ব্রাহ্মণকন্যা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে বৃষলী বলে। রজস্কা কুমারীকেও বৃষলী বলিয়া থাকে; যে রমণী নিজ পতি ত্যাগ করিয়া পর পুরুষকে ভজনা করে তাহাকেও বৃষলী বলে (যমসংহিতা ২৫।২৬)

এই অবস্থায় দেখা যায় যে বিষ্ণু, ব্যাস ও শঙ্খের মতে বিবাহের পূর্ব্বে রজস্কা কন্যা দূষিতা নহে, যত প্রত্যবায়, কন্যার অভিভাবকের। এই সংজ্ঞায় রজস্কা কন্যার কোন দোষ নাই। পুত্রহীনকেও যখন বৃষলী সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তখন রজস্কা কন্যার বিবাহে অভিভাবকেরা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে কন্যা পুত্রহীনা হইয়া থাকিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা রজস্কা কন্যাকে বৃষলী বা পুত্রহীনা সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ, বৃষলীসংজ্ঞায় যখন রজস্কা কন্যাকেও বুঝান হইয়া থাকে তখন কন্যা বৃষলী সংজ্ঞা লাভ করিলে সে পতিত হইবে কেন? ইহার কোনও সঙ্গত যুক্তি পাওয়া দুর্ঘট। এই ভ্রূণহত্যার পাতকের প্রসঙ্গ কেবল রজস্কা কন্যার পক্ষে নহে; বিবাহিত দম্পতীর পক্ষেও এই ভ্রূণ-হত্যার প্রত্যবায় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

পরাশর বলেন ঃ—

ঋতৌ স্নাতান্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

"যিনি ঋতুস্নাতা ভার্য্যাতে উপগত হন না, তিনি ঘোরতর ভ্রূণ-হত্যার অপরাধী। ইহাতে সংশয় নাই।"

ইহার অর্থও আমাদিগকে সমর্থন করে। যাহাতে যথাকালে দৃঢ়রক্ষা কন্যাগণ উপেক্ষিতা না হইয়া সুস্থ, সবল অপত্যোৎপাদন দ্বারা সমাজের স্থিতিরক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহার দিকে সকলের অবহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই ভ্রূণহত্যার ভয় প্রদর্শন। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ বিশেষ কিছুই নাই।

আমরা এখন বিষ্ণু প্রভৃতি কয়েকটি সংহিতার শ্লোকগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করিব। তাহার অর্থ এই ঃ—

"ঋতুত্রয় অপেক্ষা করিয়া কন্যা নিজে পতিম্বরা হইবে। তিন ঋতু অতীত হইলে কন্যা নিজে নিজের প্রভু হইয়া থাকে।"

"যে অসংস্কৃতা কন্যার পিতৃগৃহে রজোদর্শন হয়, সেই কন্যাকে বৃষলী বলে। তাহাকে হরণ করিলে দোষ নাই।"

উপরোক্ত অংশে তিন ঋতুর অর্থ তিনবার রজোদর্শন কাল। তিন মাস বা তদূর্দ্ধ। এক জন টীকাকার তিন ঋতু অর্থে তিন বৎসর করিয়া এই শ্লোকের সঙ্গে মনুস্মৃতির সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিন ঋতু অর্থে তিন মাস বা তিন বৎসর যাহাই হউক না কেন, ঋতুমতী হওয়ার পরে তাহার বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। তিন ঋতুর মধ্যে পিতা তাহাকে দান করিতে পারেন, তিন ঋতুর পরে কন্যার স্বয়ম্বরা হইতেও বাধা নাই, কোনও প্রত্যবায় নাই।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বেই প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দেখা যায় :—

"যিনি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যশীল, তিনি অনন্যপূর্ব্বিকা, কান্তা, অসপিণ্ডা, যবীয়সী, সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিবেন।"

ইহার পরে কয়েকটি শ্লোক রহিয়াছে, যাহার সঙ্গে আমাদের বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। এই শ্লোকগুলিতে কে কে কন্যাদানের অধিকারী, তাহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

"যে কন্যাদাতা কন্যার বিবাহ দিতে পরাঙ্মুখ হয়, সে কন্যার প্রতি ঋতুতে ভ্রূণহত্যাদোষে দোষী হইয়া থাকে। যদি কন্যার কোনও অভিভাবক না থাকে, তবে সে স্বয়ম্বৃতা হইবে।"

এই দুইটি শ্লোকে এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা অরজস্কা কন্যার বিবাহ সমর্থন এবং রজস্কাবিবাহ দূষনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বোধ হয়, নারদের অভিপ্রায় যাজ্ঞবল্ক্যের অনুরূপ। রজস্কা হইলেই কন্যার বিবাহে উদ্যোগী হইতে হইবে; তাহা অবজ্ঞা করিলেই ভ্রূণহত্যার প্রত্যবায়।

এই সংহিতায় কন্যার বিবাহযোগ্যবয়সের স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে। কন্যা অনন্যপূর্ব্বিকা হইবে; এইস্থলে গোতমও কন্যাকে "অনন্যপূর্ব্বিকা" এবং বশিষ্ঠ অস্পৃষ্ট-মৈথুনাং" বলিয়াছেন। অর্থ এই যে, এমন কন্যা চাই, যিনি "অক্ষতযোনি," যিনি পূর্ব্বে অন্য কাহারও উপভুক্তা নহেন। অরজস্কা কন্যার উপর এই বিশেষণ কখনও প্রয়োগ করা যায় না। অরজাসংসর্গ সকল শাস্ত্রে একবাক্যে নিষিদ্ধ। একজন টীকাকার "অনন্যপূর্ব্বিকা"র "পূর্ব্বে অবিবাহিতা" এই অর্থ করিতে চাহেন; বিবাহিতা হইলেই যে নারীকে "কন্যা" শব্দ শাস্ত্রমত প্রয়োগ করা যায় না এই টীকাকার সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। অপরার্ক নামে আর একজন টীকাকার যাজ্ঞবল্ক্যের এই শ্লোক দুটির বিকৃতার্থ করিয়া

বাল্যবিবাহের সমর্থনকল্পে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ-যোগ্য।

তিনিবলেন ঃ—

এতচ্চ প্রাগ্রজোদর্শনাৎ। দৃষ্টেতু তস্মিন্ পিত্রাদিষু সৎস্বপি স্বয়মেব কন্যা বরং কুর্য্যাৎ।"

কন্যার অভিভাবক না থাকিলে রজোদর্শনের পূর্ব্বেই স্বয়ম্বৃতা হইবে, পিতাদি বর্ত্তমান থাকিলে রজোদর্শনের পরে।

রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্বয়ম্বৃতা হওয়ার উপদেশ প্রচলিত শাস্ত্রে দেখা যায় না। কোন্ শাস্ত্র মূলে এই বিধান আসিল, তাহা পাইতে পারিলে বিশেষ ভাল হইত। রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্বয়ম্বৃতা হওয়ার বিধান মনু, বসিষ্ঠ, গোতম প্রভৃতির স্পষ্ট নির্দ্দেশের বিরোধী।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কন্যার আরও একটি বিশেষণ—"যবীয়সী"। এই শব্দ পানিণীর দুটি সূত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন। সূত্রদ্বয় "যুনঃ কন্ যবৌ. অল্পস্য কন্ যবৌ।" এই সূত্রদ্বয়ে যবীয়সী দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল অনেকে শেষোক্ত অর্থই প্রয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত। যবীয়সী অর্থে যুবতী, এবং বর হইতে অল্পবয়স্কা। অরজস্কা কন্যাকে কিরূপে যুবতী আখ্যা দেওয়া যায়?

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

পঞ্চম অধ্যায়।

গৌতম ও বসিষ্ঠ সংহিতা।

গোতমধর্ম্মসূত্র এই শ্রেণীর অধিকাংশ ধর্ম্মসূত্র হইতে প্রাচীন। ভাষা সূত্রের ভাষা, ছন্দোময়ী নহে। সূত্রগুলির অর্থ এই :—

"গৃহস্থ অনন্যপূর্ব্বিকা, যবীয়সী, সদৃশী ভার্য্যা গ্রহণ করিবে। ৪।১

কুমারী তিন ঋতু প্রতীক্ষা করিয়া অনিন্দিত বরকে স্বয়ং বরণ করিবে। তাহার পিতৃদত্ত অলঙ্কারাদি সে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। ৪।১

ঋতুর পূর্ব্বে দান বিধেয়। না করিলে দোষী হইতে হয়। কাহারও কাহারও মতে বস্ত্র পরিধান করিবার পূর্ব্বেই কন্যা দান করিবে।"

১৮ অঃ ২২—২৪

সেই "অনন্যপূর্ব্বিকা," "যবীয়সী," "সদৃশী ;" তিন বিশেষণে কন্যা-নির্ব্বাচন। ইহার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা চতুর্থ অধ্যায়ের কথা।

"কুমারী তিন ঋতু অপেক্ষা করিয়া স্বয়ম্বৃতা হইবে।" তাহা হইলে তিন ঋতুর মধ্যে পিতার কন্যাদানের ক্ষমতা থাকে।

তৎপর সূত্রাকারে বলা হইতেছে, "ঋতুর পূর্ব্বে দান না করিলে

দোষী হইবে ; এমন কি কন্যা যখন বস্ত্রাদি পরিধান করিতে শিখে নাই তখন দেওয়া ভাল”। এই কথাগুলির শেষে “ইত্যেকে” একটি পদ রহিয়াছে। তাহা “ইঙ্গিতজ্ঞের” কনিষ্ঠ সহোদর। এই সূত্রটির শেষে অতি মৃদুস্বরে “ইত্যেকে” যোজনা করার কারণ কি ? ইত্যেকে এই পদদ্বয়ের অর্থ “কাহারও কাহারও মত এই”। যদি তাহা হয়, তবে ইহা গোতমের মত নহে। হয়ত গোতম অন্য কাহারও মত উদ্ধৃত করিতেছেন, অথবা গোতমধর্ম্মসূত্রের মধ্যে কোনও দুর্লক্ষ্যসূত্রে এই সূত্রগুলিও গ্রথিত হইয়া গিয়াছে ! ইহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে।

এই বচনগুলি গোতমসংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখা যায়। এই অধ্যায়ে বিবাহিতা স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি বলা হইয়াছে। ঋতুমতী কন্যার বিবাহের প্রত্যবায়ের প্রসঙ্গ কোনও মতেই আসিতে পারে না। চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থ কিরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই বচনগুলি গোতমের হইলে তাহা উক্ত চতুর্থ অধ্যায়েই সংযোজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাহা হয় নাই এমন নহে, ইহার শেষে “ইত্যেকে”, ইহা কাহারও কাহারও অভিমত, “এই কথাটিও যুক্ত হইয়া এই বচন গুলির আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। অতএব এগুলিকে সন্দেহ করা যায়। ইহা কাহার অভিমত তাহা সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট না হইলে, তাহার উপর সম্যক্ নির্ভর করা সঙ্গত নহে। বসিষ্ঠসংহিতায়ও ঠিক অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। বসিষ্ঠের মতে “ঋতুমতী কুমারী তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বয়ম্বরা হইবেন।” তৎপরও অন্যের কতকগুলি মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। গোতমের উপরোক্ত বচনের মৌলিকতা তর্কের অনুরোধে স্বীকার

করিলেও এই তিনটি সিদ্ধান্ত প্র হয় :—

১। কন্যাকে ঋতুর পূর্ব্বে হইবে।

২। তাহাকে তিন ঋতু দেওয়া যায়।

৩। তিন ঋতুর পরে সে হইবে। পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি বোধায়নস্মৃতির প্রক্ষিপ্ত অংশ কি ভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা তাঁহার মতে "ঋতুমতী কন্যাকে তিন বৎসরের মধ্যে বিবাহ দি । গুণবান বরকে নগ্নিকাদান করা যায়। ঋতুমতী কন্যা সর পিতৃশাসনের অপেক্ষা করিবে।" বোধায়নের এই "তিন বৎসর" "তিন ঋতুতে বিবর্ত্তিত হইয়া গোতমের এ চত। কাজেই ইহার উপর আস্থা স্থাপন নিরাপদ নহে।

তৎপর বসিষ্ঠের ধর্ম্মশাস্ত্র নর অর্থ এই :—

"গৃহস্থ বিনীতক্রোধ হইয় ার পরে গুরুদ্বারা আদিষ্ট হইয়া, স্নানান্তে অসমানপ্রবরা থুনা, যবীয়সী ভার্য্যা, গ্রহণ করিবে। (৮ম অঃ)

"ঋতুমতী কুমারী তিন বৎ করিবে। তিন বৎসরের পরে আপনার অনুরূপ পতি গ্র বে।" ১৭ অঃ ৫৯

"কেহ কেহ এই বিষয়ে াহরণ দেন :—"ঋতুকাল ভয়ে নগ্নিকা (প্রাগ্বাসা—যে কন্যা বধান করে না) কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। কন্যা ঋতুমতা অবিবাহিত থাকিলে পিতৃগণ দোষী হন। ১৭।৬০।৬২

"গুরুদক্ষিণা দিতে বিলম্ব ক শস্য যেরূপ বিনষ্ট হয়, পিতার প্রমাদবশে যদি কন্যার বয়ঃ প্রমাণ তিক্রম করিয়া তাহাকে বিবাহ দেওয়া যায়, তবে সেই কন্যাদাতা সেইরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হন। ১৭।৬১

"সকামা অর্থাৎ পুরুষাভিলাষিনী কন্যা যদি অনুরূপ বরের দ্বারা প্রার্থিত হয় তবে যে মাতাপিতা তাহাকে দান করে না, কন্যার ঋতু-সংখ্যার অনুপাতে তাহাদের ভ্রূণহত্যার পাতক হইবে।

"ইহাই ধর্ম্মবাদ। অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তকদিগের অভিমত।

১৭।৬৩।

"যদি কোনও কন্যাকে মন্ত্রাদি দ্বারা দান করার পূর্ব্বে কেহ বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তাহাকে যথারীতি কন্যাদানের মত দান করা যাইতে পারে। ৬৫।

"বালিকা কেবলমাত্র মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়াছে. অথচ অক্ষতযোনি রহিয়াছে. এমন সময় পাণিগ্রাহকের মৃত্যু হইলে তাহার পুনঃ বিবাহ হইতে পারিবে। ৬৬"

এই স্থলে একটি "ইতি" শব্দ যোজিত হইয়াছে। তাহাতে নিঃসন্দেহ প্রতীত হয় যে এই অংশটুকু অর্থাৎ ৬০ হইতে ৬৬ শ্লোক পর্য্যন্ত অন্য কোনও স্থান হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সকল স্মৃতিকারদিগের মধ্যে বসিষ্ঠের নামে প্রচলিত স্মৃতিগ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জর্জ্জরিত। জনৈক পণ্ডিত বলেন :—

"এই ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনগুলিও সকল শাস্ত্র হইতে অধিকতর কলুষিত; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানাবিধ শ্লোক ইহাতে যোজনা করিয়া দেওয়া হয়েছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়।" *

বাস্তবিক যাহারা বশিষ্ঠ সংহিতা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন

* The Text of this Drama Shastra is among the most corrupt in the Sanskrit literature. It has evidently received accretion at different times.

কত আধুনিক শ্লোকের দ্বারা এই গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। এই সংহিতা সূত্রাকারে লিখিত ; এই সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে "ইহা কাহারও মত", "ইহা কাহারও দৃষ্টান্ত", 'ইহা ধর্ম্মবাদ' ইত্যাদি দ্বারা কতকগুলি আধুনিক সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সূত্রের ও শ্লোকের ভাষার মধ্যেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বসিষ্ঠের সূত্রে দেখা যায় যে ঋতুমতী কুমারী তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া তৎপর আপনার অনুরূপ পতি গ্রহণ করিবে। তাহার পরে উপরের অনুবাদিত ৬০ হইতে ৬৬ তম শ্লোকগুলি। এই শ্লোকগুলির অবতারণা করিবার প্রাক্‌কালেই বলা হইতেছে "অথা প্যুদাহরন্তি", কেহ কেহ এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; এবং এই শ্লোকগুলির মধ্যাংশে বলা হইতেছে "ইতি ধর্ম্মবাদ", ইহাই ধর্ম্মমত এবং শেষে "ইতি" এই পর্য্যন্ত।

এখন দেখিতে হইবে, উদ্ধৃত শ্লোকগুলির দ্বারা বসিষ্ঠের সূত্রের বিবৃতি বা সমর্থন হয় কি না। পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রকে বিশদ ভাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্য লোকে পরকীয় মত উদ্ধৃত করিয়া থাকে। দৃষ্টিমাত্রই প্রতীতি হইবে যে উদ্ধৃত শ্লোকসপ্তকের দ্বারা বসিষ্ঠ সংহিতার মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় না। এবং উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে ভাবেরও শৃঙ্খলা নাই। ৬০ হইতে ৬৩ তম শ্লোক এবং ৬৪ হইতে ৬৬ তম শ্লোকগুলির মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র অংশের আদি, মধ্য ও অন্তে কেন "অথাপ্যুদাহরন্তি", "ইতি ধর্ম্মবাদ, ও ইতি", এই তিনটি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এতগুলি অযথা দোহাই দেখিয়া এই অংশ টুকুর উপর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক; তজ্জন্য "অথ" হইতে "ইতি" পর্য্যন্ত এই সমুদয় শ্লোকগুলিই বসিষ্ঠ সংহিতায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।

অষ্টম অধ্যায়ে বসিষ্ঠ "স্নাতককে" বিবাহবিধি বলিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বেই তাহার অনুবাদ করিয়াছি। সেইস্থানে পাত্রীর লক্ষণাদিও রহিয়াছে। পাত্রীকে তথায় 'যবীয়সী' বা "যুবতী এবং বর অপেক্ষা অল্প বয়স্কা" এবং "অস্পৃষ্টমৈথুনা" এই বিশেষণদ্বয় দেওয়া হইয়াছে। যদি রজস্কা হইবার পূর্ব্বেই বিবাহবিধির ব্যবস্থা করা বসিষ্ঠের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ সেই স্থানে করিতেন। আবার তিনি কন্যার বিশেষণ দিতেছেন "অস্পৃষ্টমৈথুনা" অর্থাৎ যে পূর্ব্বে অন্যের দ্বারা উপভুক্তা হয় নাই। বালিকা-বিবাহে এই বিশেষণের প্রসঙ্গ হইতেই পারে না। কারণ সকল সংহিতাকারের মতে "অজাতলোমা ও অরজস্কা" কন্যার উপভোগ দূরের কথা, তাহার সঙ্গে উপহাসাদিও নিষিদ্ধ। গোভিলাচার্য্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বিশেষভাবে তাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। "রজস্কার" বিবাহ বসিষ্ঠের অভিপ্রেত না হইলে, "অস্পৃষ্টমৈথুনা" এই শব্দটির কোনও সার্থকতা থাকে না। বিশেষতঃ নারীজাতির উপর বসিষ্ঠের অভিমত অতি উদার। ৫ম অধ্যায়ে তিনি এক প্রসঙ্গে বলিতেছেন।

"অনগ্নিকা অনুদকৃত্যা বা অমৃতামিতি বিজ্ঞায়তে।

৫ম অঃ।

"যে নারী রজস্কা হইয়াছে এবং ঋতুনিষিদ্ধ দিবাচতুষ্টয় অতিক্রম করিয়াছে, তাহাকে অমৃতা বলে।" তাঁহার মতে নারীজাতি কখনও অপবিত্রা হইতে পারে না। প্রত্যেক ঋতুতেই তাহার সকল দোষ দূরীভূত হইয়া যায়। এই সকল কারণে প্রাগুক্ত শ্লোকগুলি কোনও মতে বসিষ্ঠের বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; এবং যে পর্য্যন্ত তাহা অন্য শাস্ত্রবচনের দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত না হয়, আমরা তাহাদের প্রামাণ্য উপেক্ষা করিতে পারি। এই শ্লোকগুলির প্রসঙ্গে জনৈক *

* The Slokas merely repeat the doctrines of Gotama and the spurious Boudhayana with the i's dotted and the t's crossed.

পণ্ডিত বলেন এই শ্লোকগুলি গোতম ও প্রক্ষিপ্ত-দুষ্ট বোধায়নের মতের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

যদি এই শ্লোকগুলিকে তর্কের খাতিরেও বসিষ্ঠের রচিত শ্লোক বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবুও অর্থের সামঞ্জস্য হয় না। এই শ্লোকে কন্যার প্রতি "সকামাং" এবং "তুল্যৈরভিযাচ্যমানাং" এই দুইটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কন্যা যদি "সকামা" বা পুরুষ-সংসর্গাভিলাসিনী হয়, তবে তাহাকে "নগ্নিকা" বা "প্রাগ্বাসা" বালিকা বলা সঙ্গত কিনা তাহা সকলেরই বিবেচ্য। সুশ্রুত ঋতুমতী কন্যার লক্ষণ বলিতে গিয়া বলেনঃ—

"পীনপ্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মমুখদ্বিজাং।
নরকামাং প্রিয়কথাং স্রস্তকুক্ষ্যক্ষিমূর্দ্ধজাং ॥ ৬
স্ফুরদভুজকুচশ্রোণী নাভ্যূরুজঘনস্ফিচম্।
হর্ষোৎসুক্যপরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি ॥ ৭ ॥

(সুঃ শাঃ ৩ অঃ)

ইহাতেও ঋতুমতী কন্যাকে "নরকামা" বলা হইয়াছে। বশিষ্ঠের "সকামাং ও পূর্ব্বোদ্ধৃত "নরকামাং' একই ভাবের দ্যোতক।

পুনশ্চ "তুল্যৈরভিযাচ্যমানাং' বিশেষণটি এই বুঝায় যে অনুরূপ সকাম বরের দ্বারা যদি প্রার্থিত হয়; এই অবস্থায় যদি কন্যার পিতা-মাতা কন্যার বিবাহে শৈথিল্য প্রকাশ করেন তবে ভ্রূণহত্যার পাতক হইবে। ইহাতেও কন্যাদাতার দায়িত্বজ্ঞান উদ্বোধিত করা ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। নতুবা "অনুরূপ বরের দ্বারা প্রার্থিত হইলেও", এই কথাগুলির ও কোন সঙ্গতি থাকে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বচনের আলোচনা করিয়া বসিষ্ঠ

সংহিতার মন্তব্য শেষ করিব। "যে কন্যা বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হয়, সে যদি অক্ষতযোনি থাকে তবে তাহার বিবাহ হইতে পারে।" অরজস্কা কন্যার পক্ষে বিবাহের অব্যবহিত পরে অক্ষত-যোনিত্বের প্রসঙ্গই হইতে পারে না।

বশিষ্ঠের মতে ঋতুমতী কন্যা তিনবৎসর প্রতীক্ষা করিয়া স্বয়ম্বৃতা হইবে। স্বয়ম্বৃতা কন্যা যাহাকে বরণ করিবে, তাহার পতিত হওয়ার কোনও প্রসঙ্গ কোন ও শাস্ত্রে নাই। এই অবস্থায় রজস্কাকন্যার পতিত হওয়ার প্রসঙ্গ কিরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে? ঋতুমতী কন্যাকে স্বয়ম্বৃতা হইবার অধিকার দিয়া, হিন্দুশাস্ত্র রজস্কা কন্যার মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা স্বীকার করিতেছেন মাত্র।

বিবাহ ও তাহার আদর্শ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বোধায়ন স্মৃতি।

এখন কেবল বোধায়ন স্মৃতির আলোচনা করিলেই আমাদের প্রতিপক্ষের বাদ নিরস্ত হইবে। বোধায়নের এক গৃহ্যগ্রন্থ আছে; তাহা প্রাচীন এবং অনেকটা অবিকৃত পাওয়া যায়। তাহাতে কন্যার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রমের স্পষ্টতর কোন নির্দ্দেশ নাই। বোধায়নের ধর্ম্মসূত্র নামে এক স্মৃতি গ্রন্থ আছে। আমরা তাহারই দু'একটি কথা উদ্ধৃত করিব। তাহাতে কতকগুলি বাল্যবিবাহ সমর্থক শ্লোক দেখা যায়, যাহা বোধায়ন গৃহ্যসূত্রের অনুষ্ঠানাদি ও অর্থের বিরোধী। বোধায়ন গৃহ্যের আলোচনায় আমরা তাহা ব্যক্ত করিব। বোধায়ন স্মৃতির শ্লোকগুলির অর্থ এই :—

"গুণবান ব্রহ্মচারীকে নগ্নিকা কন্যা দান করিবে, কারণ রজস্বা কন্যাকে পিতৃগৃহে রাখিতে নাই।

"যে ঋতুমতী কন্যাকে তিন বৎসরের মধ্যে দান করে না, সে নিঃসংশয়রূপে একটা ভ্রূণহত্যার পাতকী হয়।

"যদি কোনও লোক কন্যাপ্রার্থী না হয়, তবেই শেষোক্ত বিধান বলবান হইবে; কিন্তু যদি কন্যাপ্রার্থী উপস্থিত থাকে, পিতা প্রত্যেক ঋতুতে ভ্রূণহত্যাদোষে দূষিত হইবে। ইহা মনুর অভিমত।

"রজস্বা হওয়ার পরে তিন বৎসর কুমারী পিতৃশাসনের প্রতীক্ষা করিবে। তৎপর কুমারী আপনার ইচ্ছানুরূপ পতি নির্ব্বাচন করিবে। তাদৃশ বর না পাইলে গুণহীন কাহাকেও আশ্রয় করিবে।"

বোধায়ন ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে উপরোক্ত অংশটি চতুর্থপ্রশ্নের প্রথম অধ্যায়ে নিবিষ্ট। ডাঃ বুলার (Dr. Buller) বোধায়ন গৃহ্যের উপক্রমণিকায় বলেন, এই সমগ্র চতুর্থ প্রশ্ন অনেক আধুনিক কালে সংযোজিত হইয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্‌ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মত তাঁহারা এক একজন বিখ্যাত প্রাচীন টীকাকারের মন্তব্য দ্বারা সমর্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তির অকাট্যতা যাঁহারা দেখিতে চাহেন, উক্ত গ্রন্থদ্বয় † দেখিলেই জানিবেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। বিশেষতঃ মনুর নামে যে বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান প্রচলিত মনু-সংহিতায় দেখা যায় না। শুধু তাহা নহে মনু বোধায়নের বিপরীত মত প্রচার করিয়াছেন। তাহা একটু পরেই প্রদর্শিত হইবে।

উপরোক্ত বচন গুলি একবার গৌতম সংহিতায় প্রক্ষিপ্ত বচনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। গৌতমের "তিন ঋতু", বোধায়নের 'তিন বৎসর'; ইহা ব্যতীত উভয়ের মধ্যে অন্য কোনও বিরোধ নাই। উক্ত বচনের সত্যতা মানিয়া নিলেও বোধায়নের উপরোক্ত বচনগুলি হইতে এই চারিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়ঃ—

১। রজস্বা হওয়ার পূর্ব্বে কন্যাদান পিতার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

২। রজস্বা হওয়ার পরে তিন বৎসরের মধ্যেও তাহাকে বিবাহ দেওয়া যায়।

---

† Sacred Book of the East vol xiv ; History of Sanskrit Literature P260.

৩। উক্ত তিন বৎসরের পরে কন্যা নিজের পতি নিজে নির্ব্বাচিত করিবে।

৪। যদি কোনও বর পিতৃগৃহে তিন বৎসরের অধিক কালের রজস্বাকন্যার প্রার্থী হইয়া উপস্থিত না হয় তবে পিতার একটি মাত্র ভ্রূণহত্যার পাতক হয়, কিন্তু উক্তরূপ বর উপস্থিত থাকিলে কন্যার প্রতি ঋতুদর্শনে এক একটি ভ্রূণহত্যার পাতক হয়।

ইহাতেও দেখা যাইতেছে উপরোক্ত শ্লোকগুলি যে শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া বোধায়ন স্মৃতিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রমতেও রজস্বা হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে কন্যাদান দূষণীয় ছিল না।

শেষ কথা, "ইহা মনুর অভিমত" বলিয়া যে শেষ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা একটু পরেই মনুসংহিতা আলোচনা কালে তাহারও অসারতা প্রতিপাদন করিব।

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

সপ্তম অধ্যায়।

মনুস্মৃতি ও পূর্ব্বতম সমাজ।

এখন মনুস্মৃতির আলোচনা করা প্রয়োজন। এই সংহিতায় বিবাহবিষয়ক বচনগুলি এই :—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগীনীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥
নক্ষ´-বৃক্ষ-নদী-নাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
নপক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং নচ ভীষণনামিকাং॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গী মুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকা ধর্ম্মশঙ্কয়া॥

৩অঃ ৮—১১

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু কচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃসপ্তমে পদে॥

যে হকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যো বধমর্হতি।
সকামাং দূষয়ন্ স্তুল্যো ন বধং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥

৮অঃ ২২৬—২২৮

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায়চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈ দদ্যাদ্ যথাবিধি ॥ ৮৮
কামমামরণং তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যাপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥ ৮৯
ত্রীনিবর্ষান্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
উর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্ বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥ ৯০
অদীয়মানা ভর্ত্তার মধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনং কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চায়ং সাধিগচ্ছতি ॥ ৯১
অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ম্বরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনাস্যাদ্ যদি তং হরেৎ ॥ ৯২
পিত্রে নদদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যাম্ ঋতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ ॥ ৯৩
ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষো হষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥ ৯৪
দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দেত নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্ ॥ ৯৫

৯ম অধ্যায়।

ছন্দাকারে লিখিত যত সংহিতা পাওয়া যায়, সকল সংহিতা হইতে ভৃগু-সংহিতা অতি প্রাচীন। ইহাই মনুসংহিতা নামে প্রচলিত।

মানব ধর্ম্মসূত্র নামে আর একটি প্রাচীনতর গ্রন্থের উল্লেখ বর্ত্তমান মনুসংহিতায় দেখা যায়, কিন্তু তাহা বিলুপ্ত। ইহা এখন লোক সমাজে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ইহাই বর্ত্তমান মনুসংহিতার একমাত্র ভিত্তি। মানবধর্ম্মসূত্রের ভাবগুলি অবিকৃত বর্ত্তমান সংহিতায় পাওয়ার সম্ভাবনা কম। নূতন অবস্থার মধ্যে, নূতন সামাজিক আদর্শের মধ্যে বর্ত্তমান মনুসংহিতা রচিত। কাযেই প্রাচীনতর সংহিতার কতিপয় ভাব কেবল মনুসংহিতায় নিবদ্ধ হইয়াছে এমন নহে এই উভয় সংহিতার অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে যেসকল সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও মনুসংহিতায় অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নারদধর্ম্মসূত্রের উপক্রমণিকা ভাগ হইতে দেখা যায় যে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রথমে ১০০০ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং একলক্ষ শ্লোকাত্মক ছিল। নারদ তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া ১২০০০ শ্লোকে পরিণত করেন। ইহা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বিতীয় সঙ্করণ। তৎপর সুমতি নামক এক ঋষি তাহাকে ৪০০০ শ্লোকে পরিণত করেন। ইহা তৃতীয় সংস্করণ, তৎপর চতুর্থ সঙ্করণে মনুসংহিতার শ্লোক সংখ্যা ২৬৮৫ হইয়াছে। ইহাতেই প্রতীতি হইবে, মানবস্মৃতির কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধমনু ও বৃহৎ মনুর নাম পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মনুসংহিতায় বসিষ্ঠের নাম ও দেখা যায়, এবং বসিষ্ঠসংহিতায় ও মনুর নামে ৪ টি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র দুইটি বচন বর্ত্তমান মনুসংহিতায় রহিয়াছে। বসিষ্ঠ যে মনুসংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং যে মনু বসিষ্ঠের বচন তুলিয়াছেন, এই উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক। বসিষ্ঠ এমন এক ছন্দের শ্লোক মনুর উপর চাপাইয়াছেন, যে সে ছন্দ মনুসংহিতার অনেক পরবর্ত্তী কালের। বাধায়ন এমন শ্লোক মনুর বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা বর্ত্তমান মনুসংহিতায় ৯ম অধ্যায়ের ৮৯ শ্লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মনুর সময় নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ ১২৮০ খ্রীঃ পূঃ (Jones), কেহ ১০০০ খ্রীঃ পূঃ (Schlegel), কেহ ৯০০ খ্রীঃ পূঃ (Elphinstone), কেহ ৫০০ খ্রীঃ পূঃ (M. Williams), কেহ ২০০ খ্রীঃ পূঃ (MamxMuller), বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যদি প্রাচীনতর মানবধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে বর্ত্তমান মনুসংহিতা মিলান যাইত, তবে মনুর যথাযথ অভিপ্রায় বুঝিবার পথ অনেকটা সুগম হইত। কিন্তু তাহার উপায় নাই। বর্ত্তমান মনুসংহিতা মনু কি ভৃগু যাঁহারই হউক না কেন, ভারতের সর্ব্বত্রই মনুকে প্রধান প্রাচীনস্মৃতি বলিয়া সকলেই সম্ভ্রম করিয়া থাকে। মনুসংহিতার প্রভাব ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাগত।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহযোগ্যা বালিকার কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া মনু বলিতেছেন যে কোন্ কোন্ কন্যাকে বর গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবেন।

"যাহার কেশ বা চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, যাহার লোম অতি বেশী বা অতি কম, যে বাচাল, যাহার কোনও রোগ আছে বা অঙ্গুলী প্রভৃতি বেশী, কর্ণকূপ কপিলবর্ণ, তাহাকে বিবাহ করিবে না।

"যে কন্যার নাম কোনও নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, নীচ-জাতীয়, প্রত্যন্ত-পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প, কিম্বা ক্রীতদাসের নামের অনুরূপ, যাহার নাম শুনিলে ভীতির সঞ্চার হয়, এমন কন্যা বিবাহ ও নিষিদ্ধ।

"যে কন্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনও বিকৃতি নাই; যাহার নামে মনে আনন্দ হয়, যে হংস বা মত্তগজগামিনী, যাহার সর্ব্বশরীরের লোম ও কেশ সূক্ষ্ম, দাঁত ক্ষুদ্র, যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুকুমার এমন কন্যা বিবাহ করিবে।

"যাহার ভ্রাতা নাই কিম্বা যাহার পিতাকে ঠিক জানা যায় না।

এমন কন্যাকে পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কাহেতু কোন ও প্রাজ্ঞ বিবাহ করিবে না।”

এই সকল লক্ষণের মধ্যে ব্যক্তরজস্কা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহা যদি হীন বা নিষিদ্ধ হইত তবে একটা বিধান থাকিত।

তৎপর নবম অধ্যায়ের শ্লোকগুলি হইতে মনুর অভিপ্রায় আরও ব্যক্ত হইবে।

“সচরিত্র, সুন্দর, সদৃশ বর উপস্থিত থাকিলে, কন্যা অপ্রাপ্ত-রজস্কা হইলেও, (“অপ্রাপ্তামপি”) তাহাকে যথাবিধি প্রদান করিবে।” ৮৮

“ঋতুমতী কন্যাকে গৃহে আমরণও রাখিয়া দিবে, তবুও গুণহীন বরকে প্রদান করিবে না।” ৮৯

“ঋতুমতী কন্যা তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। তাহার পর সে আপনার অনুরূপ বর নির্ব্বাচন করিবে।” ৯০

“স্বীয় অভিভাবকের দ্বারা প্রদত্ত না হইলে, যদি কন্যা নিজের স্বামী নিজে নির্ব্বাচন করে, তাহাতে সে কোনও মতে দোষী হয় না, এবং সেই কন্যাকে যিনি বরণ করেন, তিনিও কোনও প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় না।” ৯১

পিতা, মাতা, কি ভ্রাতার প্রদত্ত অলঙ্কার স্বয়ম্বরা কন্যা গ্রহণ করিবে না, করিলে সে চোর হইবে। ৯২

“রজস্বা কন্যাকে যিনি বিবাহ করেন তাঁহাকে কন্যাশুল্ক দিতে হয় না। আপন কন্যার ঋতু ব্যর্থ হইতে দিয়া (দায়িত্ব-জ্ঞানহীন) পিতা স্বীয় কন্যার অধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হন। ৯৩”

ঠিক এই স্থানেই বাল্য-বিবাহ-সমর্থক সর্ব্বত্র প্রচারিত শ্লোকঃ—

"৩০ বৎসরের পুরুষ হৃদ্যা, দ্বাদশবার্ষিকী কন্যাকে বিবাহ করিবে। ২৪ বৎসরের পুরুষ অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। এইরূপ ত্বরমান পুরুষ ধর্ম্মে পতিত হইবে। ৯ম অধ্যায়। ৯৪,

তৃতীয় ও নবম অধ্যায়েই বিবাহের প্রসঙ্গ। তৃতীয় অধ্যায়ে বরপক্ষের কন্যা নির্ব্বাচনপ্রণালী, নবমঅধ্যায়ের কন্যাপক্ষের কর্ত্তব্যাদির উল্লেখ; তৃতীয় অধ্যায়ে বর, কিম্বা বরপক্ষ কিরূপ কন্যানির্ব্বাচন করিবে অথবা কোন্ প্রকারের কন্যা বর্জন করিবে ইত্যাদি বরপক্ষের কর্ত্তব্য উল্লিখিত। নবম অধ্যায়ে কন্যার পিতা বা অভিভাবকের কিম্বা তদভাবে কন্যার নিজের কর্ত্তব্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে উপরোক্ত ৯৪ শ্লোকে বর পক্ষের কর্ত্তব্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা কিরূপে নবম অধ্যায়ে যোজিত হইল বলা যায় না; তাহা তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত হওয়া সঙ্গত ছিল। এই বিষয়টি নিয়া কয়েকজন টীকাকার বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এই শ্লোকটির অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছেন। মনু সংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকৃৎ রাঘবানন্দ দুই জনেই এই শ্লোক টীকে "স্থান-ভ্রষ্ট" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তাহার যথাযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। কন্যার কেবল বয়োনির্দ্দেশক শ্লোকটি কেন স্থানভ্রষ্ট হইল? তাহাতে এই শ্লোকটির উপর বিশেষ সন্দেহ হয়।

বর্ত্তমান মনুসংহিতা সম্বন্ধে জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেনঃ— এই গ্রন্থও অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় প্রক্ষিপ্তদোষ ও পরিহারদোষে দূষিত দেখা যায়। *

* The book is one of the many instances in which the existing texts have suffered from interpolations and omissions. Mayne

ভারতের অনেক গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের স্থলে স্থলে অংশ বিশেষ পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া বিকৃত হইয়াছে। মনুসংহিতা তাহার অন্যতম।

এই জন্যই উপরোক্ত সুপ্রচলিত শ্লোকের উপর আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়।

সকল স্থানে প্রথমেই সাধারণ বিধির উল্লেখ করা হয়। তৎপর বিশেষবিধি নির্দ্দেশ করাই নিয়ম। এই সংহিতার ৯ম অধ্যায়ে প্রথমে তাহাই করা হইয়াছে। মনু বিবাহের সাধারণ বিধি বলিতেছেন ঃ—

"উৎকৃষ্ট, সুন্দর এবং কন্যার অনুরূপ বরকে কন্যা "অপ্রাপ্তা" হইলেও যথা বিধি দান করিবে। ৮৮

ঋতুমতী কন্যাকে মরণ পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে রাখিবে তথাপি গুণ-হীন বরকে কন্যাদান করিবে না।

কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া শেষে আপনার সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।"

উপরোক্ত ৮৮ শ্লোকে "অপ্রাপ্তামপি" "অপ্রাপ্তা হইলেও" অর্থাৎ প্রাপ্তরজস্কা না হইলে ও কন্যাদান বিধেয়, যদি গুণবান বর কন্যাপ্রার্থী হয়। এই "অপি" অব্যয়ের দ্বারা প্রাপ্তরজার বিবাহই সাধারণ বিধি, ইহা স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া এই বিশেষ বিধির অবতারণা করা হইয়াছে।

এই শ্লোকগুলিতে রজস্কাকন্যার, এমন কি দৃঢ়রজস্কা কন্যার বিবাহকেই প্রশস্ত বলা হইতেছে। মনু এই স্থলে প্রাপ্তরজস্কার বিবাহ নিষিদ্ধ বা এই বিবাহের কোন ও প্রত্যবায়ের উল্লেখ করিতেছেন না এবং রজস্কা কন্যার তিনবৎসরের মধ্যেই বিবাহের উল্লেখ করিতেছেন।

"এস্থলে ও ঋতু প্রতিরোধের ভয়" প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মতই সমর্থিত হইতেছে। এই ভয় কোনও অপ্রাকৃত, পারলৌকিক ভয় বা নরকের প্রসঙ্গ নহে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগরিত করার অভিপ্রায়েই এই ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি পিতা স্বীয় ঔদাসীন্য বশতঃ, রজস্বাকন্যাকে রজোদর্শনের তিনবৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতে মনোযোগী না হয়, তাহা হইলে সেই কন্যাকে যে হরণ করিবে সে কন্যার পিতাকে কোনও রূপ শুল্ক দিবে না; কারণ কন্যার ঋতুপ্রতিরোধের হেতুভূত হওয়াতে,তিনি স্বীয় কন্যার স্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত হন।

এই শ্লোকের ভাষ্য লিখিবার সময় ভাষ্যকার মেধাতিথি একটা প্রবাদের উল্লেখ করিতেছেন। তাহা এই—

কেচিদাহুরমানবোহয়ং শ্লোকঃ

অর্থাৎ কাহারও কাহারও মতে ইহা মনুর রচিত শ্লোক নহে। ইহাতে এই শ্লোকটির উপর সন্দেহ ঘনীভূত হয় এমন নহে, পরবর্ত্তী শ্লোকটিকেও (৯৪) সন্দেহ হয়। কারণ এই শেষোক্ত শ্লোকও টীকাকারদিগের একটি সমস্যার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেহেতু পৌর্ব্বাপর্য্যের সঙ্গে ইহার কোনও রূপ সামঞ্জস্য হয় না। তাই টীকাকারেরা সম্ভ্রমের সহিত ইহাকে "স্থানভ্রষ্ট" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই দুই শ্লোক বাদ দিলে মনুসংহিতার মধ্যে এমন কোথাও কিছু পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা অব্যক্তরজস্কার বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে।

তর্কের খাতিরে এই দুইটি শ্লোকের তাৎপর্য্য মনুর উদ্দিষ্ট বলিয়া মানিয়া লইলেও, যদি এই দুই শ্লোককে অব্যবহিত পূর্ব্বের ও পরের শ্লোকের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দেখা যায়, তবুও আমাদের মত সমর্থিত হয়।

নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে গেলে মনুর শ্লোকগুলি হইতে এই কয়টি মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

১। ঋতুমতী হওয়ার পর তিন বৎসর কন্যাদানের শ্রেষ্ঠ কাল। তাহার অধিক বিলম্ব অনুচিত।

২। গুণবান বর না জুটিলে ঋতুমতী কন্যাকে আজীবন পিতৃগৃহে রাখিবে। তাহাতে দোষ নাই।

৩। গুণবান্ (ব্রহ্মচর্য্যশীল) বর পাইলে বিবাহযোগ্য বয়সের পূর্ব্বেও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা বিশেষ বিধি; প্রচলিত প্রথা নহে।

৪। যদি কোনও ব্যক্তি স্বীয় ঋতুমতী কন্যাকে ঋতুর তিন বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সেই কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। এবং পিতা কন্যার অধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। স্বয়ম্বরা হইলে কোনও প্রত্যবায় নাই।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নারদের মতে "অতঃ প্রবৃত্তে রজসি" অর্থাৎ রজস্বা হওয়ার পরেই কন্যাদানের শ্রেষ্ঠ কাল। কিন্তু তিনি রজস্বা কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সের শেষ সীমা নির্দ্দেশ করেন নাই। গৌতমের মতে তিন ঋতু; বসিষ্ঠের মতে রজস্বা হওয়ার পর তিন বৎসর শ্রেষ্ঠ সময়। মনুর অভিপ্রায়ও তাই।

যাঁহারা মনুসংহিতার এই অংশ নিরপেক্ষ ভাবে একটু অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিবেন,তাঁহারা এই শ্লোকের মধ্যে মনুর আরও একটি গূঢ় উদ্দেশ্য দেখিতে পাইবেন। তাহা আমরা এই স্থলে উল্লেখ করিব। নবম অধ্যায়ের বিবাহপ্রসঙ্গের প্রথমেই বিবাহের সাধারণ বিধি বর্ণনায় দুই শ্লোকে (৮৮।৮৯) মনু স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই তাহার অনুবাদ দিয়াছি। সুবিধার জন্য তাহা সংক্ষেপে আবার উল্লেখ করা গেল।

"সুন্দর, সুচরিত্র, ব্রহ্মচর্য্যশীল, সদৃশ বর উপস্থিত পাইলে, কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সের পূর্ব্বেও প্রদান সঙ্গত। কিন্তু গুণহীন বরকে কখনও কন্যাদান করিবে না। ঋতুমতী কন্যা পিতৃগৃহে আজীবন থাকুক, সেও ভাল।"

কই? এখানেও ঋতুমতী কন্যাকে পিতৃগৃহে রাখার কোনও প্রত্য-বায়ই নাই, বরং বিধিই দেওয়া হইয়াছে। আর বোধায়নস্মৃতি তাহার বিপরীত বিধি সর্ব্বাগ্রে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন কেন? এই বাক্যদ্বয়ের তুলনা করুন—

কামমামরণং তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। মনুসং ৮৯।

(যাবদ্ গুণবান্ বরো ন প্রাপ্তঃ। মেধাতিথিভাষ্যঃ)।

অপি বা গুণহীনায় নোপরুন্ধ্যাদ্রজস্বলাম্। বোধায়নঃ।

মনু বলিতেছেন—গুণবান বর না পাইলে ঋতুমতী কন্যাকে আমরণ পিতৃগৃহে রাখিবে।

বোধায়ন বলিতেছেন :—

গুণহীন বরকেও কন্যাদান করিয়া ফেলিবে ; কখনও রজস্বা কন্যা গৃহে রাখিবে না।

ইহার সদুত্তর না দিলে আমাদের পথ পরিষ্কার হইবে না।

দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে ; ইহা সত্য। হিন্দুশাস্ত্র ইহাকে অস্বীকার করে করুক ; কিন্তু হিন্দু সমাজের অধিকাংশ ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহা আচারগত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছে। ইহাকে অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু কি সূত্রে এই শনি আমা-দের সমাজের রন্ধ্রগত হইয়া বসিয়াছে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন!

তাই প্রসঙ্গত আমাদিগকে একটু দূরে যাইতে হইবে। আমা-দিগকে প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে একবার বর্ত্তমান মানবসমাজের গতি তুলনা করিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে ঋষিদিগের ও শাস্ত্রকারদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ধর্ম্ম, ব্যক্তির কল্যাণ ও সমাজের শ্রেয়ঃ। এই তিনটি সাধনের জন্য তাঁহারা ব্যক্তিগত ভোগ সুখাদি অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে ও কুণ্ঠিত হন নাই। সমাজেরও ভোগমুখী গতিকে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধর্ম্মের, কল্যাণের, শ্রেয়ের পথে অনেকাংশে চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিবাহকে তাঁহারা দম্পতির ভোগসুখ, বা পরিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বহু উর্দ্ধে দেখিতেন, তাহা আমরা নারদ-সংহিতায় দেখিয়াছি। আমাদের দেশে যখন শিষ্য দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশার্থ আচার্য্য হইতে বিদায় লইতে যাইতেন তখন আচার্য্য যে উপদেশ দিতেন তাহার কিয়দংশ তৈত্তিরীয়োপনিষদের প্রথমাবল্লী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেনঃ—

সত্যংবদ। ধর্ম্মংচর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যং। কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং; দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং।

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।

যানি অনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যানি অস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়া উপাস্যানি। নো ইতরানি। * * * * * *
এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপানিপষৎ, এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যমিতি।

ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠা সমাজের ধর্ম্ম, কুশল, ভূতি ও প্রজাতন্তুরক্ষার উপরে ছিল। মানব-জীবনের প্রত্যেক সন্ধিস্থলে এমন এক এক অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, যাহাতে মানব এবং মানবের মধ্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র, বিক্ষেপ হইতে সংহরণের দিকে, প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়োভূমির দিকে, অগ্রসর হইতে পারিত। উৎসবের সহস্র বিলাসকে এবং ভোগের সহস্র ঐশ্বর্য্যকে সংযমের সুবর্ণ-শৃঙ্খলে জড়াইয়া আমাদের সমাজ যে নির্ম্মল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে মলিন ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এখনও যে ভারতের দ্বিজাতিরা বিবাহ বা গর্ভাধান বা অন্যান্য সংস্কারের প্রাক্কালে যে সংযম, উপবাসাদি করিয়া থাকেন, তাহা কেবল বহু দিনের জীর্ণ অভ্যাসের অনুকৃতি মাত্র।

রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চেষ্টা উৎকৃষ্ট মানবজীবনের বিকাশেই ব্যবসিত হয়। যাহাতে হীনজীবী, কুৎসিৎ ক্ষুধাতৃষ্ণায় জর্জরিত সন্তান জন্মলাভ করিয়া, নানা কদাচারে সমাজকে সন্ত্রস্ত করিয়া না তোলে, তজ্জন্য হিন্দুঋষিগণ যথেষ্ট বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাহারই ফলে ভারত হইতে দস্যুতা, চৌর্য্য, লম্পটতা, মিথ্যা প্রভৃতি একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও যাঁহারা মেগাস্থিনিস্ বা হিউন্‌থসঙ্গের ভারত বর্ণনা পড়িয়াছেন তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই। যাহাতে হীনধর্ম্মী কোনও মানব আপনার বিষাক্ত প্রকৃতির দ্বারা সমাজ-দেহ কলুষিত বা বিকৃত করিবার অবসর না পায়, তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা যথেষ্ট বিধান করিয়াছিলেন। মনুর নির্দ্দেশ মতে তাহাকে কেহ কন্যাদান করিবে না। কন্যা ঋতুমতী হওয়ার পর আজীবন পিতৃগৃহে থাকুক, সেও ভাল। নারদ ও বলেন "এমন লোক ক্ষেত্র গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে।" পক্ষান্তরে, শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত থাকিলে বিবাহ যোগ্য বয়সের পূর্ব্বেও মনু কন্যাদান বিহিত

করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে এই সকল স্থলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। যিনি দীর্ঘকাল সংযম অভ্যাস করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ের সকল ভোগতৃষ্ণা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা কল্যাণের পথেই নিয়মিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে বিবাহযোগ্য বয়সের কিছু পূর্ব্বেও কন্যাদান করা যাইতে পারে। কারণ তাঁহারদ্বারা লোকস্থিতির মর্য্যাদা কোন প্রকারে খর্ব্ব হইবার আশঙ্কা নাই। যে সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব এতই অধিক ছিল যে কোনও লোক, "অপর একজন সুস্থ, ব্রহ্মচার্য্যশীল সাধুপ্রকৃতি মানবের দ্বারা" আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিবার শাস্ত্রবিহিত অধিকার প্রাপ্ত হইত এবং তদ্দ্বারা তাঁহার পারিবারিক জীবনের কোনও অকল্যাণ বা ব্যভিচার সম্ভবপর হইবে, এমন কল্পনাও মনে আসিতনা, সেই সমাজের আদর্শ কত বৃহৎ, কত উন্নত তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার দিকে দেখিলেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। প্লুটার্ক বলেন :—*

---

* In their marriage the bridegroom carried off the bride and she was never chosen in a tender age, but when she had arrived at full maturity.........The bridegroom ,neither oppressed with wine nor enervated with luxury, but perfectly sober, stayed with her only a short time at night and he then retired to his usual apartment to sleep. He spent the day with his com. panions and reposing himself with them in the night, nor even visiting bride but with great caution and apprehension of being discovered by the rest of the family ; this they did, not for a short time only, but some of them even had children before they had an interview wiht their wives in the day time. This

অর্থাৎ "লাইকার্গাসের প্রবর্ত্তিত নিয়মে, প্রাচীন গ্রীকদের বিবাহে বর কন্যাকে হরণ করিত। কিন্তু পরিণতবয়স্কা না হইলে কখনও কন্যাকে কেহ নির্ব্বাচন করিত না। বর বিলাস কি মদ্য পানাদি বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণ সংযমের সহিত কিছুক্ষণের জন্য রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে কাটাইত; পরে নিদ্রার জন্য, সে তাহার শয়নকক্ষে গিয়া আপনার বয়স্যদের সঙ্গে ঘুমাইত। সারাদিন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে পারিত না। রাত্রে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তাহাকে এমন সতর্ক ও সভয়ে দেখা করিতে হইত, যেন পরিবারের অন্য কেহ তাহা জানিতে না পারে। এইভাবে যে বিবাহের পর দুই এক বৎসর যাইত তাহা নহে, অনেকে ৩।৪টি সন্তান জন্মিবার পরেও, দিনে স্ত্রীর সঙ্গে মিশিতে পারিত না। সমাজে নারী লইয়া যে বীভৎস প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষা সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহা দেখিয়া লাইকার্গাস্ তাহা দূর করিবার ইচ্ছায় নিয়ম করিলেন, যেমন লোকে আপনাপন স্ত্রীর সঙ্গে সংযত ব্যবহার

kind of commerce not only exercised their temperance and chastity but kept their bodies fruitful.........when Lycurgus had thus established a proper regard to modesty and decorum with respect to marriage, he was equally studious to drive from the state the vain and womanish passion of jealousy by *making it quite as reputable to have children in common with persons of merit as to avoid all offensive freedom in their behaviour to the wives*. He allowed that if a man in years should have a young wife, he might introduce to her some handsome and honest young man whom he most approved of, and when she had a child of this generous race, bring it up as his own. On the other hand he allowed that if *a man of character* should entertain a passion for a married woman on account of her modesty and the beauty of her children, he might treat with her husband for admission to her company, that he might produce excellent

করিবে তেমনি সদ্‌গুণশালী দুই বা ততোধিক পুরুষ এক নারীর ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিলে তাহা দূষণীয় হইবে না। যদি কোন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ব্যক্তির যুবতী ভার্য্যা থাকে, তবে স্বামী যে যুবককে সচ্চরিত্র এবং সদ্‌গুণশালী মনে করে, যাহার উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, এমন সুন্দর, সাধুপ্রকৃতির যুবকের দ্বারা সে নিজের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবে। অপর পক্ষে যদি কোন সচ্চরিত্র যুবক, কোনও বিবাহিতা যুবতীর শালীনতা ও তাহার সন্তানাদির সৌন্দর্য্যে অনুরক্ত হইয়া সেই যুবতীর সঙ্গ কামনা করে, তবে সেই যুবতী স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া, তাহার দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। কারণ, লাইকার্গাস্ প্রথমতঃ মনে করিতেন পারিবারিক উন্নতি বা সম্পদ্, রাষ্ট্রীয় কল্যাণের অধীন, তজ্জন্য যাহাতে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখ বা কল্যাণের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষার দ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ বিপন্ন না হয়, তাহার প্রতিবিধানার্থ স্বস্থ, সুন্দর, সমর্থ অপত্যোৎপাদনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ

---

children. For in the first place, Lycurgus considered children not so much the property of their parents as of the state; and therefore he would not have them begot but by the best men in it. In the next place he observed the vanity and absurdity of other nations, who kept their wives shut up, that they may have children by none but themselves, though they may happen to be doting, decrepit and infirm. As if children sprung from a bad stock, and consequently good for nothing, were no detriment to those whom they belong to and who have the trouble of bringing them up.

These regulations tending to secure a healthy offspring, and cosequently beneficial to the state, were so far from encouraging that licentiousness of women *that adultery was not known amongst them.*', Plutarch's—Lycurgus.

লাইকার্গাস্ বেশ বুঝিয়াছিলেন, যেসকল জাতি নারীগণকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিয়া, স্বামিগণ জরাগ্রস্ত, দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য হইলেও তাহাদের দ্বারাই অপত্যোৎপাদন সঙ্গত মনে করে, সেই সকল জাতির উন্নতি সম্ভবপর নহে। দুর্ব্বল হীনবীর্য্য পিতামাতা হইতে উৎপন্ন সন্তান যে পরিবারের ও রাষ্ট্রের শক্তি ক্ষীণ করিয়া দেয় তাহা সেই সকল জাতি বুঝিতে অক্ষম"।

এই সকল আচার গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তনের পর হইতে গ্রীকশিশুগণ কেমন সবল, সমর্থ, মনস্বী এক বীর জাতিতে পরিণত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। তদ্ভিন্ন তাহাদের নৈতিক জীবনের ও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র সংযমছিল; নারীগণের কোনও ব্যাভিচার বৃত্তি ছিল না. এমন কি পরদার দোষ গ্রীসের কোনও লোক কখনও জানিত না।

গ্রীকগণ রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের নিকট ব্যক্তিগত জীবনকে অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের আদর্শ কত উন্নত ছিল তাহা বোঝা যায়। গ্রীকেরা এইপথে অনেক বিশেষ সফল হইতে পারে নাই, তাহা তাহাদের সভ্যতার ইতিহাসই প্রতিপন্ন করিতেছে। গ্রীক আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ অনেক স্বতন্ত্র ছিল। গ্রীকগণ ভোগবুদ্ধিকে সংযমের দ্বারা সংহৃত করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রের কল্যাণেই পর্য্যবসিত করিয়া দিত। কিন্তু হিন্দুভারত ব্যক্তিগত সুখকে সামাজিক কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণকে ধর্ম্মের ও পারলৌকিক মঙ্গলের পথে নিয়োজিত করিত।

নানাবিধ বিসদৃশ সভ্যতার আবর্ত্তে পড়িয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে এই শ্রেয়োধর্ম্মের আদর্শ ক্রমে ক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে। তাই আজকাল সহস্র ভোগবুদ্ধি অগণ্য সরীসৃপের মত সমাজকে জড়াইয়া

ধরিয়া, ব্যক্তিগত সম্প্রদায়গত বহুবিধ স্বার্থসাধনের পথে উদ্দামবেগে ছুটিতেছে। সেই হেতু বিবাহাদি সংস্কার শুধু এক অন্ধ আচারে পরিণত হইয়াছে তাহা নহে, তাহা ভোগসুখের একমাত্র উপায়রূপে, অর্থার্জ্জনের একটা ব্যবসাবিশেষে পরিণত হইয়াছে। আমাদের জাতকর্ম্ম ও বিবাহাদির অন্তরালে আমরা সেই পুরাতন হিন্দুদিগের উদার আদর্শ অনেক দিন দেখি নাই বা দেখিবার ইচ্ছাও করি নাই, পাছে আমাদের ভোগবুদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার কেবল একটা ভোগের দিকই আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কর্ম্মেরদিক, অনুষ্ঠানের দিক আমরা নিত্যই উপেক্ষা করিতেছি; তাই পাশ্চাত্য জগতের সহস্র ভোগমুখী গতি আমাদের আধুনিক বিকৃত সমাজের অন্তরাত্মাকে প্রত্যহ ব্যথিত,খণ্ডিত করিতেছে। আমরা বিবাহ করি—পণ বা যৌতুকের জন্য; বিবাহের মন্ত্রগুলির দিকে লক্ষ্য করি না। মন্ত্রোচ্চারণের আড়ম্বরের কোনও ত্রুটি নাই। আমরা সকল অনুষ্ঠানের বহিরাবরণগুলি নিয়া অনেক গর্ব্ব করি, কলহ করি, কিন্তু এই সকল আবরণের পশ্চাতে যে সজীব আদর্শ, যে নির্ম্মলভাব, জীবনের প্রত্যেক পর্য্যায়ের সঙ্গে আমাদিগকে এক সময় একীভূত করিয়া দিয়াছিল তাহার দিকে দৃক্‌পাত করি না। দেবালয়ের বহির্দ্দেশ সাজাইবার জন্য সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি কিন্তু বেদীর উপরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করাই যে চরম লক্ষ্য তাহার দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাই আমাদের দেশে এত ব্যভিচার আসিয়াছে, সংযমকে লোকে নিগ্রহ বলিয়া ভয় করিতেছে।

মনুরসময়ে ও স্ত্রীজাতির প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা প্রদর্শিত হইত তাহা সকলেই জানেন। মনুর কতকগুলি বচন অনেকেই আবৃত্তি করেন; তাহা প্রাচীনতর সংস্কারের প্রতিধ্বনি মাত্র।

এই ভাবের বিরোধী দুই একটি শ্লোক এই সংহিতায় দৃষ্ট হয়, তাহার আলোচনা নিরর্থক।

মনুসংহিতায় দেখা যায়—

পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভি র্দ্দেবরৈ স্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমিপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বা স্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

"যাহারা কল্যাণ কামনা করেন তাঁহারা কি পিতা হউন, ভ্রাতা পতি কিম্বা দেবর হউন, নারী জাতিকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন, যথাযোগ্য বেশভূষা দ্বারা তাঁহাদিগের সৎকার করিবেন। যেখানে নারীগণ সুপূজিতা হন, সেইস্থানে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যেই স্থানে নারীগণ পূজনীয়া নহেন, সেই স্থানে সকল যাগযজ্ঞ নিষ্ফল হইয়া যায়।"

পুরাকালে নারীদিগের ব্রহ্মচর্য্য সাধন ছিল, তাহারা বেদাধ্যয়ন করিত। তাহাদিগের সাবিত্রীবাচন করা হইত। বশিষ্ঠ রজস্কা কন্যাকে "অমৃতা" সংজ্ঞা দিতেন; পরাশর যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কোনও পাপে নারীগণ অশুদ্ধা হইতে পারেন না। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং" সূত্রে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই একপ্রকার ব্রহ্মচর্য্যের বিধান রহিয়াছে। ঋগ্বেদে দেখা যায় স্ত্রী ও পুরুষেরা একত্র হইয়া যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন। ব্রচক্রু ঋষির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী (বৃঃ আঃ উপনিষৎ), সার্পরাজ্ঞী (ঋ ১০।১৮৯), অত্রির আত্মজা আপালা (ঋ ৮।৮০), বিদুষী বিশ্ববারা, আত্রেয়ী (ঋ ৫।২৮), গোধা (ঋ ১০। ১৩৪), অঙ্গিরাকন্যা ও অসঙ্গ পত্নী শাশ্বতি (ঋ ৮।১), রাজর্ষি কক্ষি-বানের কন্যা ঘোষা (১০।৩৯-৪০), সূর্য্যকন্যা সূর্য্যা (ঋ ১০।৮৫),

উত্তর কুরুপতির কন্যা সরস্বতী (১০।১২৫), মধ্যস্থানবাসিনী পথ্যাস্বস্তি (নিঃ কৌঃ), প্রভৃতি নারীগণ কেবল বৈদিক মন্ত্রদর্শিনী ছিলেন এমন নহে, তাঁহারা পৌরোহিত্যও করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীর কথা অনেকেই বিদিত আছেন।

যে হিন্দুজাতি একদিন নারীগণকে এত বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছিলেন আমরা তাঁহাদেরই বংশধর। কিন্তু এখন আমরা বিধাতাকে প্রশ্ন করিয়া থাকি—

"স্ত্রী-যন্ত্রং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং।
ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টম (অঃ গীতা)॥

এই যে বিষ ও অমৃতে পূর্ণ স্ত্রীযন্ত্র ধর্ম্মনাশের জন্য কে সৃষ্টি করিল? আমরা আজকাল এত অধঃপতিত যে বিধাতাকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে ও কুণ্ঠিত হই না। আমরা কন্যাকে বস্ত্রেন্ধন দানের ন্যায় একটা অস্থাবর দান সামগ্রী বলিয়াই মনে করিয়া থাকি এবং বরকে এক পণ্যজাতের মত গণ্য করিতে দ্বিধা বোধ করি না। বিবাহকে ভোগ-সুখের একটা লাইসেন্স (License) বিশেষ মনে করিতে লজ্জা বোধ করি না। তাই গৌরীদানে স্বর্গলাভ, রোহিণী-দানে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির প্রলোভন এখনও আমাদিগকে অধঃপাতের পথে উৎসাহ প্রদান করিতেছে।

প্রসঙ্গতঃ আমরা একটু দূরে আসিয়াছি।

মনুর অভিপ্রায় সমাজকে অক্ষত রাখা এবং সুস্থ সমাজের নির্ম্মলতার দ্বারা ধর্ম্মকে অখণ্ড করিয়া মানব জীবনের প্রতিপর্ব্বে তাহার প্রতিষ্ঠা করা। মনুর অন্যান্য অংশ আলোচনা না করিলেও উপরোক্ত শ্লোকার্থ হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

মনুর মতে রজস্বলা কন্যা কোনও মতে দোষী হয় না; এবং সেই কন্যাকে যে বিবাহ করিবে, তাহারও কোন দোষোল্লেখ নাই। অগণ্য ভ্রূণহত্যার ভয় এই সংহিতাকে আড়ষ্ট করিয়া তুলে নাই।

"যদি কন্যার পিতা", ক্ষমতা ও সুযোগ সত্বেও, "যথাকালে কন্যাদান না করেন, তবে তাঁহার ব্যবহার নিন্দনীয়," মাত্র এই কথাটি মনু কন্যার পিতার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই শ্লোকের মান্দ্রাজ সংস্করণের টীকায় (মাণ্ডলিক) মেধাতিথির ভাষ্যের ভিতর কোন অজ্ঞাতনামা লেখক একটি কথা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন. যদ্দ্বারা মেধাতিথি-কৃত ভাষ্যের মুখ্য ভাবের সঙ্গে বিরোধ হয়॥ তাহা এই ঃ—

"কঃ পুনঃ কন্যাদানকালঃ ? অষ্টমবর্ষাৎ প্রভৃতি
প্রাগৃতোরিতিস্মর্য্যতে।"

মাণ্ডলিক নিজ গ্রন্থের মধ্যে মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথির হস্তলিপির অসম্পূর্ণতার বিষয় বলিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি মহাশয়ের * (Commentaries on Hindu Law) গ্রন্থে এই শ্লোকটীর (৯।৪) প্রসঙ্গে বলেন যে মেধাতিথির এই শ্লোকের ভাষ্যের মধ্যে একস্থলে ৮টি অক্ষর এবং অন্যত্র ১৮টি অক্ষর পাওয়া যায় না। মান্দ্রাজের সংস্করণের এই স্থানেই উক্ত কথাগুলি সংযোজিত হইয়া গিয়াছে। যিনি এইখানে উপরোক্ত পাঠ প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি মেধাতিথির ভাষ্যার্থ যথাপূর্ব্ব অনুসরণ করেন নাই এবং তাঁহার মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেও সমর্থ হন নাই। ইহা দ্বারা কিরূপে বাল্য-বিবাহ সমর্থনের চেষ্টা হইয়াছে ইহাও তাহার একটা নিদর্শন।

মনুর ছয় জন টীকাকার আছেন। মেধাতিথি ভাষ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব মন্বার্থের যথার্থ অর্থগ্রহ করিতে হইলে এই ভাষ্যের উপরেই অধিক নির্ভর করিতে হয়। কুল্লুকভট্টের নামও টীকাকারদিগের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। ইনি মেধাতিথির ভাষ্যের ও মন্বার্থের টীকা লিখিয়াছেন। কিন্তু ইনি অতি আধুনিক লোক, ইনি বাল্যবিবাহের সমর্থক ছিলেন; তাই তাঁহার টীকার উপর আমরা নির্ভর না করিয়া, মনুসংহিতার ব্যাখ্যায় মেধাতিথির ভাষ্যই অবলম্বন করিব। মেধাতিথি উপরোক্ত "কামমামরণং তিষ্ঠেৎ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

প্রাক্‌ঋতোঃ কন্যায়া ন দানম্। ঋতাবপি। যাবৎ গুণবান্
বরো ন প্রাপ্তঃ।

"ঋতুর পূর্ব্বে কন্যাদান বিহিত নহে। ঋতুদর্শনেও দিবে না, যে পর্য্যন্ত গুণবান বর না পাওয়া যায়।"

ইহাই মনুর যথার্থ অভিপ্রায়। ইহা সাধারণ বিধি। রূপগুণবান বরের পক্ষে মনুর বিশেষ বিধি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সেই স্থলেও "অপ্রাপ্তামপি" একটী কথা রহিয়াছে, মেধাতিথির মতে তদর্থ "বিবাহ-যোগ্য বয়স প্রাপ্ত না হইলেও;" এবং পরবর্ত্তী শ্লোকেই বক্তব্য পরিষ্কার করিবার জন্য মনু বলিতেছেন, "ঋতুমতী হইলে কন্যাকে আজীবন গৃহে রাখিবে, অনুরূপ বরের যদি অভাব হয়।"

পূর্ব্বেই মনুর নবম অধ্যায়ের ৯৪তি শ্লোকের কথা বলিয়াছি। এই শ্লোকটীই কেবল বাল্যবিবাহসমর্থনকল্পে পণ্ডিতমূর্খ সকলেরই মুখে শুনা যায়। প্রত্যেক শ্লোককে সমগ্র গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করিয়া না দেখিলে গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য বুঝা দুরূহ। এই শ্লোকটি নিয়া ভাষ্যকার ও টীকাকারেরা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত

হইয়াছে। তাহার মধ্যে "ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ" এই বাক্যটি নিয়া টীকাকারদিগের মধ্যে বিষম বিবাদ। ইহার কত অর্থ হইয়াছে তাহা এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। টীকাকারের ব্যাখ্যা শাস্ত্র নহে, শাস্ত্রার্থ অধিগমের সহায় মাত্র। এই শ্লোকটি মেধাতিথি প্রভৃতি স্থানভ্রষ্ট বলিয়াছেন। আমরা ইহাকে মনুর শ্লোক বলিয়া নিরাপদে গ্রহণ করিতে পারি না। ভাষ্যকারেরও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছে।

মনুর শেষ শ্লোকটি মন্ত্রার্থ সম্যগ্ প্রতিপন্ন করিতেছে। উপরোক্ত ৯৪ শ্লোকটি তাহার বিরোধী। এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির সারাংশ এই শ্লোকে বলিয়া মনু কেবল তাঁহার মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন এমন নহে তিনি তাঁহার সংহিতাকে বিবাহের মন্ত্রার্থের সঙ্গে, গৃহ্য সূত্রাদির বিধির সঙ্গে এবং বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য্যের সঙ্গে এক করিয়া দিয়াছেন। শ্লোকটি এই :—

"দেবদত্তাং পতি ভার্য্যাং বিন্দেত নেচ্ছয়াত্মনঃ"

পতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করিতে পারেন না, দেবতাদিগের প্রদত্তা কন্যাকেই ভার্য্যা স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

এই "দেবদত্তা" শব্দের অর্থ কি, তাহা বিশেষ ভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা যাইবে এবং তখন আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

মনুর অষ্টম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকের আলোচনা করা প্রয়োজন :—

"পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলি কন্যার পক্ষেই প্রযুজ্য। যিনি অকন্যা (যাঁহার সতী-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে) তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য নহেন', । ৮ । ২২৬

মেধাতিথির মতে যে নারী গুরুতর পীড়াগ্রস্থা, কিম্বা অন্যের দ্বারা একবার মাত্রও উপভুক্তা হইয়াছে, সে কন্যাসংজ্ঞা হইতে বঞ্চিত হয়। নারদও সেই মত প্রকাশ করেন :—

দীর্ঘকুৎসিতরোগার্ত্তা ব্যঙ্গা সংস্পৃষ্টমৈথুনা।
দুষ্টাঽন্যগতভাবা কন্যাদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। অল্পবয়স্কা বালার প্রতি শেষোক্ত লক্ষণত্রয় কোনও মতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিনা, তাহা বিবেচনা করা উচিত।

মনুর আরও দুইটি শ্লোকের অর্থ এইরূপঃ—

"যদি কোন ও কন্যা স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠবর্ণের পুরুষের সঙ্গ করে তবে তাহাকে শাসন করিবেই না। কিন্তু যদি সে নীচ জাতির কোনও, পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়,তবে তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

"যদি কোনও অন্ত্যজ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ বর্ণের কুমারীর সংসর্গ করে, তবে তাহার মৃত্যুই বিহিত। যদি কুমারী এবং পুরুষ এক বর্ণের, অনুরূপ প্রকৃতির হয়, তবে কন্যার পিতার সম্মতি ক্রমে তাহাকে শুল্ক প্রদান করিয়া ঐ পুরুষ ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবে।

এই শ্লোকগুলি এবং ৩৬৪শ শ্লোকের "সকামাকন্যা" ইত্যাদি বিশেষণ গুলি দৃঢ়রজস্কা কন্যাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এই স্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সংহিতায় সর্ব্বত্র কন্যা শব্দই প্রয়োগ করা হইয়াছে

———

বিবাহ ও তাহার আদর্শ।

অষ্টম অধ্যায়।

অন্যান্য নানাবিধ শাস্ত্র বচন।

এখন আমরা "গৌরীদান", "কুমারীদান" ইত্যাদির প্রসঙ্গে কিছু বলিব। গৌরী শুভ্রাবর্ণা, রোহিণী অর্থে রক্তবর্ণা, কন্যা অর্থে অন্যের দ্বারা অনুপভুক্তা, রজস্বলা, বা রজস্কা। যম দ্বাদশবর্ষীয়া (সম্ভবতঃ রজস্কা) বালিকাকে কন্যাবলেন (রজস্বলাকন্যা), পরাশরের "কন্যা রজস্বলা" দ্বাদশবর্ষীয়া বলিয়াই উল্লিখিত। সম্বর্ত্তপ্রথমে দশমবর্ষীয়া বালিকাকে কন্যা (৬৬) বলিয়া, আবার পরবর্ত্তী শ্লোকে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকেও কন্যা সংজ্ঞা দিয়াছেন। কি সূত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই বিসদৃশ শ্লোকটির সঙ্গে মরীচির নামে উদ্ধৃত আরও একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়।

গৌরীদদন্নাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং রোহিণীং দদৎ।

কন্যাং দদৎ ব্রহ্মলোকং রৌরবং তু রজস্বলাং॥

এই শ্লোকটি কন্যাদানের মূলে এক নূতন দিক উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। কন্যার আত্মার দিকে, তাহার ঐহিক পারত্রিকের সুখ ও মঙ্গলের দিকে, সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি নাই, কেবল দান

দানফল এবং তৎসঙ্গে স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির লোভ কিম্বা রৌরব নরকের বিভীষিকা। এই সকল পাপ-পুণ্যার্জ্জনের ভয় কোন ও প্রাচীন সংহিতায় নাই—কেবল পূর্ব্ব প্রদর্শিত যম সংহিতায় প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির মধ্যে এই সকল লাভালাভের বা ভয়াভয়ের প্রসঙ্গে সংহিতা খানি শিহরিয়া রহিয়াছে। যিনি এই শ্লোকগুলির স্রষ্টা, তিনি কন্যাকে ভোগসুখের উপকরণ হিরণ্য, বস্ত্র, যজ্ঞ-কাষ্ঠাদির মত দান-যোগ্য একপ্রকার অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। তাই তিনি কন্যাদানকেও দানফলশ্রুতির অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন। বেদে, গৃহ্য-সূত্রে, স্মৃতিতে,বিবাহার্থ আনীত কুমারী-কে "কন্যা" বলা হইয়াছে। বিবাহতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে কশ্যপের নামে এই বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছেঃ—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী দশবর্ষাতু নগ্নিকা।
দ্বাদশেতু ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধ্বং রজস্বলা॥

এই বচনে দ্বাদশবর্ষা বালিকাকে কন্যা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে

"ঋতু দর্শনং চ দ্বাদশ বর্ষানামিতিস্মর্য্যতে। (৯।৯১ ভাষ্য)

"দ্বাদশবর্ষা কন্যার ঋতুর দর্শন হইয়া থাকে। বৃদ্ধসুশ্রুতের মতে ও —

তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাৎকালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।

"দ্বাদশ বর্ষ হইতেই রজোদ্গম হয়।", এই স্থলে রজস্কা কুমারীকেও কন্যা বলা যায়। "সংস্কাররত্নমালা" গ্রন্থে" ঊর্দ্ধ্বং দশাব্দাৎ প্রাগ্রজো দর্শনাৎ কন্যা।" দশ বৎসরের ঊর্দ্ধ্বে এবং ঋতুদর্শনের প্রাক্কাল অবধি কন্যা সংজ্ঞা। মনুর মতে যাহারা অন্যের দ্বারা উপভুক্তা, দূষিতা, কিম্বা কুৎসিৎরোগগ্রস্থা নহে, তাহাদিগকেও কন্যা সংজ্ঞা

দেওয়া হইয়াছে। পাণিনির মতে অবিবাহিতা কুমারীকেই কন্যা বলা হইয়াছে; অবিবাহিত অবস্থায় তাহার পুত্র হইলে সেই পুত্রকে কানীন পুত্র বলা হয়। পতঞ্জলির মতে যে কন্যার বিবাহ হয় নাই এবং যে বাসর শয্যায় শয়ন করে নাই, তাহাকে কন্যা সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে কন্যা শব্দ রজস্বলা হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে উভয়তঃ প্রযুজ্য।

এস্থলে পরাশরের প্রামাণ্য (authority) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশে "কলৌ পারাশরা স্মৃতাঃ" এই প্রবচনটি সর্ব্বত্র শুনা যায়। মূল শ্লোকটী এইঃ—

কৃতে তু মানবাঃ প্রোক্তা স্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

"সত্য যুগে মনুস্মৃতি, ত্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খলিখিতের স্মৃতি-দ্বয়, কলিকালে পারাশরীয় স্মৃতি প্রযুজ্য।"

আমরা পরাশর সংহিতায় প্রাপ্ত বাল্যবিবাহ সমর্থক শ্লোকগুলির অসারতা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাহাতে যদি কাহারও সন্দেহ দুরীভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেখাইতে হইবে মনু বা পরাশরের মধ্যে কাহার মত গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য। কলিকালের জন্য কোন্ স্মৃতিই প্রমাণ।

পরাশর স্পষ্টাক্ষরে বিধবা-বিবাহ-বিধি সঙ্গত বলিয়াছেন, কলিকালের জন্য যদি পরাশর সংহিতাই আমাদের পরিচালক হয়, তবে হিন্দু-সমাজ তাহা অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে কি?

এক একটী সংহিতার উৎপত্তি বিষয়ে দুইটী মত প্রচলিত দেখা যায়। পূর্ব্বকাল হইতে তৎকালীন সমাজে যে সকল আচার

ব্যবহার বৈধ বা বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এক এক সংহিতাকার তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অথবা এক একজন সংহিতাকার নিজের জ্ঞানবলে ভবিষ্যদ্দর্শী হইয়া একটি সংহিতা রচনা করিয়া ভাবী-সমাজের গতি নিয়মিত করিয়া গিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ পরাশর সংহিতায় স্পষ্ট আদিষ্ট হইয়াছে; হয়ত এই আচার তৎকালীন সমাজে ছিল। কিন্তু এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই শ্লোকগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পূজ্যপাদ বিদ্যা—সাগর মহাশয়ের কৃপায় তাহা বাঙ্গালীর কণ্ঠস্থ। কিন্তু উক্ত সংহিতার টীকাকার মাধব বলিতেছেন, এই শ্লোকগুলি পরাশর সংহিতার অন্তর্গত হইলেও তাহা অন্যযুগের জন্য উদ্দিষ্ট! কিন্তু পরাশর কোথাও তেমন ইঙ্গিত করেন নাই। এই স্থলে পরাশর সংহিতা যে কেবল কলিকালের জন্যই উদ্দিষ্ট তাহা বলা যায় না। অন্যান্য সংহিতার মত ইহারও সার্থকতা একই।

বিশেষতঃ "কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ" এই বচনটী পরাশর ভিন্ন অন্য কোনও স্মৃতিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,-পরাশর সংহিতা অন্যের ভাষায়, অন্যের দ্বারা সমাজে প্রচলিত; সংহিতার ভাষাই ইহা সমর্থিত করে। তবে ইহা যে পরাশরেরই অভিপ্রায় কিম্বা, যাহার মুখ বা স্মৃতি হইতে এই সংহিতা উদ্‌গত হইয়াছে ইহা তাহার মৌলিক কল্পনা, এই বিষয়ে নিশ্চিত না জানিয়া, কেবল এই শ্লোকটীকে আশ্রয় করতঃ পরাশরকে কলিকালের আচারাদির একমাত্র নিয়ন্তা মনে করা সঙ্গত নহে।

বেদে মনুর বিস্তর প্রশংসা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে মনুর নাম অতি শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত। বেদে বলা হইয়াছে, "যন্মনুরব্রবীত্তদ্ভেষজম্", "মনুর বাক্য ভেষজের তুল্য।" পরাশরও অনেক স্থলে মনুর নাম, মনুর বিধি অতি সম্মানের সহিত উল্লেখ

করিয়াছেন। বেদ অন্যান্য যুগের মত কলিকালেরও একমাত্র আশ্রয়। বেদকে হিন্দুর মধ্যে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। মনুর শাস্ত্রই একমাত্র বেদার্থপ্রতিপাদক বলিয়া সকল সংহিতায় মনুর প্রসংশা—সকল সংহিতায় তাঁহার বিধির উল্লেখ।

বৃহস্পতি বলেন—

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

"মনুর স্মৃতি বেদার্থ যথাযথ অনুবর্ত্তন করিয়াছে, অতএব স্মৃতিকারদিগের মধ্যে মনুর স্মৃতিই প্রধান। যে স্মৃতি মনুর বিপরীত তাহা শ্রেষ্ঠ নহে।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। যে সকল নাম আমরা বেদে, উপনিষদে, ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখিতে পাই, তাহা প্রাচীন সংহিতাকারদিগের অনুরূপ বলিয়া, ইঁহারাই যে বেদোপনিষদের উদ্দিষ্ট ঋষিই হইবেন এমন কোনও কথা নাই। তাহা বলিতে গেলে প্রমাণ প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা বৃহদারণ্যকের অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ বা গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ পড়িয়াছেন—তাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যের নাম শুনিলেই সেই প্রাচীন ঋষিকেই মনে করিবেন ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু দুই চারিজন লোকের এক নাম হওয়া অসম্ভব নহে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার যাজ্ঞবল্ক্য একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে "মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ" বলা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থও নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য রচিত বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে ২য় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। একজন পাশ্চাত্য লেখকের মতে ৫০০ খৃষ্টাব্দই তাঁহার সংহিতার রচনা কাল। পরাশর একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়। ইনি যে ব্যাসদেবের জনক, তাহা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত স্বীকার করা যায়

না। কিন্তু পরাশরের টীকাকার পরাশরকে শ্রেষ্ঠস্থান দিতে গিয়া যে তর্ক তুলিয়াছেন তাহা অনেকরই নিকট কৌতূহলোদ্দীপক হইবে, এই বলিয়া উদ্ধৃত হইল।

"পরাশরের কথা বেদে উল্লিখিত হয় নাই। "শ্রুতি বলেন সহোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্য ইতি" "পরাশর পুত্র ব্যাস বলিয়াছেন, পরাশর পুত্র ব্যাসের মহিমা যখন সর্ব্ববাদীসম্মত তখন পরাশরের মহিমাও বর্ণনাতীত। অতএব পরাশরের প্রভুত্ব মনুর সমান।"

কি অপূর্ব্ব যুক্তি! স্মৃতিকার পরাশর এবং ব্যাস পিতা পরাশর একজন কি দুইজন ভিন্ন ভিন্ন লোক এই কথা টীকাকার ভাবিতে পারেন নাই।

স্মৃতিরত্নাকর গ্রন্থে, আদিপুরাণে, স্মৃত্যর্থসারে এবং বৃহন্নারদীয় গ্রন্থে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রাদি কি কি নিষিদ্ধ, তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কন্যাদানের প্রসঙ্গও বিদ্যমান। কিন্তু রজস্বলা কন্যাদানের কোথাও নিষেধ নাই এবং তজ্জন্য পাপও উল্লিখিত হয় নাই। কলিকালে এই সকল বর্জ্জনীয়।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণং চ কমণ্ডলোঃ।
গোত্রান্ মাতৃসপিণ্ডাৎ তু বিবাহো গো-বধস্তথা॥
দেবরাম্ন সুতোৎপত্তি দত্তা কন্যা নদীয়তে।
ন যজ্ঞে গো-বধঃ কার্য্যঃ কলৌ চ ন কমণ্ডলুঃ॥

ক্রতুঃ

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ নকুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুং॥

আদি পুরাণং।

দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্॥

স্মৃত্যর্থসারঃ।

সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমঃ ক্রিয়া॥
দেবরেন সুতোৎপত্তিঃ মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥

বৃহন্নারদীয়ম্।

এই সকলের অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। কলিকালে এতগুলি নিষিদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে কন্যাদানের প্রসঙ্গেও রজস্বলা কন্যাদানের নিষেধ কোথাও নাই।

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

নবম অধ্যায়

বঙ্গে বাল্যবিবাহ,—রঘুনন্দন।

বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে কয়েক কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বঙ্গদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনন্দনশিরোমণি মহাশয়ের নাম বাঙ্গালীর প্রতিগৃহে সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থ পড়িয়াই এদেশের অনেক পণ্ডিত স্মৃতিশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করে। তাঁহার এই স্মৃতিসংগ্রহের মধ্যে উদ্বাহতত্ত্বের নাম অনেকেই জানেন। রঘুনন্দন বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁহার সংগৃহীত উদ্বাহতত্ত্বের মধ্যে, যে কয়টী বাল্যবিবাহসমর্থক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার সকল পণ্ডিতের কণ্ঠস্থ। তাহার ও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্লোকগুলি এই—

অঙ্গিরা—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণি।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত উর্দ্ধং রজস্বলা॥ (ক)
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন নদোষঃ কালদোষতঃ॥ (খ)

যম :—

কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যা সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম॥

অত্রিকাশ্যপৌ—

পিতুগৃহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলীস্মৃতা॥ (ঘ)
যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্ বৃষলিপতিম্॥

স্মৃতি :—

সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সর্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিত। (চ)

এই ছয়টী শ্লোকের মধ্যে অঙ্গিরার নামে প্রথম দুইটী, যমের নামে একটি, অত্রিকাশ্যপ নামে একটি, স্মৃতিনামে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু **আশ্চর্য্যের বিষয় এই শ্লোকগুলি তত্তৎ সংহিতায় দেখা যায় না!** স্মৃতি বলিয়া যে শেষ শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত কোনও স্মৃতিতে পাওয়া যায় না অথবা নির্দ্দিষ্ট কোনও গ্রন্থের নাম উক্ত না থাকায়, ঐ একটী শ্লোকের উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে। অত্রি (১৯০) দুষ্ট-রজস্কার বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; উক্ত বচনগুলি যখন রঘুনন্দনের নির্দ্দিষ্ট অঙ্গিরা, যম, অত্রি সংহিতায় পাওয়া যাইতেছে না, তখন কাশ্যপ-সংহিতায় যে এই শ্লোকগুলি আছে তাহা সম্ভব নহে। কাশ্যপ সংহিতা এখনও কোথায় পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনগুলির মধ্যে কেবল [ক] চিহ্নিত শ্লোকটি পরাশর ও সম্বর্ত্ত সংহিতায় দেখা যায় এবং [খ] ও [ঙ] চিহ্নিত শ্লোকদ্বয় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে

যম, ও পরাশর সংহিতায় প্রযুক্ত দেখা যায়। রঘুনন্দন স্মার্ত্তশিরোমণির এই ভুল কোথা হইতে আসিল? তিনি অঙ্গিরা, অত্রি ও যমের নামে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তত্তৎসংহিতায় নাই কেন? এই বিষয়ে দুইটি সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

১। হয় রঘুনন্দনের পূর্ব্বে এই শ্লোকগুলি অঙ্গিরা, যম, অত্রি, কাশ্যপের নামে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। তিনি তাঁহার অধ্যাপক কি পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও পণ্ডিত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

২। নতুবা তিনি রাজনৈতিক নানা উপপ্লবে নিজে বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং শ্লোকগুলি নিজে লোকমুখে শুনিয়া মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দুকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য এই বচনগুলিকে শাস্ত্র-মধ্যে স্থান দিয়াছেন। আমার মনে হয়, মুসলমানদিগের অত্যাচারের পর হইতেই এই শ্লোকগুলি ভারতের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

প্রথম সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারণ রঘুনন্দনের পূর্ব্বে ও পরে "বিবাহতত্ত্বার্ণব" নামে একখানি গ্রন্থ বাঙ্গলায় বিশেষ আদৃত ছিল। এই গ্রন্থখানি শ্রীকরাচার্য্যের পুত্র শ্রীনাথ চূড়ামণির কৃত। "গুরুচরণান্ত" পদের টীকায় কাশীরাম বাচস্পতি বলিয়াছেন, উক্ত শ্রীনাথচূড়ামণি রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তত্ত্বার্ণব গ্রন্থের যে হস্তলিপির কথা ৺ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা "বিধুনবভুবনৈরব্দে" অর্থাৎ ১৫৭০ অব্দে রঘুনন্দনের গুরুপৌত্র বাণীনাথের স্বহস্তে লিখিত। উক্ত গ্রন্থের হস্তলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের পুত্রের জন্মকোষ্ঠী লিখিত। কোষ্ঠীর সময় "ষন্নবত্র্যুত্তর

চতুর্দ্দশশতী মিত" শকাব্দ অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে বুঝা-যায় জগদীশ তর্কালঙ্কারের সময়ও এই বিবাহ তত্ত্বার্ণব-গ্রন্থ সমাদৃত হইত। এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ঃ—

অথ কন্যাবরবয়ক্রমঃ।—দ্বাদশবর্ষষোড়শবর্ষয়ো কার্য্যাপেক্ষো ব্যবস্থিতো বিকল্পঃ। সর্ব্বত্র যবীয়স্ত্বমাত্রেন বিবাহস্য প্রাশস্ত্য মিত্যত্র তাৎপর্য্যম ॥

অর্থাৎ কন্যা ও বরের বয়ঃক্রম। দ্বাদশবর্ষ অথবা ষোড়শবর্ষ কন্যার বয়ঃক্রম হওয়া আবশ্যক। অল্পবয়স্ক পাত্রের পক্ষে দ্বাদশবর্ষা কন্যাই যোগ্যা এবং সমধিক বয়স্ক পাত্রের পক্ষে ষোড়শবর্ষা কন্যাই প্রশস্তা। পাত্র অপেক্ষা কন্যার বয়স ন্যূন হওয়াই প্রশংসনীয়। এই "বিবাহ তত্ত্বার্ণব" গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীনাথ চূড়ামণি কাশ্যপ ঋষির এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

সপ্তবর্ষা ভবেদ্ গৌরী দশবর্ষাতু নগ্নিকা।
দ্বাদশেতু ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজস্বলা ॥

ইহা সত্য সত্যই কশ্যপের বচন হইলে, তাহার সঙ্গে রঘুনন্দনের উদ্ধৃত বচনের মিল থাকিত। তবে বিরোধ হইতেছে কেন? পূর্ব্বোদ্ধৃত বচন হইতে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্রীনাথ চূড়ামণির সময়েও অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দেও দ্বাদশবর্ষা হইতে ষোড়শ বর্ষা কন্যাই বিবাহ-যোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত। এই গ্রন্থের মধ্যে দ্বাদশ হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাবিবাহের শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের স্বীয় গুরুর রচিত এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার অবশ্যই পরিজ্ঞাত ছিল, তবুও তিনি কেন অযথা অঙ্গিরা, যম, অত্রি, কাশ্যপের নামোল্লেখ করিয়া কতকগুলি বাল্যবিবাহ সমর্থক শ্লোক নিজ-গ্রন্থে যোজনা

করিলেন? ইহাতে আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় এবং প্রাগুক্ত বচনগুলির অসারতাও প্রতিপন্ন হয়।

ইহা বুঝিতে হইলে বঙ্গদেশের তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বিষয় একটু দৃষ্টি করা আবশ্যক।

বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে বঙ্গদেশের তৎকালীন ইতিহাসের কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ১২০৪ অব্দে বঙ্গদেশ মুসলমানের হস্তগত হয়; তখন বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক হিন্দুরাজা ছিলেন; সমগ্র বঙ্গের সাধারণ শাসনভার মুসলমানদিগের হস্তে গেলেও, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ নিজেদের রাজ্যের মধ্যে হিন্দু অনুষ্ঠান কিয়ৎপরিমাণে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হন। ১৩৪০ অব্দে একজন মুসলমান নবাবের নেতৃত্বে বঙ্গদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত হয় এবং ১৫৪০ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ স্বাধীন থাকে। এই সময়ও অনেক হিন্দুরাজা ছিলেন এবং রাজা গনেশ সর্ব্বশেষ হিন্দু রাজা।

তৎপুত্র মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় এবং ধর্ম্মভ্রষ্টদিগের স্বাভাবিক প্রবল হিন্দুবিদ্বেষ তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। তখন হইতে হিন্দুদিগের উপর নানারূপে মুসলমানদিগের অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। এই সময় হিন্দুগৃহস্থের অবিবাহিত কন্যা গৃহে রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে হিন্দু কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া নিয়া মুসলমানেরা বিবাহ করিতে আরম্ভ করে। ছোটবড়, ধনীদরিদ্র, সকলেরই ত্রাস উপস্থিত হয়। যে কোনও উপায়ে সমাজ রক্ষা করা প্রয়োজন হইয়া উঠে। তৎকালে শাসনকর্ত্তাদের উদ্দাম ইন্দ্রিয় লিপ্সা সর্ব্বতোমুখী হইয়া হিন্দুসমাজকে কবলিত করিবার উপক্রম করে। শুধু মুসলমানগণ নহে, যেসকল হিন্দু, মুসলমান

শাসনকর্ত্তাদের সংস্পর্শে তদ্ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের অত্যাচারের প্রভাবও সমাজে খুব ছিল। সেই এক ভোগোন্মাদের যুগ! যাঁহারা সেই যুগ-সন্ধ্যায় জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত তখনকার বিপদের মাত্রা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। রাজপুতনায় যেমন মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে পরিবারকে মুক্ত রাখিবার জন্য কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেই তাহাকে স্থানে স্থানে হত্যা করা হইত, বঙ্গদেশেও শিশুকালে বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কারণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিধান এই, কোনও ইস্‌লামপন্থী অন্যের বিবাহিত পত্নীকে গ্রহণ করিতে পারে না, —সে যে কোনও সম্প্রদায়ের বা জাতির হউক না কেন। হিন্দু সমাজে যখন পত্নী-বর্জন প্রথা (Divorce) নাই, এমন কি স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও যখন হিন্দু শাস্ত্র বিবাহকে অসিদ্ধ বলে না, তখন বিবাহিতা হিন্দুকন্যাকে মুসলমানেরা কোনও মতে গ্রহণ করিতে পারিত না।

মুসলমানদিগের উপরোক্তরূপ অত্যাচারের সময় আরও একটি প্রথা বঙ্গদেশে ও বিহারে প্রচলিত হইয়াছিল। বালিকাদের কপোলে, চিবুকে, অথবা ভ্রুযুগের মধ্যে উল্‌কী পরা। যে কন্যা উল্‌কী পরিবে, সে কন্যা পতিতা, মুসলমানদিগের চক্ষে সে হাব্‌সী কন্যা—তাহাকে কোনও মুসলমান বিবাহ করিবে না।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই বাল্যবিবাহ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশেও ইহা যেরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক কারণের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

উপরি উদ্ধৃত বাল্যবিবাহ সমর্থক শাস্ত্রীয় শ্লোকগুলির অসারতা আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি। এবং এই বচনগুলি যে কতজনকে

বিপথে চালিত করিয়াছে, তাহার বেশী উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। উপরোক্ত বচনগুলিতে চালিত হইয়া মেইনের মত এতবড় মনস্বী লেখক তাঁহার Hindu Law নামক গ্রন্থে লিখিতেছেনঃ— *

সকল প্রাচীন স্মৃতিকারগণ বয়স্থা হইবার পূর্ব্বেই কন্যাদানের বিধান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে বাল্যবিবাহের প্রতিকূলে যেসকল অকাট্য প্রমাণ শাস্ত্রে আছে তাহা প্রদর্শন করিব। তাহা হইতে প্রচলিত মন্ত্র ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির দ্বারা বাল্যবিবাহ, যে কখনও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

বাল্যবিবাহ সমর্থক শ্লোকগুলির আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি তাহার মধ্যে কত অসামঞ্জস্য, কত পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব, কত কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার প্রয়াস সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে।

যৌন বিবাহের অনুকূল বচনগুলির আলোচনায় স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে, আর্য্যেরা বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এই একই ভাব বিবাহের সকল মন্ত্রের, সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

---

* All the early writers inculcate giving of a girl in marriage before she attains puberty.

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

উত্তরার্দ্ধ।

বিবাহ ও তাহার আদর্শ।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রম।

অনেক পণ্ডিতের ধারণা স্ত্রীদিগের বাল্য-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত এমন নহে, পরিণতবয়সে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং প্রাচীনকালে বালকদিগের ব্রহ্মচর্য্যের বিধান কঠোর ছিল বলিয়াই, স্ত্রীদিগের পরিণতবয়সে বিবাহ কখনও প্রচলিত ছিল না। যে সকল শাস্ত্রবচনের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত মত পোষণ করিয়া থাকেন, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি; তাহার সম্যক অসারতাও প্রতিপাদন করিয়াছি। এখন বৈদিক কাল হইতে গৃহসূত্রাদি এবং স্মৃতি পুরাণের কাল পর্য্যন্ত, সকল গ্রন্থের মধ্যে বিবাহের যে মূলনীতি অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, বিবাহের মন্ত্রার্থের মধ্যে, বিবাহ অনুষ্ঠানাদির মধ্যে, যে আদর্শ স্তোতমান রহিয়াছে, আমরা একে একে তাহারই আলোচনা করিব।

পূর্ব্ব-খণ্ডে বিরুদ্ধ মত নিরস্ত করিতে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে; কিন্তু এই অংশে শাস্ত্রবচনাদির ঐক্য এতই বিস্পষ্ট যে, তজ্জন্য কাহাকেও বিশেষ শ্রম করিতে হইবে না।

বর্ত্তমান কালে আমাদের ভাব, ভাষা, আচার, ব্যবহার, জীবিকা-প্রণালী ও জীবনের আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদি গৃহ্যাদির

উদ্দিষ্ট, পঞ্চমহাযজ্ঞপরায়ণ, প্রাচীন গৃহস্থসমাজের প্রতি লক্ষ্য করি, তবেই মনে হইবে যে, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে এক স্বতন্ত্র জাতিবিশেষে পরিণত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু আমাদের জাতকর্ম্ম, উপনয়ন, বিবাহ, উপাসনা, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে, ন্যূনকল্পে ১০০০ বৎসর পূর্ব্বের বৈদিক মন্ত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের অনুষ্ঠান এবং তদানুসঙ্গিক মন্ত্রাদির মধ্যে বিরোধ বেশ লাগিয়াই রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সংস্কারাদির মধ্যে স্থলে স্থলে অতি সামান্য বৈষম্য থাকিলেও, স্থূলতঃ তাহা এক; কোনও না কোনও গৃহ্যমতে উহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সূত্র অনেক। বেদবিভাগ অনুসারে এই গৃহ্যগুলিও বিভক্ত; ঋগ্বেদের সাংখ্যাখন ও আশ্বলায়ন গৃহ্য, সামবেদের জৈমিনী, গোভিল ও খাদির গৃহ্য, শ্বেত যজুর্ব্বেদের কাত্যায়ন ও পারাশরীয় গৃহ্য, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের বোধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী ,গৃহ্যাদি যথাক্রমে তত্তৎশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের সংস্কারাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের মানব গৃহ্যসূত্র এখন পাওয়া যায় না। তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; তাহা পাওয়া গেলে মনুসংহিতার অনেক বিষয় স্পষ্টতর হইত।

সকল গৃহ্যসূত্রেই স্নাতকদিগেরই বিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্নাতক ত্রিবিধ:—ব্রতস্নাতক বিদ্যাস্নাতক, বিদ্যাব্রতস্নাতক। কেহ যথারীতি ব্রহ্মচর্য্যান্তে সাবিত্রীব্রত, আগ্নেয় ব্রত, শুক্রিয় ব্রত, কি ঔপনিষদ্ ব্রতাদি সমাপন করিয়া সমাবর্ত্তন করিতেন। কেহ বেদাদি সম্যগ্ অধিগত করিয়া, কেহ কেহ যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য ও বেদ উভয়ই সমাপন করিয়া সমাবর্ত্তন করিতেন; এই সকল ব্রতাদি সম্পন্ন করিতে পুরুষের প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইত। ন্যূনকল্পে

পুরুষের ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করা কখনও সম্ভবপর হইত না।

প্রাচীনকালে বালিকাদেরও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, আমরা তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদেরও বিবাহ পরিণত বয়সে সম্পন্ন হইত, কারণ তাহাদের ও বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যসাধনে বড় কম সময় লাগিত না। কন্যাকে বেদ অধ্যাপনের ভার পিতা পিতৃব্য ও ভ্রাতার উপর ন্যস্ত থাকিত। পরাশর মাধবীয় গ্রন্থে দেখা যায়ঃ—

পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়াঃ ভৈক্ষ্যচর্য্যং বিধীয়তে।
বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেবচ॥ *

মহাভারতে ও পুরাণে অনেক নারীর উল্লেখ আছে, যাঁহারা বিবাহই করেন নাই। নারীদিগকে পূর্ব্বে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত।

দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ।

ইহা হইতেই দেখা যায় কুমারীরা বিবাহের পূর্ব্বে এতাদৃশ বয়স্কা হইতেন, যেই বয়সে বিবাহের ঔচিত্য, অনৌচিত্য বিচার করিয়া কেহবা গৃহধর্ম্ম কেহবা চিরব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিতেন।

* পরাশর মাধবীয় গ্রন্থে যমবচন।

বিবাহ
ও
তাহার আদর্শ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কতিপয় বৈদিক-মন্ত্র।

বিবাহের মন্ত্রগুলি যদি কেবল অর্থহীন শব্দ সমষ্টি না হয়, তাহা হইলে যে সকল মন্ত্রদ্বারা বিবাহসংস্কার সম্পন্ন হয়, তাহার অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। বস্তুতঃ কন্যালক্ষণের জন্য বিবাহমন্ত্রগুলির সার্থকতা কত বেশী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। † কারণ হিন্দুর এমন কোনও অনুষ্ঠান নাই, যাহার পশ্চাতে ব্যক্তিগত জীবনের এবং সামাজিক জীবনের কোনও মঙ্গলসাধন লক্ষ্য নাই। বর্ত্তমান কালে প্রায় সকললোকই গতানুগতিক ন্যায় অনুসরণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য যে অনুষ্ঠান মন্ত্রার্থের বিরোধী, যাহা মুখ্যতঃ মন্ত্রার্থেরই প্রতিবাদ করিয়া থাকে, সেই কার্য্যের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না।

প্রথমতঃ, আমরা কয়েকটী বৈদিক সূক্তের আলোচনা করিব। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের কয়েকটি ঋক্ এই :—

"আমি ঘোষা, আমি নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যবতী হইয়াছি ; আমার বিবাহার্থ বর আসিয়াছে। ৯।

---

* "পাণিগ্রহণিকাঃ মন্ত্রঃ নিয়তং দার লক্ষণম্।"

"হে অশ্বিদ্বয়, যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণরক্ষার জন্য রোদন পর্য্যন্ত করে, বনিতাদিগকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে, এবং সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃলোকের যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োজিত করে, সেই সকল বনিতা পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়।

"হে অশ্বিদ্বয়, আমি তাহাদিগের সুখ অবগত নহি; তোমরা সেই সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর; যুবা স্বামী ও যুবতী স্ত্রী পরস্পর মিলিয়া কি প্রকার সুখ লাভ করে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। অশ্বিদ্বয়, যেন আমি অনুরক্ত, বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে গমন করিতে পারি, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

এই সকল মন্ত্রের বর্ণিত, বিবাহার্থী কন্যার যৌবনাদি নারীলক্ষণ, এবং মানসিক অবস্থার দ্বারা পর্য্যাপ্ত-যৌবনা কন্যাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অত্যন্ত বালাতে এতাদৃশ অভিলাষের আরোপ করা যায় না।

প্রাগুক্ত বৈদিক বর্ণনার সঙ্গে একটি পৌরাণিক বর্ণনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহাদ্বারা উপরোক্ত বৈদিক প্রসঙ্গটি পরিষ্কার হইবে বলিয়া উদ্ধৃত হইল। বাণদুহিতা উষা যখন পর্য্যাপ্ত-যৌবনা, তখন স্বপ্নে অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইবার প্রাক্‌কালে তিনি অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে দেখা যায়ঃ—

বাণস্য দুহিতা কন্যা তত্রোষা নাম ভাবিনী।
দেবং প্রক্রীড়িতং দৃষ্ট্বা দেব্যা সহ নদীগতং॥

*　　*　　*　　*

উষা মনোরথশ্চক্রে পার্ব্বত্যাঃ সন্নিধৌ তদা।
ধন্যাহি ভর্ত্তৃসহিতা রমস্ত্যেবং সমাগতা॥

"বানদুহিতা উষা দেবীগণের সহিত জলক্রীড়াসক্ত দেবগণকে দেখিয়া মনে করিলেন এমন প্রিয় সঙ্গমে ক্রীড়াপরা রমণীগণ ধন্যা। উষা পার্ব্বতীর সমক্ষে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।"

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ম সূক্তের মধ্যে কতকগুলি বিবাহমন্ত্র পাওয়া যায়,এবং তদ্দ্বারা বিবাহের যে সকল আচারাদি উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই ঃ—

বিশ্বাবসুর প্রতি বরের উক্তি ঃ—"হে বিশ্বাবসো, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর,—যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুর আরাধনা করি। আর যে কোনও নারী পিতৃগৃহে বিবাহ লক্ষণযুক্তা হইয়া রহিয়াছে তুমি তাহার নিকট গমন কর, সেইই তোমার ভাগস্বরূপ হইয়া জন্মিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হও। ২১।

"হে বিশ্বাবসো, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর; নমস্কার দ্বারা তোমার পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য বিবাহিতা নারীর নিকট প্রস্থান কর। তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামী সংসর্গিনী করিয়া দাও। ২২।"

(বিশ্বাবসু, বিবাহের অধিষ্ঠাতা; বিবাহ হইয়া গেলে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না।)

কন্যা ও বরের প্রতি বিশ্বাবসুর উক্তি ঃ—

"হে কন্যে, যাহা সত্যের আধার,যাহা সৎকর্ম্মের আবাসস্থান স্বরূপ, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরূপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি। ২৪।

হে বৃষ্টিবর্ষনকারী ইন্দ্র, ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হন। ২৫।

তুমি গৃহে গিয়া গৃহের কর্ত্রী হও; গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর। ২৬।

পতিগৃহে সন্তানসন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক; এই গৃহে অবহিত হইয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন কর; এই স্বামীর সঙ্গে আপন দেহ সম্মিলিত কর; বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আপন গৃহে প্রভুত্ব কর। ২৭।

এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা। তোমরা এস, ইহাকে দেখ। ৩৩।"

কন্যার প্রতি বরের উক্তি ঃ—"হে পূষা, যে নারীর গর্ভে সন্তান জন্মে, তাহাকে তুমি যৎপরোনাস্তি কল্যাণসম্পন্ন করিয়া বিবাহার্থ পাঠাইয়া দাও। * * *

হে অগ্নি, তুমি সন্তানসন্ততিসমেত বনিতাকে পতির নিকট সমর্পিত করিলে। ৩৭।

অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ু দিয়া বনিতাকে প্রদান করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ু হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবে। ৩৯।

প্রজাপতি আমাদের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্য্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ, তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অবস্থান কর। আমাদিগের দাস দাসী ও পশুগণের মঙ্গলবিধান কর। ৪৩।

হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র, তুমি এই নারীকে উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর; ইহার গর্ভে দশটি পুত্র সংস্থাপন কর: পতিকে লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর।

তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগ্‌দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন। ৪৭।"

* এই অংশের অনুবাদ দিতে আমি অসমর্থ।

এই বৈদিক সূক্তের অনেকাংশ পূর্ব্বে বিবাহের সময় মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করা হইত; ইহার কয়টি ঋক্ এখনও বিবাহবিধির মধ্যে উল্লিখিত। বিবাহার্থী বর ও কন্যার আচারাদি ইহাতে বিস্তারিত বর্ণিত। যে সকল ঋক্ বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রচলিত, তাহার অনুবাদ উপরি উদ্ধৃত হয় নাই; বিবাহের মন্ত্রার্থের আলোচনার সঙ্গে তাহা উদ্ধৃত হইবে।

উপরি উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে তিনটি বিষয় বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা এই—

১। রূপযৌবনাদিদ্বারা বিবাহলক্ষণোপেতা কন্যার কথাই সর্ব্বত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

২। বিবাহোন্মুখী বালিকাকে গৃহের কর্ত্রীরূপে এবং পরিবারের প্রভুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। উভয়ের মধ্যে অপত্যোৎপত্তির কামনা বিশেষ বলবতী এবং উভয়ের পরস্পর মিলনের জন্য প্রবল আগ্রহ সকল সূক্তের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। এবং তদানুসঙ্গিক কতকগুলি কায়িক ব্যাপারের বর্ণনা (১০।৮৫।৩৭ ঋক্), যাহার অনুবাদ দেওয়া যায় নাই।

এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাগণ এমন বয়স্কা হইতেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত এই সকল বাক্যের মর্ম্মার্থ, তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন। অন্যথা, মন্ত্রের ভিতর দিয়া ভাবী দম্পতীর আসঙ্গলিপ্সা প্রকাশ করার কোনও সার্থকতা হয় না। শিশুকন্যার প্রতি এই সকল কথা প্রযুক্ত হইলে, ইহা এক অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক প্রয়াস বই আর কিছুই মনে হয় না। এই সঙ্গে একটা কথা বলা উচিত যে, এই বিবাহের প্রসঙ্গে যেমন স্বামী স্ত্রী উভয়ের আসঙ্গলিপ্সাদি বিস্তারিত বর্ণিত, তেমনি

তৎসঙ্গে অশ্বিনীকুমার, পূষা, প্রজাপতি, সোম, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অভয় ও আশীষ লইয়া সেই সকল আনন্দ ব্যাপারে জড়িত। দম্পতীর আনন্দের অংশী ইঁহারাও।

আরও একটি ঋকে দেখা যায়:—

সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনা স্তাউভা বরা।
সূর্য্যাং পত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাৎ॥

এই ঋকের সায়নভাষ্য এই:—

সোমো বধূয়ুর্বধূকামো বরো অভূৎ। তস্মিন্ সময়ে অশ্বিনা অশ্বিনৌ উভা উভৌ বরা বরৌ আস্তাম্ অভূতাম্। যদ্ যদা সূর্য্যাং পত্যে শংসন্তীং পতিং কাময়মানাং পর্য্যাপ্তযৌবনামিত্যর্থঃ সূর্য্যাং মনসা সহিতায় সোমায় বরায় সবিতা তৎপিতা দদাৎ প্রাদাৎ দিৎসীচকার।

"সোম বিবাহার্থী হইলে এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও একই সময়ে বিবাহার্থী হন। সোমকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মুখ, পর্য্যাপ্তযৌবনা কন্যা সূর্য্যাকে সবিতা সোমকে প্রদান করিলেন।

অন্যত্র একটি ঋক এই:—

কন্যা ইব বহতু মেতবা উ অঞ্জ্যঞ্জানা অভিচকাশীমি। যত্র সোমঃ সূয়তে যত্র যজ্ঞো ঘৃতস্য ধারা অভিতৎপবন্তে।

যেরূপ অনূঢ়া কুমারী স্বীয় পতিকে লাভ করিবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে, আপনার রূপযৌবনের ঐশ্বর্য্য ভাবী পতির দিকে মুক্ত করিয়া দেয়, তদ্রূপ সোমধারা ও হবির্ধারা যজ্ঞাগ্নির দিকে প্রবাহিত হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতার ৪র্থ কাণ্ডে, ৩য় প্রশ্নে, ১১শ অনুবাকে দেখা যায়:—

ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদন্তরস্যাং চরতি প্রবিষ্টা।
বধূর্জ্জজান নবগন্ জনিত্রী ত্রয় এনাং মহিমানঃ সচন্তে।

অত্রোপধীয়মানা যা ইষ্টকাস্তি ইয়মেব সা। সেয়ং ব্যুষ্টিরূপা কালানাং প্রথমভূতা সতী ব্যৌচ্ছৎ বিশেষেণ প্রকাশরূপা অভূৎ। আদিসৃষ্টিকালে প্রথমো যঃ প্রভাতকালঃ তদ্রূপেয়মিষ্টকা ইত্যর্থঃ। সা সৃষ্টিকালীনা প্রথমা ব্যুষ্টিঃ আদিত্যেন অনুপ্রবিষ্টা সতী, অস্যাং পৃথিব্যাং দৈনন্দিনপ্রভাতরূপেণ চরতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বধূর্জ্জজাননবগন্‌জনিত্রীনবং বরং গচ্ছতীতি নবগন্। নূতনবিবাহবতী বধূঃ জনিত্রী উত্তরোত্তর প্রজোৎপাদিকা জজান জাতা। তদ্বৎ ইয়মপি ব্যুষ্টিঃ উত্তরোত্তর প্রভাতনিষ্পাদিকা ইত্যর্থঃ।

যেমন নব বিবাহিতা বধূ একটির পর একটি শিশুদ্বারা পতিগৃহ আলোকিত করেন তদ্রূপ এই ব্যুষ্টিমন্ত্র আস্থা হিরন্ময়ী উষার মত প্রত্যহ সবিতার সঙ্গে সঙ্গত হইয়া নূতন দিবসশিশুর দ্বারা এই বিশ্ব আলোকিত করেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বিবাহার্থী একজন যুবক ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

সকৃতিমিন্দ্র সচ্যুতিম্। সচ্যুতিং জঘনচ্যুতিম্।
কনাৎকাভাং ন আভর। প্রয়প্‌স্মিব সকথ্যৌ।

হে ইন্দ্র, কনাৎকাভাং কনকবদ্‌ভাসমানাং রূপবতীং কন্যাং নো অস্মদর্থং আভর আনয়। সকৃতিং কৃতিঃ আকৃতিঃ সংকল্পঃ তেন সহিতাং অস্মাসু অনুরক্তাম্ ইত্যর্থঃ। সচ্যুতিং চ্যুতিঃ ক্ষরণং বীর্য্যস্যন্দনং তেন সহিতাং। এতদেব পুনঃ সচ্যুতিমিত্যনূদ্য জঘনচ্যুতি মিত্যনেন ব্যাখ্যায়তে। আহরণে দৃষ্টান্তঃ। সকথ্যৌ প্রয়প্‌স্মিব। যথা অত্যন্তং কামুকঃ উরুদ্বয়ং প্রতি যত্নমুদ্যুক্তঃ অত্যন্তাদরেণ স্নিগ্ধমাবহতি তদ্বৎ

উপরোক্ত টীকার যথাযথ অনুবাদ প্রকাশ করিতে আমি অসমর্থ। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে

উপরোক্ত ঋকের দ্বারা বিবাহকামী বর ইন্দ্রের নিকট কিরূপ কন্যা কামনা করিতেছেন। উক্ত ঋকের ভাবার্থ এই—

"হে ইন্দ্র, আমাকে এমন কুমারী আনিয়া দাও, যে আনন্দে হিরণ্যের মত দীপ্তিমতী, যে নানা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অত্যন্ত অনুরাগ-ভরে আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।"

বৈদিক ও ঔপনিষদ্ যুগের বরেরা কিরূপ কুমারীকে কামনা করিত তাহা উপরোক্ত অংশ হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিবাহ অনুষ্ঠান।

বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে যেসকল মন্ত্র ও পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে, এখন তাহারই আলোচনা করিব। নিম্নে যে বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ করা হইতেছে এবং যেসকল মন্ত্রাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আপস্তম্ব গৃহ্য হইতে গৃহীত। "একাগ্নিকাণ্ড" গ্রন্থ হইতে হরদত্তের টীকাও স্থলে স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেদ, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। বেদের সংহিতা-ভাগের প্রত্যেক প্রধান শাখার এক একখানি ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে। সায়নাচার্য্যের মতে সামবেদের কৌথুমী শাখার ৮ খানি ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে *। মন্ত্রব্রাহ্মণ তাহার ষষ্ঠ। এই মন্ত্রব্রাহ্মণের অনেকগুলি শ্লোক ঋগ্বেদী, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদীয় বিবাহাদি সংস্কারে ব্যবহৃত হয়। ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দু মাত্রেরই দশবিধ সংস্কারে যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই গৃহ্যসূত্রকার, সংহিতাকারগণ এই মন্ত্রব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কন্যাগৃহে বর বধূকে দর্শন করিয়া একটি মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ বধূর অবয়ব নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ; মন্ত্রটি এই—

---

* তাণ্ড্যব্রাহ্মণস্য ভাষ্যভূমিকা।

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পতিভ্যস্ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ জীবসূর্দেবকামা স্যোনা শংনো ভব দ্বিপদে চতুষ্পদে।

হে বধু, তুমি স্নিগ্ধ দৃষ্টি হও, তুমি পতিকুলের কল্যাণরূপিণী হও; তোমার হৃদয় অমৃতে পূর্ণ থাকুক, তোমার দৃষ্টি হইতে জ্যোতিঃ ক্ষরিত হউক; তুমি দেবগণের উপাসনা কর, তোমার খ্যাতি দিগ্ব্যাপিনী হউক; তুমি আমার প্রিয় পরিজনের এবং গবাদি পশুর আনন্দদায়িনী হও!

যখন বিদায়ের কথা ভাবিয়া কন্যার পরিজনবর্গ কাঁদিয়া উঠেন তখন বর বলিয়া উঠেন :—

জীবাঁ রুদন্তি বিময়ন্তে অধ্বরে দীর্ঘাং অনুপ্রসিতিং দীধিয়ুর্নরঃ বামং পিতৃভ্যো য ইদঁ সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরিষ্বজে।

ময়ঃ পতিভ্যঃ পত্যুর্থম সুখরূপং জনয়ঃ। জন্যাঃ অস্যা বধ্বাঃ পরিষ্বজে পরিষ্বঙ্গায় পর্য্যাপ্তং এবংভূতং বিবাহকর্ম্ম প্রবর্ত্তিতবন্তঃ তে কন্যাবন্ধুমনুষ্যাঃ আবয়ো ভাবিনং ভাববন্ধনমালোচ্য মারুদন্ত।

এই আনন্দের উৎসবের সময় কেন তাহারা কাঁদিতেছেন? হে বধূ, তোমার ও আমার মধ্যে যে ভাববন্ধন আজীবন অব্যাহত থাকিবে—তাঁহারা তাহার কথাই ভাবুন;—যাহাতে এই বিবাহান্তে আমরা নিবিড় আলিঙ্গনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারি তজ্জন্যই তাঁহারা এই বিবাহ সম্পন্ন করিতেছেন।

কন্যার শিরে দর্ভতৃণ স্থাপন করিয়া তদুপরি যুগচ্ছিদ্র রাখিয়া সেই ছিদ্রের উপর একটি স্বর্ণমুদ্রা রাখা হইত, তৎপর যে মন্ত্রোচ্চারণ করা হইত তাহার শেষপাদ এই :—

শংথে হিরণ্যং শমু সন্ত্বাপঃ শংতে মেধী ভবতু, শংযুগস্য তৃদ্ম। শংত আপঃ শতপবিত্রা ভবন্তুথা পত্যাতন্বং সংস্পৃশস্ব।

এই সুবর্ণ তোমার কল্যাণের কারণভূত হউক—এই যে সুপবিত্র জলরাশি তোমার শিরোপরি বর্ষণ করিতেছি, তাহা তোমার মঙ্গল দায়ী হউক। এই যুগবন্ধন তোমাদিগকে শিবতরা করুক। তোমার দেহ আমার দেহের সহিত সঙ্গত হইয়া এক হইয়া যাউক। *

অগ্নির উপসমাধানাদি আজ্যভাগান্তে বর কন্যাকে এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া থাকেন।

সোমঃ প্রথমো বিবিদে, গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥
রয়িঞ্চ পুত্রাঁশ্চদাদগ্নির্মহ্য মথো ইমাম্॥

হে কন্যে, সোমদেব তোমাকে প্রথমে বিবাহ করেন, পরে গন্ধর্ব্ব-বিশ্বাবসু, তৎপর অগ্নিদেব তোমার পতি হন,—মনুষ্যবংশে উৎপন্ন আমি তোমার চতুর্থপতি হইতেছি।

সোমদেব তোমাকে গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুর হস্তে প্রদান করেন,—গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে এবং অগ্নিদেব ধন ও পুত্রাদি সহ এই তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করিতেছেন।

ইহার পরে কন্যার পাণিগ্রহণের এই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়:—

গৃভ্ণামি তে সুপ্রজাস্ত্বায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাহসঃ। হিরণ্যহস্ত ঐরম্মস্সত্বামন্ মনসং কৃণোতু।

তুমি উৎকৃষ্ট সন্ততি উৎপাদনসমর্থা, তজ্জন্য আমি তোমার পাণি-গ্রহণ করিতেছি; তুমি দীর্ঘকাল আমার সহচারিণী থাক; ভগাদি দেবতা গার্হপত্যের জন্য তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করিতেছেন। বায়ু দেবতা তোমার হৃদয় আমাতে যোজনা করুন।

* সম্ভোগকালে ইতি সায়নঃ।

ইহার পরে সপ্তপদী গমনে বর এই মন্ত্র বধূকে বলিয়া থাকেন—

সখা সপ্তপদাভব, সখায়ৌ সপ্তপদা বভুব, সখ্যন্তে গমেয়ম্, সখ্যাত্তে মায়োষং, সখ্যাম্মে মা যোষ্টাস্ সময়াব, সঙ্কল্পাবহৈ সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ। ইহ মূর্জমভিসংবসানৌ সন্তো মনাঁসি সংব্রতা। সুমচিত্তান্যাকরম্। সা ত্বমস্য মূহমমূহ-মস্মি সাত্বং দ্যৌ রহং পৃথিবী, ত্বংরেতো হহং রেতোভৃত্বং মনোহহমস্মি বাক্ত্বং, সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং,সামামনুব্রতা ভব পুংসে পুত্রায় বৈত্তবৈ শ্রিয়ৈ পুত্রায় বৈত্তবা এহি পুনৃতে।

আমরা উভয়ে অনুরাগের সহিত সপ্তপদ গমন করিয়াছি,—তুমি আমার সখা হও, চল আমরা সখা হই, আমি যেন সর্ব্বদা তোমার সহায় ও সাহচর্য্যলাভ করিতে পারি, আমি যেন তোমা হইতে বিযুক্ত না হই, তুমি যেন আমা হইতে বিযুক্ত না হও। আমরা যেন এক হইয়া যাই,—আমরা যেন প্রফুল্ল হৃদয়ে পরস্পর নিবিড় অনুরাগের সহিত উভয়ে উভয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি ;—আমাদের সৌভাগ্য, দেহ, প্রাণবল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, এখন আমরা উভয়ে মনের গতিতে, অনুষ্ঠানে এবং সঙ্কল্পাদিতে এক হইয়া গেলাম, তুমি ঋক্, আমি সাম, আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী, আমি বীর্য্য, তুমি বীর্য্যধাত্রী, আমি মন, তুমি বাক্য। তুমি নিষ্ঠার সহিত আমার অনুব্রতা হও, যেন আমরা সম্পদ্ ও পুত্রাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে পারি, আমরা যেন পুত্র-সম্পদে সম্পন্ন হইতে পারি। হে সুনৃতে তুমি আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হও।

কালেসিকৃত ঋগেদীয় বিবাহসংস্কারে উপরোক্ত মন্ত্রের শেষাংশ এই আকারে পরিবর্ত্তিত দেখা যায়—ওঁ অমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বং

অস্তমোহং ছৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেব বিহরাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ।

ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

তৎপর আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর এই মন্ত্রের দ্বারা বর কন্যাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া থাকেন :—

সংরাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সংরাজ্ঞী শ্বশ্রুবাংভব। ননান্দরি সংরাজ্ঞীভব, সংরাজ্ঞী অধিদেবৃষু। স্নুষানাঁ শ্বশুরাণাং প্রজায়াশ্চ ধনস্যচ। পতীনাস্তু দেবৃনাস্তু সজাতানাং বিরাড়্‌ভব।

হে বধু, তুমি শ্বশুরের বল্লভা হও, তোমার শ্বশ্রুর প্রিয়কারিণী হও। তোমার ননদ এবং আমার প্রিয় পরিজনের ও সকল সম্পদের সংরাজ্ঞী বা ঈশ্বরী হও।

অতঃপর কন্যার পিতৃগৃহ হইতে আনীত অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া কয়েকটি অনুষ্ঠান করিতে হয়, তন্মধ্যে একটি এই; যে স্ত্রীর কেবল পুত্র সন্তানই জন্মিয়াছে তাহার একটি পুত্র ও কতকগুলি ফল লইয়া এই নব পরিণীতা বধূর ক্রোড়ে স্থাপন করিলে, বর যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন তাহার কিয়দংশ এই—

প্রস্বসৃস্থঃ প্রেয়ং প্রজয়া ভুবনেশো চেষ্ট। ইহ প্রিয় প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। এনা পত্যা তম্বঁ সঁস্‌জস্বাথা জীব্রী বিদথমাবদাসি।

"হে ফলসমূহ, তোমরা প্রসবশীল হও, তোমরা বীজবান্ হও, তোমাদের মত আমার নবপরিণীতা বধূও পুত্রবতী হউন।

"এই গৃহে তোমার সন্ততিগণের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকুক। এই প্রজাসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে তোমার ধর্ম্ম

সম্পদও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। যথাযোগ্য অতিথিসৎকার কর। গার্হপত্য অগ্নিরকার্য তুমি সর্ব্বদা জাগরুক থাকিও, তোমার ধর্ম্মসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে কামসম্পত্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক্। তোমার দেহ আমার দেহের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাক্। দীর্ঘকাল এই আনন্দব্রত পালন করিয়া পরিণত বয়সে তুমি তোমার পুত্র পৌত্রগণকে পূজা ও যজ্ঞাদির উপদেশ দিও।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রার্থ হইতে নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয় যে যদি উপরোক্ত মন্ত্রগুলি কোনও অপরিণতবয়স্কা বালিকা বা বরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রার্থের সার্থকতা কিছুই থাকে না। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অর্থ, মর্য্যাদা এবং আদর্শ তদানুসঙ্গিক মন্ত্রগুলি সূচিত করে মাত্র। বাস্তবিক উপরোক্ত মন্ত্রের ভাষার মধ্যে পতির যেরূপ গভীর আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে এবং যে সকল ভাব ও কার্য্যের ইঙ্গিত নবপরিণীতা বধূর প্রতি আরোপ করিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে তদ্দ্বারা বর ও কন্যার পরিণত বয়স ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। যজুর্ব্বেদীয় বিবাহসংস্কারে চতুর্থী হোমের মধ্যে একটি মন্ত্রে বর ও বধূর পরস্পর মিলনের আকাঙ্ক্ষা এমন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে শুধু বর ও কন্যা উভয়েই পরিণতবয়স্কা বলিয়া প্রকাশ পায় এমন নহে, তদ্দ্বারা বিবাহের আদর্শও সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। কন্যার স্থালীপাক প্রাশনে বর বলিতেছেন ঃ—

ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

আমি আমার প্রাণের দ্বারা তোমার প্রাণ, অস্থির দ্বারা তোমার অস্থি, মাংসের দ্বারা তোমার মাংস, আমার ত্বকের দ্বারা তোমার ত্বক ধারণ করিতেছি। এই ক্ষুদ্র মন্ত্রের মধ্যে কত সুপবিত্র ঐকান্তিক

আগ্রহ, কত নির্ম্মল উদগ্র আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত করিয়া বর কন্যাকে এই কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন! এমন ভাব পৃথিবীর অন্যান্য জাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে পাওয়া যাইবে না। যুগলহৃদয়ের কত অপার্থিব আশা, আকাঙ্ক্ষা এক পথে, এক আদর্শে সমীকৃত হইবার পিপাসা ব্যক্ত করিয়া এই ঋক্ দাম্পত্য বন্ধনকে এই জড়-সৃষ্টির মুখ্যতম, নিবিড়তম, নিগূঢ়তম বন্ধনরূপে প্রতিভাত করিয়া দিয়াছে। *

এই ভাব যাঁহার মনে উদিত হয়, কিম্বা যিনি অনুভব করেন এবং যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই ভাব প্রয়োগ করা যায়, সকলেরই বয়োধর্ম্ম পরিপক্ক না হইলে এই ভাবের প্রসঙ্গ হওয়া অসম্ভব।

বঙ্গদেশে ভবদেব-সঙ্কলিত কর্ম্মকাণ্ড, পশুপত্যুক্ত যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ পদ্ধতি ও কালেসিকৃত ঋগ্বেদীয় দশাবিধ সংস্কার পদ্ধতির মতে সকলস্থানে আব্রাহ্মণ সকল হিন্দুর বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হয়; আমরা এই গ্রন্থ হইতে স্থূলতঃ কয়েকটি মন্ত্রের আলোচনা করিব। বিবাহের মন্ত্রগুলি ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় এক প্রকার, তবে স্থলে স্থলে তাহার সামান্য ইতরবিশেষ দেখা যায়। তজ্জন্যই বঙ্গদেশে প্রচলিত ভবদেব ভট্টের এই সংগ্রহ গ্রন্থেরও আলোচনা আবশ্যক।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদীয়দিগের বিবাহসংস্কারে কন্যাগ্রহণের

---

* ইংরেজী সাহিত্যে কবিবর শেলী এই ভাবটিকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন:—

One passion in twin hearts which grow and grew,
Till, like two meteors of expanding flame,
Those spheres instinct with it become the same,
Touch, mingle, are transfigured...

In one another's substance finding food
Like flames too pure, light and unimbued.

প্রাক্‌কালে বরকে কামস্তুতি নামে একটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তাহা এই :—

ওঁ ক ইদং কস্মাৎ আদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ, কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে।

এই মন্ত্রটি বরের কন্যা-গ্রহণের সময় বলিতে হয় (কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বরের উক্তি)। "ইনি কে? কে কাহাকে অর্পণ করিল। কামই কামকে অর্পণ করিল. কাম দাতা, কাম প্রতিগৃহীতা, কাম সৃষ্টির প্রাক্‌কালে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, (সেই হেতু সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কামবীজ নিহিত আছে), আমি কামের সাহায্যেই হে কন্যে. তোমাকে প্রতিগ্রহণ করিতেছি; হে কাম. এই কন্যা তোমারই।"

এই প্রসঙ্গে সামবেদীয় দৈবত ব্রাহ্মণে একটি ঋক্ দেখা যায় তাহা কন্যানয়ন-জপে বিনিয়োগ হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই ঋকই ভবদেবের গ্রন্থে শরীরপ্লাবনে বিনিযুক্ত :—

ওঁ কামদেব, তে নাম মদো নামাসি; সমানয়ামুং সুরা তে অভবৎ পরমত্র জন্মাগ্নে তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্বাহা।

এই ঋকের গুণবিষ্ণুকৃত টীকা এই :—

হে কামদেব, জানামি তে তব নাম। কিং পুনস্তৎ। মদোনামাসি। মদনামাত্বং ভবসি। মদ হেতুত্বাৎ মদঃ। যত ঈদৃশস্ত্বং অতঃ সমানয়ামুং সম্যগ্ আনয় প্রাপয় কন্যাপরিনেতারমিতি শেষঃ। কিঞ্চ সুরা তেঽভবৎ, তে ইতি চতুর্থ্যন্ত মেতৎ। ত্বদুৎপত্ত্যর্থং সুরাভূতা সুরয়া হি কামঃ উৎপদ্যতে। তথাচোক্তং বসুএব মদনস্ত সুরা ইতি। পরমত্র জন্মাগ্নে অত্র কন্যায়া মন্ত্যাং হে অগ্নে তব পরং জন্ম। কন্যাহি কামোৎপত্তেঃ স্থানং মুৎকৃষ্টং। অগ্নিপূর্ব্বকমেব। কিঞ্চ হে অগ্নে, তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্ত্রীসকাশাত্তপসঃ স্ত্রীপুরুষাত্মসাধনং ত্বং নির্ম্মিতঃ সৃষ্টঃ প্রজাপতিনেতি শেষঃ।

অর্থ এই "হে কামদেব তোমার নাম জানি, তুমি মদ নাম ধারণ করিতেছ : বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যের মাদকতা তোমারই ; তুমি এই কন্যাতে সম্যগ্ স্রোতমান ; তুমি এই কন্যাকে আমার নিকট আনয়ন কর ; তোমার জন্যই সুরার সৃষ্টি হইয়াছে। হে কামাগ্নে, তোমার জন্মই শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি তোমাকে স্ত্রীপুরুষাত্মসাধনরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাকে এই আজ্যাখ্য হবিঃ প্রদান করিতেছি।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রগুলি যিনি উচ্চারণ করেন এবং যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হয় তাহারা উভয়েই যে প্রাপ্তবয়াঃ তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কন্যার রূপযৌবনাদির আকর্ষণ সুব্যক্ত না হইলে এই কামস্তুতির সার্থকতা থাকে না। বিশেষতঃ কন্যার রূপযৌবনাদির ঐশ্বর্য্যের পশ্চাতে ঋষিরা কাম-দেবতার নির্ম্মল প্রকাশ দেখিয়াই যে কেবল কামদেবের স্তুতি করিয়াছেন এমন নহে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেসকল সৌন্দর্য্য কামাগ্নিতেই ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই উপলব্ধি ক'রয়া তাঁহারা, "তপসো নির্ম্মিতোহসি", এই বাক্যের দ্বারা কামকে ভোগসুখের ভঙ্গুর প্রবাহ হইতে বহু উর্দ্ধে তুলিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহাদের চক্ষে ভোগ-সুখের সকল উপকরণাদি দেবতার স্পর্শেই দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিত— তাঁহারা ভোগের মধ্য দিয়া যোগের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, এই ভোগ ভূমিকে তাঁহারা স্ব স্ব সাধনের বলে তপস্যার বেদীতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

আমার বক্তব্য পরবর্ত্তী মন্ত্রে আরও স্পষ্টতর হইবে। এই মন্ত্রের দেবতা "উপস্থরূপ কাম।" মন্ত্রটি "জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ উপস্থ প্লাবনে বিনিয়োগঃ।" বিবাহের প্রাক্কালে কন্যার ক্রোড়দেশে ভূমি পরিমাণ জল দিতে দিতে বর এই ঋক উচ্চারণ করেন,—এত জল

দিতে হইবে যাহাতে কন্যার উপস্থদেশ প্লাবিত হয়। (এই ঋক্‌টি আবার গর্ভাধান সংস্কারেও কোন কোনও স্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।) ঋক্‌টি এই ঃ—

ওঁ ইমমস্তু উপস্থং মধুনা সংসৃজামি।
প্রজাপতে মুখর্মেতদ্দ্বিতীয়ম্॥
তেন পুংসোঽভিভবসি, সর্ব্বানবশান্,
বশিন্যসি রাজ্ঞী স্বাহা।

"হে কন্যে, আমি অদ্য তোমার আনন্দেন্দ্রিয় মধু দ্বারা সংসৃষ্ট করিতেছি। ইহা পিতামহ ব্রহ্মার দ্বিতীয় মুখ। তুমি এই ইন্দ্রিয় দ্বারা অবশীভূত মানবকেও বশীভূত করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বকামের স্বামিনী, রাজ্ঞী এবং কান্তিমতী। তজ্জন্য তুমি সকল প্রাণীকেই অভিভূত করিতে সমর্থা। এই উক্তি সম্যগ্ প্রতিপন্ন হউক।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটি মন্ত্র দেখা যায় তাহারও "উপস্থরূপ কামো দেবতা", একই জাতিকর্ম্মে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। মন্ত্রটি এই—

ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাদমকৃণ্বন্ গুহাণাঃ স্ত্রীণা মুপস্থ মৃষয়ঃ পুরাণাস্তেনাজ্য মকৃণ্বং ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রং ত্বয়ি তদ্দধাতু স্বাহা।

গুণবিষ্ণুকৃত ব্যাখ্যা এই—

অগ্নিং ক্রব্যাদং ক্রব্যভক্ষ্যং মাংসান্ অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। কে? ঋষয়ঃ বশিষ্ঠাদ্যাঃ। কীদৃশাঃ? গুহানাঃ পুরাণাঃ আপ্তাঃ। কাসাং? স্ত্রীনাং। কিং? উপস্থং শুক্রং; তেন উপস্থেন্দ্রিয়েন আজ্যং শুক্রং অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। ত্রিশৃঙ্গস্যেদং ত্রৈশৃঙ্গং। ত্বষ্টুরিদং ত্বাষ্ট্রং। হে কন্যে, ত্বয়িতৎরেতো দধাতু স্থাপয়তু। ত্রিশৃঙ্গো বৃষভঃ মন্ত্রবলাৎ ত্বষ্টাচ রেতঃ সিক্তং করোতু। অত্রাজ্যং পুরাণাস্তেনাজ্য মকৃণ্বং ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রং ত্বয়ি তদ্দধাতু।

উপরোক্ত মন্ত্রের অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। টীকাই যথেষ্ট। এই মন্ত্রদ্বয় যে কন্যার প্রতি প্রযুক্ত হয় সেই কন্যা যে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণা যুবতী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা নিরর্থক।

বিবাহ
ও
তাহার আদর্শ

চতুর্থ অধ্যায়।

।ববাহের দুইটি মন্ত্র।

বিবাহের দুটি মন্ত্র রহিয়াছে, যাহা একটু প্রণিধানের সহিত দেখিলে বিবাহের সমুদায় মন্ত্রার্থ স্পষ্টতর হইবে এবং বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়সেরও ধারণা স্পষ্টতর হইবে।

এই মন্ত্রদ্বয় সামবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতে কন্যানয়নরূপে বিনিযুক্ত হইয়াছে। তাহা এই :—

ওঁ সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে।

রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্॥

অর্থ এই :—সোম এই কন্যাকে গন্ধর্ব্বের হস্তে সমর্পণ করিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন এবং অগ্নি ধনপুত্রসমেত এই কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

যজুর্ব্বেদীয় বিবাহে বর ও কন্যার অন্যোন্য মুখাবলোকনে এই মন্ত্রদ্বয় প্রযুক্ত হয়।

ওঁ সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।

তৃতীয়োঽগ্নিস্তে পতি স্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ। ১।

সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে।

রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্য মথো ইমাং॥ ২।

ওঁ সা ন পূষা শিবতমা মৈরয়ৎ সা ন উরূ উশতীরিহ যস্যা মুশন্তঃ প্রহরাম শেফম্, যস্যার্থকামা বহবো নিবিষ্টৈ। ৩।

উপরোক্ত তৃতীয় শ্লোকটি আপস্তম্বগৃহ্যে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে এবং সামান্য ভিন্নাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। পশুপত্যুক্ত বিবাহপদ্ধতিতেও পূর্ব্বোক্ত প্রথম দুই শ্লোক অন্যোন্য মুখাবলোকনে বর পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার অনুবাদ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা সায়নাচার্য্যের মতে এইরূপ :—

অনুপজাত পুরুষসম্ভোগেচ্ছাবস্থাং স্ত্রিয়ং সোমোপলেভে। স চ সোম ঈষদুপজাত ভোগেচ্ছাবস্থাং তাং বিশ্বাবসবে গন্ধর্ব্বায় প্রাদাৎ। স চ গন্ধর্ব্বো বিবাহসময়েঽগ্নয়ে প্রদদৌ। অগ্নিশ্চ মনুজায় ভর্ত্রে ধনপুত্রৈঃ সহিতামিমাং প্রাযচ্ছদিতি।

যে কন্যার পুরুষ সম্ভোগেচ্ছা জন্মে নাই তাহাকে সোম পতিরূপে ভোগ করিয়া থাকেন। ঈষৎ পুরুষভোগেচ্ছা জন্মিলে, বিশ্বাবসুগন্ধর্ব্বকে সে কন্যা প্রদত্ত হয়; পুরুষভোগেচ্ছা সম্পূর্ণ বলবতী হইলে গন্ধর্ব্ব তাহাকে অগ্নিকে দান করেন। অগ্নি তৎপর ধনপুত্রসহিতা এই কন্যাকে আমাকে প্রদান করিলেন।

অতএব উপরোক্ত মন্ত্র হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে, যে বর কন্যার চতুর্থ পতিরূপেই পরিগণিত হইতেছেন। প্রথম পতি সোম, কন্যার দ্বিতীয় পতি গন্ধর্ব্ববিভাবসু, তৃতীয় পতি অগ্নি এবং মানব চতুর্থ পতি। বর অগ্নি হইতে চতুর্থ পতিরূপে কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির ভোগকাল নির্দ্দেশ করিতে পারিলে, কন্যার বয়স নির্দ্ধারণ করা সহজ হইয়া পড়ে; অত্রি সংহিতায় এই প্রসঙ্গে দেখা যায় (১৯০) :—

পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তা সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ
ভুঞ্জতে মানবাঃ পশ্চান্নতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ॥

স্ত্রীগণ যথাক্রমে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নিদ্বারা উপভুক্তা হইয়া থাকে; মানবেরা পশ্চাৎ তাহাদিগকে ভোগ করিয়া থাকে। তাহাতে তাহারা দূষিত হইতে পারে না।

এখন দেখা প্রয়োজন, সোমগন্ধর্ব্বাদির ভোগকাল কখন হইতে আরম্ভ হয়। গোভিলাচার্য্যের পুত্র গোভিল গৃহ্যের এক পরিশিষ্ট রচনা করিয়া গিয়াছেন; গোভিলের মন্ত্রার্থগ্রহণে এই গ্রন্থ অনেক সহায়তা করিয়া থাকে; গোভিলোদ্ধৃত "সোমোদদদিতি' প্রাগুক্ত মন্ত্রার্থ প্রকাশ করিতে গিয়া গোভিলপুত্র বলিতেছেন:—

নগ্নিকাং তু বদেৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
ঋতুমতী ত্বনগ্নিকা তাং প্রযচ্ছেত্বনগ্নিকাম্॥ ১৭।
অপ্রাপ্তারজসো গৌরী প্রাপ্তেরজসি রোহিণী।
অব্যঞ্জিতা ভবেৎ কন্যা কুচহীনাতু নগ্নিকা॥ ১৮।
ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নে সোমো ভুঞ্জীত কন্যকাম্।
পয়োধরৈস্তু গন্ধর্ব্বা রজস্যগ্নি প্রকীর্ত্তিতঃ। ১৯।
তস্মাদব্যঞ্জনোপেতামরজা মপয়োধরাম্।
অভুক্তাঞ্চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকাম্প্রশস্যতে। ২০।

(দ্বিতীয় প্রপাঠক। সামশ্রমীকৃত সংস্করণ)

কন্যা যে পর্য্যন্ত ঋতুমতী না হয়, তাহাকে নগ্নিকা বলে। কুচহানাকেও নগ্নিকা বলা যায়। ঋতুমতী কন্যাকে অনগ্নিকা বলে। অনগ্নিকা কন্যাদানবিধি। অপ্রাপ্তরজস্কা কন্যাকে গৌরী, প্রাপ্তরজস্কাকে রোহিণী, এবং অব্যঞ্জিতাকে কন্যা বলে।"

নারীর যুবত্বব্যঞ্জক রোমাদি উদ্গত হইলে সোমদেবতা কন্যাকে ভোগ করেন; পয়োধরাদির উদগম হইলে গন্ধর্ব্ব বিভাবসু দ্বিতীয় পতি হন; এবং রজ দৃষ্ট হইলে অগ্নি তৃতীয় পতিরূপে কন্যাকে উপভোগ

করেন। অতএব অব্যঞ্জনোপেতা, অর্থাৎ কন্যার যুবত্ব ব্যঞ্জক রোমাদি উদ্‌গত হইবার পূর্ব্বে, অরজস্কা, অর্থাৎ ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে. অপয়োধরা কন্যা, যাহাকে সোম, গন্ধর্ব্ব, অগ্নি উপভোগ করে নাই, এমন কন্যারবিবাহ কখনও প্রশস্ত নহে। অত্রি স্মৃতিতেও (৫.৯) দেখা যায়ঃ—

ব্যঞ্জনেষু চ জাতেষু সোমোভুঙ্‌ক্তে হ্‌থ কন্যকাম্।
পয়োধরেষু গন্ধর্ব্বো রজস্যগ্নি প্রতিষ্ঠিতঃ॥

সম্বর্ত্ত সংহিতায়ও অনুরূপ মন্ত্রার্থদ্যোতক একটি বচন পাওয়া যায়ঃ—

রোমদর্শনসম্প্রাপ্তে সোমো ভুঙ্‌ক্তে হ্‌থ কন্যকাং।
কুচৌ দৃষ্ট্বাতু গন্ধর্ব্বো রজো দৃষ্ট্বাতু পাবকঃ॥

কন্যার যুবত্বব্যঞ্জক রোমাদি দেখা গেলে সোমদেবতা কন্যাকে ভোগ করেন। কুচদ্বয়ের বিকাশে গন্ধর্ব্ব এবং রজোদর্শন হইলে কন্যাকে অগ্নিদেব ভোগ করিয়া থাকে।

অগ্নি হইতেই কন্যাকে গ্রহণ করেন বলিয়া বর যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে "সোমো হ্‌দদৎ" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। অগ্নির ভোগকালের পূর্ব্বে কন্যাতে অগ্নির স্বামিত্ব জন্মিতে পারে না এবং তখন কন্যাকে বরের হস্তে সমর্পণ করিবার অধিকার অগ্নির থাকে না। রজোদর্শনের পরেই কন্যাতে অগ্নির অধিকার হয় এবং তাহার পরেই কন্যার চতুর্থ পতিরূপে বর অগ্নি হইতে কন্যাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। রজস্কা হওয়ার পূর্ব্বে কন্যা গ্রহণ করিতে গিয়া বিবাহার্থী বর যে এই মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ ও অভিপ্রায় ব্যর্থ করেন, শুধু এমন নহে, বিবাহ অনুষ্ঠানকেও সর্ব্বাংশে অসম্পূর্ণ করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই প্রাচীন গৃহ্য-পরিশিষ্টের গৌরী, রোহিণী, ও কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে যম, সম্বর্ত্ত ও পরাশরে গৌরী রোহিণীর সংজ্ঞা তুলনা করিয়া দেখিলে শেষোক্ত সংহিতার সংজ্ঞাগুলির অসারতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

উপরোক্ত "সোমোঽদদৎ" ইত্যাদি ঋক্‌দ্বয় ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে দেখা যায়। এবং এই মন্ত্রার্থের প্রতি শ্রদ্ধা অকুণ্ঠিত ভাবে সকল স্মৃতির মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। মনুর পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যায় ;—

দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।

পতি দেবদত্তা ভার্য্যা লাভ করেন। নিজের ইচ্ছানুসারে তিনি ভার্য্যা লাভ করিতে পারেন না। এই মন্ত্রের ভাষ্যে মেধাতিথি বলেন ঃ—

সোমোদদদিত্যাদি মন্ত্রবাদেভ্যোঃ দেবতানাং দাতৃত্বং প্রতীয়তে।

পতি নিজের ইচ্ছাতেই স্ত্রী লাভ করিতে পারে না। সোম গন্ধর্ব্বকে দান করেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দান করিবেন এবং অগ্নি দিলে তিনি কন্যাকে ভার্য্যারূপে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব সোমাদি দ্বারা প্রদত্ত না হইলে কন্যার উৎকৃষ্ট ভার্য্যাত্ব মনুরও সম্মত নহে।

ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে দৃষ্ট রজস্কার বিবাহই আর্য্য-সমাজে প্রচলিত ছিল। এই বিবাহই শ্রুতি স্মৃতির অনুমোদিত। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশের উদ্ধৃত কয়েকজন সংহিতাকার ব্যতীত বেদে এবং প্রায় সকল স্মৃতি ও সংহিতা গ্রন্থে তাহা কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই। বিবাহ মন্ত্রাদিতে ও প্রায় সমুদয় সূত্রগ্রন্থের কন্যাসম্ভোগ-কাল বিধিতে দৃষ্ট রজস্কার বিবাহ নিষিদ্ধ করা দূরের কথা, বরং প্রশস্ত বলিয়া সর্ব্বত্র সমর্থিত হইয়াছে।

বিবাহ-মন্ত্রের মধ্যে "উতা হিরণ্য পেশতা" ইত্যাদি ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা

পূর্ব্বোক্ত "রোমদর্শন সম্প্রাপ্তে," ইত্যাদি শ্লোকার্থ পরিস্ফুট হইবে। সায়ন বলেন,—

রোমোৎপত্তেঃ প্রাক্ অনুপভোগ্যা হি স্ত্রিয়ঃ।

অর্থাৎ রোমোৎপত্তির পূর্ব্বে স্ত্রী অনুপভোগ্যা। গোভিলাচার্য্যও বলেন, যে "অজাতলোম্না নোপহাসমিচ্ছেৎ" অজাতলোমা কন্যার সহিত উপহাস ইচ্ছা করিবে না। এই সকল বিধানের পরে অনুপজাত-লোমার সহিত বিবাহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা সকলেরই বিবেচনা করা উচিত। বাস্তবিক, অপ্রাপ্তবয়াঃ কন্যার সহিত বিবাহে হীনবীর্য্য সন্তানাদির দ্বারা সমাজের যে অকল্যাণ হইতে পারে, তাহা সম্যাগ্ উপলব্ধি করিয়াই ঋষিরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও এই ভাব কতক স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক।

সুশ্রুত সূত্রস্থানের ৩৫ অধ্যায়ের ৯ম সূত্রে বলিতেছেন—

পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌতু জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

পুরুষ পঞ্চবিংশবর্ষে এবং নারী ষোড়শবর্ষে বীর্য্যের পূর্ণতা লাভ করে।

সুশ্রুত শারীর স্থানের দশম অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে পুনরায় বলিতে-ছেন (১০। ৪২-৪৬):—

ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিঃ।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেদ্ জীবেদ্বা বিকলেন্দ্রিয়ঃ।

পঞ্চবিংশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুরুষের দ্বারা "ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যা যদি গর্ভ ধারণ করে, তবে সেই ভ্রূণ গর্ভাবস্থাতেই বিপন্ন

হয়, যদি সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবিত থাকে তবে বেশী দিন বাঁচিতে পারে না, বাঁচিলেও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে।

এই সকল কথা হইতে শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় কত স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে! সুশ্রুত এবং আমাদের শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়ের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদের মতের আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যায়। আমরা কেবল দুই জনের মত উদ্ধৃত করিতেছি :— *

"রোমোদ্গম, স্তনের বিকাশ, রজোদর্শনাদিই যুবত্বের চিহ্ন। নাতিশীতোষ্ণ স্থানে প্রথম রজোদর্শনের সময় ১৪,১৫ কি ১৬ বৎসর। কখন কখনও ১০ম হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার প্রথম ঋতু লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। নীতিশীতোষ্ণ দেশ হইতে প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১২।১৩ বৎসরেই কন্যার রজোধর্ম্ম প্রকাশ পাইতে থাকে।" অপর একজন ডাক্তার স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন— †

"ইউরোপে সাধারণতঃ ১৪ বৎসরের সময় কন্যার রজোধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশের জলবায়ুর দ্বারা এই কালনির্ণয়

* A. L. Galabin M. A. M. E. E. R. C. P. তাঁহার "Diseases of Women" নামক গ্রন্থে বলেন—

The evidences of maturity are the hair on the pubes, the developments of the breasts, the pelves, and the first appearances of menstruation as well as the mental changes which occur at the same time. The most frequent age of puberty in temperate climates is the 14th 15th and somewhat less commonly the 16th year. But the variations between the 10th and 21st year, is not very rare. In hot countries menstruation commences on an average 2 years earlier. (i.e. on the 12th or I3th year).

† The average age of the commencement of the menstruation is 14, and its cessation from 45 to 50 in Europe. But the evidence that it depends on climate is not satisfactory. In such countries the

করিবার যথাযুক্ত প্রমাণ দেখা যায় না। বার্চ নামক একজন গ্রন্থকার অনেক প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ভারতে ইউরোপ হইতে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কন্যার রজোধর্ম্ম প্রকাশ পায়। যে সকল দেশের লোক বিলাসী এবং নানাবিধ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার মধ্যে বাস করে, সেই সকল স্থলে প্রথম রজোদর্শন অপেক্ষাকৃত কিছু পূর্ব্বেই হইয়া থাকে। যাহারা পরিশ্রমী এবং আহার বিহারাদির সংযম অভ্যাস করিয়া থাকে তাহাদের রজোদর্শনে কিছু বিলম্ব হয়।"

---

facts have not been investigated so extensively as those relating to European women. Birch has collected some evidence which shows that in India menstruation begins on the average about 2 years earlier than in Europe. The advent is hastened by luxury and libidinous excitement, retarded by hard living and freedom from sexual ideas. If it comes on earlier in hot countries it is because premature sexual stimulation is commoner in the south than in the North. C. E. Hermann.

বিবাহ
ও
তাহার আদর্শ।

পঞ্চম অধ্যায়।

চতুর্থী হোমাদি।

বিবাহ সংস্কারের অব্যবহিত পরেই আর একটি অনুষ্ঠান আছে যদ্দ্বারা বিবাহযোগ্য কন্যার বয়স নির্দ্ধারণ করা সহজ। এই সংস্কারের বিধান করিতে সকল গৃহ্যকারদিগের একমত দেখা যায়। আমরা একে একে সকল গৃহ্যসূত্রের আলোচনা করিব।

বর ও বধূ বিবাহের পরে কতদিন ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পরস্পর উপগত হইবেন, তাহার একটা বিধান দেখা যায়। অরজস্কা, অপ্রাপ্ত-যৌবনা কন্যার বিবাহে এই অনুষ্ঠানের কোনও অর্থ থাকে না এমন নহে, গৃহ্যসূত্রগুলির বিধানটাও অসঙ্গত প্রলাপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

সাংখ্যায়ন গৃহ্যের প্রথম অধ্যায়ের ১৭শ কাণ্ডের ৫ম সূত্রের বিধান এই—

বিবাহদিন হইতে ত্রিরাত্র বর পত্নীতে উপগত হইবে না।

আশ্বলায়ন গৃহ্যের ১ম অধ্যায়ের ৮ম কণ্ডিকায় ১০ম ও ১১শ সূত্র এই—

অক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ অলঙ্কুর্ব্বাণৌ অধঃশায়িণৌ স্যাতাম্। ১০

অতউর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রম্। ১১।

সম্বৎসরং বৈক ঋষি র্জায়ত ইতি। ১২।

বিবাহদিনের পর হইতে দম্পতী অক্ষারলবণাশী ব্রহ্মচারী হইয়া অলঙ্কার পরিধান করতঃ মৃত্তিকার উপরি ত্রিরাত্রি বা দ্বাদশ রাত্র অবস্থান করিবে। কিম্বা যদি কেহ ঋষিকল্প পুত্র উৎপাদন করিতে চাহেন, তবে বিবাহান্তে একবৎসর পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্রহ্মচর্য্য করিবে।

জৈমিনী বলেন ঃ—ত্রিরত্রমক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ অধঃ সংবেশনৌ অসংবর্ত্তমানৌ সহ শয়াতাম্। ২০।৬

উর্দ্ধং ত্রিরাত্রাৎ সম্ভবঃ। ২০।৭

দম্পতী ত্রিরাত্রি অক্ষারলবণাশী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া অন্তোন্ত সম্ভোগ হইতে বিরত থাকিবে।

তিন রাত্রির পরে পুণ্যদিনে পতি পত্নীতে উপগত হইবেন।

গোভিলাচার্য্য বলেন ঃ—(২য় প্রপাঠক, ৩য় কণ্ডিকা, ৫ম সূত্র) তাবুভৌ তৎপ্রভৃতি ত্রিরাত্র মক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ ভূমৌসহ শয়াতাম্। ২।৩।১৫

উর্দ্ধং ত্রিরাত্রাৎ সম্ভব ইত্যেকে। ২।৫।৭

বিবাহ দিন হইতে ত্রিরাত্রি দম্পতী সম্ভোগে বিরত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ অক্ষারলবণাশী হইয়া অধঃশায়ী হইয়া থাকিবেন।

খাদ্দির বলেন ঃ—(১ম পটল, ৪র্থ খণ্ড, ৯ম সূত্র) বিবাহদিন হইতে ত্রিরাত্রি দম্পতী ক্ষারলবণাদি ও দুগ্ধ পানাদি বর্জন করিয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন এবং সম্ভোগ বর্জন করিবেন।

বোধায়ন বলেন (১ম প্রশ্ন, ৭ম অধ্যায়, ৬০ সূত্র) ঃ—

দম্পতী ক্ষারলবণ বর্জ্জন করিয়া অলঙ্কৃত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। বেদের এক শাখা অধ্যয়ন সমর্থ (শ্রোত্রিয়) পুত্রকামী

হইলে তিন রাত্রি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পত্নীতে উপগত হইবে। বেদের অঙ্গসমূহ অধ্যয়নক্ষম (অনূচান) পুত্রোৎপাদন করিতে চাহিলে, দ্বাদশ রাত্রি ব্রহ্মচর্য্যের পর পত্নীতে সঙ্গত হইবে। বেদব্রাহ্মণাদি অধ্যয়নসমর্থ (ঋষিকল্প) পুত্রকামী হইলে একমাস, সূত্রগ্রন্থ প্রবচনাদি অধ্যয়নক্ষম পুত্র (ভ্রূণ) চাহিলে চারিমাস, চতুর্ব্বেদের অধীতি (ঋষি) পুত্রেপ্সু সম্বৎসর এবং দেবধর্ম্মী পুত্রকামী বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পত্নী সম্ভোগ করিবে।

আপস্তম্ব বলেন:—(৩য় পটল, ৩৮ম খণ্ড, ৮ম সূত্র)

ত্রিরাত্রমুভয়োরধঃশয্যা ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষারলবণ বর্জ্জনঞ্চ।

তিন রাত্রি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ভূমিতে শয়ন করিয়া ক্ষারলবণ বর্জ্জন করতঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে।

হিরণ্যকেশী বলেন (প্রশ্ন) ১। পটল ৭। সূত্র ১০)

ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিণৌ অধঃশায়িনৌ অলংকুর্ব্বাণৌ ব্রহ্মচারিণৌ বসতঃ।

অর্থ পূর্ব্ববৎ। ইনিও ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করেন।

কাত্যায়নঃ।—অক্ষারলবণাশিনৌস্যাতামধঃশয়ীয়াতাম্ সম্বৎসরং ন মিথুমুপেয়াতাম্ দ্বাদশরাত্রং ষড়রাত্রং ত্রিরাত্রং বা।

উভয়ে অক্ষারলবণাশী হইয়া অধঃশায়ী হইবে এবং সংবৎসর সঙ্গত হইবে না। বিকল্পপক্ষে দ্বাদশরাত্র, ষড়্রাত্র, ব্রহ্মচর্য্য বিহিত।

পশুপত্যুক্ত বিবাহসংস্কারেও দেখা যায় "ততো বিবাহদিনাৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্র মক্ষারলবণাশিনৌ স্যাতাং সম্বৎসরং ন মৈথুনমুপেয়াতাম্ অশক্তৌ দ্বাদশরাত্রং ত্রিরাত্রম্ বা।

তারপর বিবাহদিন হইতে ত্রিরাত্র অক্ষারলবণাশী হইয়া দম্পতী অবস্থান করিবেন। সম্বৎসর পত্নীতে উপগত হইবেন না। অশক্ত পক্ষে দ্বাদশ বা ত্রিরাত্রি স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জনীয়।

ভবদেবকৃত সামবেদীয় বিবাহ পদ্ধতিতে বিবাহের অব্যবহিত পরে ভোজনধৃতি হোম ; তৎপরেই বিহিত হইতেছে :—

ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্র মক্ষারলবণাশিনৌ দম্পতী ব্রহ্মচারিণৌ ভূমিশয্যায়াং শয়ীয়াতাম্।

পারস্করগৃহ্য বলেন (৮ম কণ্ডিকা, ২১ সূত্র)

ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ স্যাতা মধঃ শয়য়াতাম্।

সম্বৎসরং ন মিথুন মুপেয়াতাম্। দ্বাদশরাত্রং ষড়রাত্রং ত্রিরাত্রমন্ততঃ।

ত্রিরাত্র অক্ষারলবণাশী অধঃশায়ী হইয়া উভয়ে সম্বৎসর মিথুনীভূত হইবে না.. অক্ষমপক্ষে দ্বাদশ, ষড়রাত্র কিম্বা অন্ততঃ ত্রিরাত্রি সংযম বিহিত।

উক্ত বিধানের অর্থ কি ? বিবাহের পরে সর্ব্বত্রই ত্রিরাত্র সংযম বিহিত হইয়াছে। তাহা জনসাধারণের পক্ষে, যাঁহারা উৎকৃষ্ট সত্ত্ব-গুণশালী, ওজস্বী সন্তানকামা, তাঁহারা ষড়রাত্র, দ্বাদশরাত্র এবং অতি ঊর্দ্ধসংখ্যায় এক বৎসর সংযম ক'রিয়া অনুরূপ সংযতা পত্নীতে উপগত হইবেন। ভোগ্যবিষয় সম্মুখে রাখিয়া চিত্তসংযম অভ্যাস যেমন এই অনুষ্ঠানের একতম উদ্দেশ্য, তেমনি দৃঢ়রজোবীর্য্যশালী স্ত্রীপুরুষের দ্বারা শ্রেষ্ঠ সন্ততির দ্বারা লোকসমাজের এবং পিতৃলোকের কল্যাণ সাধনও অন্যতম উদ্দেশ্য। সংযমের চরম কাল সংবৎসর, সাধারণের পক্ষে ত্রিরাত্র এবং ষড়রাত্র। বোধায়ন বলেন, ঋষির মতন চতুর্ব্বেদ গ্রহণ ক্ষম পুত্রার্থী হইলে সম্বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের পর পতিপত্নী পরস্পর মিলিত হইবে। তবে ত্রিরাত্র ষড়রাত্রের পর দম্পতীর সংসর্গের সাধারণ বিধি দেখিয়া কি মনে হয় না যে তখনকার দিনে দৃঢ়রজস্কারই বিবাহ হইত। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীনাথ চূড়ামণির বিবাহতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে ব্রহ্মপুরাণ হইতে

চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। তাহাতে এই বিষয় আরও স্পষ্টতর হইবে।

কৃতে বিবাহে বর্ষৈস্তু বস্তব্যং ব্রহ্মচারিণা।
যদ্যষ্টবর্ষা কন্যাস্যাৎ তথা ত্রিগুণতঃ পুমান্॥
অথ তদ্দ্বাদশাহানি ত্রিংশদ্বর্ষেণ সর্ব্বদা।
যদি দ্বাদশবর্ষা স্যাৎকন্যারূপগুণান্বিতা॥
দ্বাত্রিংশৎবর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শবার্ষিকী।
লব্ধা, তদা হি স্থাতব্যং ষড়্রাত্রং সংযতেন তু।
বিংশত্যব্দা যদা কন্যা বস্তব্যং তত্র বৈ ত্র্যহম্॥
অত ঊর্দ্ধমহোরাত্রং বস্তব্যং সংযতেন তু॥

বিবাহিতা কন্যার যদি অষ্টবর্ষ এবং পতির ২৪ বৎসর বয়স হয় তবে বরকে কয়েক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। ত্রিংশৎ বর্ষীয় বর যদি দ্বাদশাব্দা কন্যাকে বিবাহ করে, তবে দ্বাদশদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। ৩২ বৎসরের পুরুষ ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলে উভয়ের ষড়রাত্র ব্রহ্মচর্য্য বিধেয়; কন্যার বিশ বৎসরে বিবাহ হইলে ত্রিরাত্র সংযমের বিধান এবং বিশ বৎসরের অধিকবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিলে এক অহোরাত্র সংযত হইয়া স্ত্রীতে উপগত হইবে।

সাংখ্যায়ন, আশ্বলায়ন, গোভিল, জৈমিনী, খাদির, বোধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী, কাত্যায়ন পারস্কর, ভবদেবভট্ট, প্রজাপতি প্রভৃতির বিধান মতে ত্রিরাত্রি, ষড়্রাত্রের পরে স্ত্রীসংসর্গ জনসাধারণের জন্যই বিহিত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি ইহার সঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের বচনগুলি মিলাইয়া লওয়া হয়, তবেই দেখা যাইবে ত্রিরাত্রের সংযম বিংশত্যব্দা কন্যার পক্ষে এবং ষড়্রাত্রের সংযম ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার পক্ষে বিহিত। এবং এই ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার বিবাহই মনু, বশিষ্ঠ

প্রভৃতি স্মৃতিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি এবং তাহার সঙ্গে এই বিধানগুলিরও বেশ সামঞ্জস্য হয়। অন্যথা প্রাগুক্ত ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থার কোনও হেতু থাকে না।

বাৎস্যায়ন কামসূত্র নামক একটি প্রাচীন গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি এই ত্রিরাত্রি সংযমের প্রসঙ্গে বলেন—

তস্মিন্নেতাং নিশি বিজনে মৃদুভিরূপচারৈরুপক্রমেত। ত্রিরাত্রমবচনং হি স্তম্ভ ইব নায়কং পশ্যন্তী কন্যা নির্ব্বিদ্যেত পরিভবেচ্চ তৃতীয়ামিব প্রকৃতিম্। ইতি বাভ্রবীয়াঃ।

উপক্রমেত বিশ্রম্ভয়েচ্চ নতু ব্রহ্মচর্য্য মতিবর্ত্তেত ইতি বাৎস্যায়নঃ। ৩ অধি। ২অ

ইহার ভাবার্থ এই, এই ত্রিরাত্রের সংযমের বিধান কেবল কন্যার স্বাভাবিক লজ্জা ভাঙ্গিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। স্বামী ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম না করিয়া কন্যার সহিত এই তিন দিনের মধ্যে উত্তরোত্তর ঘনিষ্টতা স্থাপন করিবেন; অন্যথা যদি তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া একটি কাষ্ঠ-খণ্ডের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকেন, তবে কন্যা তাঁহাকে নির্ব্বীর্য্য মনে করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতে পারে।

উপরোক্ত অংশও আমাদের পক্ষ সমর্থন করে। ইহাতে সদ্যো-বিবাহিতা কন্যার মনে যে পুরুষ ভোগেচ্ছা সঞ্জাত হইয়াছে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

প্রতিপক্ষ হয়ত বলিবেন যে রজস্বলা হওয়ার পূর্ব্বেও উপরোক্ত সংস্কার করিতে শাস্ত্রীয় কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। তদুত্তরে নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বিধানের দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গোভিলাচার্য্য বলেন:— নাজাতলোম্ন্যা সহোপহাসমিচ্ছেৎ।

অজাত রোমা কন্যার সঙ্গে উপহাসাদিও ইচ্ছা করিবে না।

গোভিল স্মৃতির এই বচন ও সচরাচর উদ্ধৃত হইয়া থাকে :—

অজাতব্যঞ্জনালোম্নী ন তয়া সহ সংবিশেৎ।

অজাতলোম্নী কন্যার সঙ্গে সংবেশনও করিবে না।

সায়নাচার্য্য দশস্বমেতি ঋকের ভাষ্যে বলেন :—

রোমৎপত্তেঃ প্রাক্ অনুপভোগ্যা হি স্ত্রিয়ঃ।

রোমৎপত্তির পূর্ব্বে স্ত্রীগণ অনুপভোগ্যা।

আশ্বলায়ন বলেন :—

প্রাগ্রজোদর্শনাৎ পত্নীং নেয়াৎ।

রজোদর্শনের পূর্ব্বে পত্নীতে উপগত হইবে না।

মনু বলেন :—ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ "ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ করিবে।" গৌতম বলেন :—

ঋতাবুপেয়াদনৃতৌচ পরিবর্জ্যম্ ;

ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ ব্যবস্থেয় ; অনৃতুকালে তাহা পরিবর্জনীয়।

এই সকল বচনাদির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে পত্নীসঙ্গ অবিহিত। শাস্ত্রে যখন বিবাহান্তে ত্রিরাত্রি অথবা ষড়রাত্রির পরে স্ত্রীসঙ্গের সাধারণ বিধি দেখা যায়, তখন দৃঢ়রজস্কার বিবাহই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চতুর্থী হোমাদি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাগুক্ত সংস্কার যদি একটি অর্থহীন অনুষ্ঠান না হয়, তবে প্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যার (ষোড়শ বর্ষ হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার) বিবাহই শাস্ত্রের একমাত্র অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

এই উপলক্ষে প্রতিপক্ষ হয়ত বলিবেন, উপরি উদ্ধৃত ব্রহ্মপুরাণের বচনের দ্বারা ৮ম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ সূচিত হয়; ব্রহ্মপুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ। যখন ব্রহ্মপুরাণ রচিত হয় তখন হয়ত ঘটনাচক্রে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বাল্যবিবাহ হইতে আরম্ভ হয় এবং ব্রহ্মপুরাণকার দেশের মধ্যে বাল্য এবং যৌনবিবাহ উভয়েরই জন্য বিধান রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই দেখা যায় যে অষ্টবর্ষ হইতে বিংশতি বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ, এমন কি তদূর্দ্ধবয়া কন্যার বিবাহেরও প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সমাজে তাহার বহুল প্রচলন না থাকিলে তিনি এমন স্পষ্টভাবে তাহার বিধান করিতেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্মপুরাণের সঙ্গে গৃহ্য সূত্রাদির বিধান যুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে;

তাহা হইলে শাস্ত্রার্থের যথার্থ উদ্দেশ্য যে যৌন-বিবাহ তদ্বিষয়ে বিশেষ কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

এস্থলে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন, বিবাহের অব্যবহিত পরে ত্রিরাত্র, ষড়্‌রাত্র, দ্বাদশরাত্রে স্ত্রীসংসর্গের বিধানকে গর্ভাধান সংস্কার বলিয়া যেন ভুল করা না হয়। বিবাহের পরের প্রথম ঋতুর সময় গর্ভস্থাপনকে গর্ভাধান সংস্কার বলা হয়।

ঋতুকালেই স্ত্রীতে উপগত হওয়ার শ্রেষ্ঠকাল বলিয়া শাস্ত্রে বিধান রহিয়াছে। ঋতুমতী হওয়ার পর চতুর্থ রাত্রি হইতে স্ত্রীসঙ্গের বিধান শাস্ত্রে দেখা যায়, এবং সক্ষমতা সত্বেও যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ঋতুরক্ষা করিতে বিমুখ হন, তবে তিনি ("ঘোরায়াং ব্রহ্ম হত্যায়াং পততে নাত্র সংশয়ঃ।") ঘোরতর ব্রহ্মহত্যায় পতিত হইবেন সন্দেহ নাই।

ইহাতেই প্রতীত হইবে, যে স্ত্রীর ঋতুকালের ষোড়শদিনের মধ্যে চতুর্থ রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বদিন বর্জ্জন করতঃ (মনু ৩।৪৫) স্ত্রীসঙ্গ করিবে। ইহা স্বামীর একান্ত কর্ত্তব্য; অন্যথা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রত্যবায়। তৎপর যে কয়দিন স্ত্রীদিগের ঋতুকাল নহে, তখনও স্ত্রী স্বামীসঙ্গের অভিলাষিণী হইলে স্বামী তাহার অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন (যাজ্ঞবল্ক্য); তাহা না করিলে শাস্ত্রোক্ত প্রত্যবায় নাই।

এই যে ঋতুকালে স্ত্রীতে উপগত হওয়ার বিধান, ইহা সকল শাস্ত্রের অভিমত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিবাহের অব্যবহিত পরে ত্রিরাত্র, ষড়্‌রাত্র, দ্বাদশরাত্রে স্ত্রীর ঋতুকাল না হইতেও পারে। তখন স্ত্রীসঙ্গের বিধানের অর্থ কি? বিবাহের পর ঠিক ত্রিরাত্রে, কি ষড়্‌রাত্রে কিম্বা দ্বাদশ রাত্রের পরে স্ত্রীসংসর্গের বিধান, এবং বিবাহের পরে প্রত্যেক ঋতুকালের প্রথম তিনদিন বর্জ্জন করিয়া গর্ভাধানের বিধান, দুইটি স্বতন্ত্র। গর্ভাধান সংস্কার প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যকরণীয়, তাহা একবাক্যে সকল শাস্ত্রকার বিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের

পরে চতুর্থ কি সপ্ত বা ত্রয়োদশ রাত্রিতে স্ত্রীসঙ্গের বিধান অনেকেই দিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা কেবল দম্পতীর মনে সম্ভোগসুখের মধ্য দিয়া পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ঘনীভূত করিয়া লওয়ার জন্য। তাই এই সম্ভোগকে "রাগ-প্রাপ্ত" বলা হইয়াছে।

ইহার অন্য কোনও উচ্চতর উদ্দেশ্য নাই। তজ্জন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থাটি নিয়া শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে দুই পক্ষ দেখা যায়। এক পক্ষের সংখ্যা অধিক, ইঁহাদের মতে এই ব্যবস্থা দ্বারা বিবাহ পূর্ণাঙ্গ হয়; এই ব্যবস্থার সঙ্গে মন্ত্রাদিও প্রয়োগ করিবার জন্য ইঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন। অপর পক্ষ বলেন যে এই বিধান পালন করিলেও করা যায়, না করিলেও চলে। এই পক্ষের দুই একটি গ্রন্থে এই ব্যবস্থার কোনও প্রসঙ্গ করা হয় নাই। বোধ হয় ইহা গর্ভাধানের মত তেমন প্রয়োজনীয় বলিয়া এই শেষপক্ষ মনে করেন নাই। তাই ইঁহারা এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনও মন্ত্রাদি প্রয়োগেরও আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষের শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে বোধায়ন "সর্ব্বাণ্যুপগমনানি মন্ত্রবন্তি সন্তীতি" বলেন। আত্রেয়ের মতও তাহাই, অর্থাৎ প্রতি সংসর্গেই মন্ত্রাদি প্রয়োগ আবশ্যক। শালীকির মতে প্রথমবার স্ত্রীসঙ্গ এবং ঋতুকালে গমনেই কেবল মন্ত্রপ্রয়োগ প্রয়োজন। বাদরায়নেরও সেই অভিমত।

বিবাহের পরে চতুর্থ রাত্রির স্ত্রীগমন ও প্রথম গর্ভাধানসংস্কার উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে আবার গৃহ্যগ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

সাংখ্যায়নে চতুর্থ রাত্রিতে স্ত্রীগমনের বিধান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়নের অভিমত উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার টীকাকার গার্গ্যনারায়ণ আশ্বলায়নের ১ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ কণ্ডিকার ২য় সূত্রের

টীকায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়। উক্ত সূত্রের অর্থ এই "যাহা সাধারণ রীতি তাহাই বলিব" "আশ্বলায়ন বিশেষ দেশের বিশেষ আচারের কথা না বলিয়া সকল দেশের সাধারণ আচারের কথা বলিতেছেন। তাঁহার টীকাকার গার্গ্যনারায়ণ বলিতেছেন :—

বৈদেহেষু সন্ত এব ব্যবায়ো দৃষ্টঃ। গৃহেতু ব্রহ্মচারিণোঃ ত্রিরাত্রমিতি ব্রহ্মচর্য্যং বিহিতং। তত্র গৃহ্যোক্তমেব কুর্য্যান্নদেশ ধর্মমিতি সিদ্ধম্।

বিদেহবাসীদের মধ্যে বিবাহের পররাত্রেই স্ত্রীগমন অনুসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই গৃহ্যে ত্রিরাত্র প্রভৃতির বিধান দেখা যায়; গৃহ্যকারের মতে ইহাই সাধারণ রীতি ; ইহাই অনুসৃত হওয়া উচিত। কোনও বিশেষ দেশের বিশেষ আচার অনুসরণ করা সঙ্গত নহে।"

এই টীকা হইতে বেশ বুঝা যায়, বিদেহদেশে দৃঢ়রজস্কার বি বাহ হইত। অন্যথা বিবাহের পরদিনই স্ত্রীসঙ্গের বিধান হইতে পারে না।

জৈমিনী বিংশ খণ্ডের সপ্তম সূত্রে বলেন "ত্রিরাত্রির পরে স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গত হইবে।" তাঁহার টীকাকার শ্রীনিবাসাধ্বরী এই প্রসঙ্গে বলেন যে চতুর্থ রাত্রির কথা স্পষ্টতঃ না বলিয়া ত্রিরাত্রের পরে স্ত্রী-সঙ্গের বিধান করার কারণ কি? তিনি বলেন তিন রাত্রের পরে যে দিন শুভদিন হইবে, সে দিনই স্ত্রী-গমন বিহিত। সেই শুভ দিন পর্য্যন্ত দম্পতী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন।

গোভিল দ্বিতীয় প্রপাঠিকায় ৫ম কণ্ডিকায় ৭ম সূত্রে বলেন, "কেহ কেহ ত্রিরাত্রের পরে দম্পতীর সম্ভোগ ব্যবস্থা করেন।" এই কেহ কেহ শব্দে তিনি হয়তঃ জৈমিনীকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

পারস্কর চতুর্থ রাত্রিতে স্ত্রীগমনের বিধান প্রশস্ত মনে করেন না। এই বিধান, কেবল সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য সাধন অক্ষম দম্পতীর জন্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার হরিহর এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন,—"দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যে অক্ষম হইয়া যদি কেহ ত্রিরাত্রের পরের সংস্কার অনুবর্ত্তন করেন, তবে চতুর্থ রাত্রের পক্কহোমাদিঅনুষ্ঠান সম্পাদনের পর পঞ্চম এবং তৎপরবর্ত্তী রাত্রে স্ত্রী-সংসর্গ করা যায়। চতুর্থ রাত্রের অনুষ্ঠান শেষ না হইলে কন্যা সহধর্ম্মিনীর সম্পূর্ণ পদবী পাইতে পারেন না। কারণ এই চতুর্থদিনের সংস্কার বিবাহের অঙ্গ বিশেষ।"

বোধায়ন গৃহ্যের মত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ত্রিরাত্রি বা তদূর্দ্ধ যে কয়দিন দম্পতি ব্রহ্মচর্য্য করিবেন তৎপরবর্ত্তী রাত্রে দম্পতীর মধ্যভাগে শয্যাতে চন্দনচর্চ্চিত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত এক উডুম্বর দণ্ড রাখা হইয়া থাকে; গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু এই দণ্ডে বসতি করেন বলিয়া শাস্ত্রের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। চতুর্থ রাত্রে পক্কহোম শেষ করিয়া দম্পতি এক সজ্জিত প্রকোষ্ঠে শয়নার্থে গমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে শয্যায় যে উডুম্বর দণ্ড ছিল, তাহার নিকট গিয়া স্বামী এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেড়া মহেত্বা
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সংজায়াং পত্যা সৃজ।
উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতিহ্যেষা বিশ্বাবসু
ন্নমসা গীর্ভিরিঠে্ঠ অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং
ব্যক্তাং সতেভাগো জনুষা তস্যবিদ্ধি।

হে বিশ্বাবসো, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, এবং তোমার স্তব করিতেছি। এই শয্যা হইতে উঠ এবং প্রথমবয়স্কা কুমারীকে অন্বেষণ করিয়া লও। এই আমার স্ত্রীকে আমার সহিত সঙ্গত হইতে দাও।

হে বিশ্বাবসো, তুমি এই শয্যা হইতে উঠ, কারণ এই বধূ তাহার

পতি লাভ করিয়াছে, অন্য কোন ও কুমারীকে অন্বেষণ করিয়া লও, যে তাঁহার পিতৃগৃহে রহিয়াছে. যে "স্তনোদ্‌গমাদি রাহিত্যেন" যুবতী হয় নাই (ব্যক্তাং স্তনোদ্যাদি রাহিত্যেন অপ্রৌঢ়াং—সায়নঃ), সেই তোমার "স্বভূত ভাগ" অধিকারের যোগ্যা। তাহার জন্যই তুমি আছ।" ইহা বলিয়া সেই উড়ুম্বর দণ্ড স্বামী উত্তোলন করিয়া স্ত্রীর হাতে দিবেন, স্ত্রী তাহা স্বামীর হাতে প্রত্যর্পন করিবেন, তৎপর সেই দণ্ডটি সরাইয়া রাখা হয়।

তার পর গৃহ্যসূত্র বলেন, "এই সময় স্ত্রীগমনের কথা সর্ব্বত্র প্রখ্যাত।" এই স্থলে "যোনিবিবৃণনম্ উপসংবেশন" নামে একটি অনুষ্ঠান কয়েকটি মন্ত্রের সহিত সম্পন্ন করিতে হয়। মন্ত্রে স্ত্রী-সঙ্গের আনন্দ এমন স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত যে, তাহার অনুবাদ দেওয়া যায় না; তবে সভাষ্য মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

প্রজাপতিঃ স্ত্রিয়াং যশঃ। মুস্কয়োরদধাৎ সপং।
কামস্য তৃপ্তিমানন্দং। ত তস্যাগ্নে ভাজয়েহমা॥ ১॥
মোদ প্রমোদঃ আনন্দঃ মুক্ষয়োর্নিহিতং সপঃ।
সৃত্বেব কামস্য তৃপ্যানি। দক্ষিণানাং প্রতিগ্রহো॥ ২॥
মনসশ্চিত্তমাকূতিং। বাচঃ সত্যমশী নহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য। যশঃ শ্রীঃ শ্রয়তাং ময়ি॥ ৩॥
যথা হমস্যা অতৃপম্ স্ত্রিয়ৈ পুমা'ন্।
যথা স্ত্রী তৃপ্যতি পুংসি প্রিয়ে প্রিয়া। এবং ভগস্য
তৃপ্যানি। যজ্ঞস্য কাম্যঃ প্রিয়ঃ।॥

সায়নকৃত ভাষ্য এই :—

* যো হয়ং প্রজাপতিঃ জগতঃস্রষ্টা স্ত্রিয়াং যশঃ ভার্য্যায়াং গর্ভরূপেন যশসঃ কারণং স্ববীর্য্যং তৎমুস্কয়োরণ্ডয়োঃ সপং সংবদ্ধং অদধাৎ স্থাপিতবান্ তস্যৈব স্থাপিতস্য বিশেষ-

পানি কামস্ত তৃপ্তিং তৃপ্তিকারণং। তস্মিন্ গলিতে সতি যোষিম্মে ভূয়াদিতি কামঃ নিবর্ত্ততে। তস্মিন্নিবৃত্তিয়েব তৃপ্তিঃ, অতএব আনন্দং সুখকারণং। হে অগ্নে, বিবাহ কর্ম্মণি যাং তস্ত বীর্য্যস্ত সুখং ভাজয় প্রাপয়। ১

মোদাদয়ঃ ত্রয়ঃ তারতম্যোনাবস্থিতাঃ সুখাবান্তরবিশেষাঃ। বার্ত্তাজস্ত সুখবিশেষো মোদঃ। দর্শনজস্ত প্রমোদঃ। ভোগজস্ত আনন্দঃ। তেষাং সর্ব্বেষাং গণঃ সমবায়হেতুং মুষ্কয়োর্নিহিতঃ স্থাপিতঃ।

এই ঋকদ্বয়ের ব্যাখ্যা হইতে আমাদের বক্তব্য বেশ সমর্থিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠের পর যোনিবিবৃণন ক্রিয়া শেষ হইলে আর একটি মন্ত্রে "প্রজায়ৈ ত্বা সংহ্বয়ামি" "আমি পুত্রার্থে তোমার সান্নিধ্য লাভ করিতেছি," স্বামী স্ত্রীকে আহ্বান করিবেন। যদি বধূ কাঁদিয়া উঠেন তবে স্বামী "জীবা রুদন্তীতি" ঋক উচ্চারণ করিবেন। কন্যা-দানের পূর্ব্বে তাহার আত্মীয় স্বজন কাঁদিয়া উঠিলে, আপস্তম্ব এই ঋকের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আশ্বলায়ন কন্যার রথারোহণে এই মন্ত্রের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "সনির্ণয় প্রয়োগ মালা,' গ্রন্থে বেঙ্কটেশ বলেন :—

অত্র যোনিবিবৃণনাদিকং নকুর্ব্বন্তি শিষ্টৈ রনাচরিতত্বাৎ লৌকিক বিরোধাচ্চ।

"আজ কাল যোনিবিবৃণনাদি ক্রিয়া শীলতার বিরোধী বলিয়া ভদ্র সমাজে আচরিত হয় না।

এই প্রসঙ্গে হিরণ্যকেশী এই বিধান করিতেছেন ; চতুর্থ রাত্রিতে যখন হোম শেষ হয়, এই গৃহ্যের মতে স্বামীকে স্ত্রীর যোনিদেশ স্পর্শ করিতে হয় ; তৎপর সূত্রের বিধান এইঃ—

অথৈনা মুপযচ্ছতে (উপযচ্ছতে অবকিরতে মিথুনীভব-তীতি)

সংনাম্নঃ সংহৃদয়ানি সংনাভিঃ সংত্বচঃ।

সংত্বা কামস্য যোক্ত্রেন যুঞ্জাম্ম বিমোচনায়।

অথৈনাং পরিষ্বজতে॥

মামনুব্রতা ভব সহচর্য্যা ময়াভব।

যা তে পতিঘ্নী তনূর্জারঘ্নীং ত্বেতাং করোমি।

শিবাত্বংমহ্য মেধি ক্ষুরপবির্জারেভ্যঃ ইতি ১। ৭।

অথাস্যৈ মুখেন মুখমীপ্সতে।

১৭

তৎপর পতি পত্নীতে উপগত হইবেন ; তখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে,—আমাদের আত্মা এক, হৃদয় এক, নাভি এক, আমাদের ত্বকও এক হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাকে এমন কাম-পাশের দ্বারা বন্ধন' করিব, যাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না।

ইহার পর স্বামী স্ত্রীকে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি করিবেন তাহাও উপরি উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই গৃহ্যসূত্র আশ্রয় করিয়া ভট্টগোপীনাথ দীক্ষিত সংস্কাররত্নমালা নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন প্রাগুক্ত কার্য্যাদি একান্ত প্রয়োজন, কারণ ইহাও নারীদিগের একটি সংস্কার বিশেষ।

বিবাহ ও তাহার আদর্শ।

সপ্তম অধ্যায়।

আপস্তম্ব গৃহ্য।

আপস্তম্ব গৃহ্য মান্দ্রাজের দিকে বিশেষ প্রচলিত। বোধায়ন হিরণ্যকেশী ও আপস্তম্ব একই শাখার গ্রন্থ। ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত রীতিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য অনেক। বোধায়ন ও হিরণ্যকেশী হইতে আপস্তম্ব গৃহ্যের এই অংশ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল। হিরণ্যকেশী ও বোধায়ন সমন্ত্র "যোন্যভিমর্শনম্" "যোনি বিবৃণনং" প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপস্তম্ব এই দুই আচারের স্থলে "মিথঃ সমীক্ষণম্" ও হৃদয় সম্মার্জনম্" এই দুই অনুষ্ঠানের বিধান করেন; "মিথঃ সমীক্ষণের" অর্থ দম্পতীর পরস্পর মুখাবলোকন; হৃদয় সম্মার্জনের অর্থ হোমাবশেষ ঘৃতের দ্বারা স্ত্রীর হৃদয়-দেশ মার্জ্জন। তৎপর স্ত্রী-সঙ্গের বিধান। আপস্তম্ব ইহার নাম "সমাবেশন" দিয়াছেন (সমাবেশনম্ চ, বধ্বা সহ মৈথুনার্থং শয়নং, আপস্তম্ব গৃহ্যটীকা)। বোধায়নের বিধান মত এই গৃহ্যানুসারেও বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রে মধ্য রাত্রের পর উঠিয়া দম্পতী বিশ্বাবসুর আশ্রিত সেই উডুম্বর দণ্ড শয্যা হইতে সরাইয়া রাখিবেন। তারপর শেষহোম সমাপন করিতে হয়। তখন স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটি ঋক্ পাঠ করিবেন:—

বধূর্ব্বরমীক্ষতে

অপশ্যন্ত্বা মনসা চেকিতানং তপসো জাতং তপসো বিভূতম্।
ইহপ্রজা মিহ রীয়ঁ ররাণঃ প্রজায়স্ব প্রজয়া পুত্রকামঃ।

"আমি উদগ্রহৃদয়ে তোমার দিকে তাকাইতেছি তুমি আমার অন্তর জান। তুমি তপস্যার দ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়া রহিয়াছ। আমাকে গর্ভের দ্বারা সমৃদ্ধ কর, আমাদের এই গৃহ পুত্রসম্পদের দ্বারা পরিপূর্ণ কর; তুমি পুত্র-কাম, এইরূপে তুমিই আমার মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ কর (যৎ প্রজায়া জন্ম তৎজনয়িতুরের জন্ম শ্রুয়তে হি)।

এই সময় স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবলোকন করিয়া এই মন্ত্র বলিবেন:—

অপশ্যস্ত্বা মনসা দীধ্যানাঁ স্বায়াং তনূ ঋত্বিয়ে নাথমানাং।

উপমামুচ্চাযুবতীর্ব ভূয়াঃ প্রজায়স্বপ্রজয়া পুত্রকামে।

তোমাকে আমি আমার সমগ্র অন্তরাত্মা দ্বারা দেখিতেছি, তুমি দীপ্তিশালী নিজ শরীরে ঋতুকালভব গর্ভ আমার নিকট হইতে ধারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছ। হে পুত্রকামে তুমি যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ ... ... তুমি প্রজা উৎপাদন কর।

এই সঙ্গে আরও একটি ঋক "সমঞ্জন্ত বিশ্বেদেবা ইতি" উচ্চারণ করা হয়; তৎপর বর আরও তিনটি ঋক জপ করিয়া থাকেন তাহা এই—

প্রজাপতে তন্বং মে জুষস্ব ত্বষ্ট দৈর্বোভিঃ সহসামইন্দ্র।

বিশ্বৈর্দেবৈ রাতিভিঃস৲সংররাণঃ পুংসাং বহুনাং মাতরস্‌স্যাম।

আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা।

অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।

তাংপূষঞ্ছিবতমামেরয়স্বয়স্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি।

যা ন উরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরেম শেফম্‌॥

হে প্রজাপতি, তুমি আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রজোৎপাদন সমর্থ কর; হে ত্বষ্টঃ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের সহিত তুমিও আমার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হও, কারণ তুমিই রূপনির্ম্মাণে সমর্থ। হে ইন্দ্র,

তুমিও বিশ্বেদেবগণের সঙ্গে আমার দেহে প্রবেশ কর, যেন আমরা দুইজনে বহুপ্রজ হইয়া পিতামাতার সুখ অনুভব করিতে পারি।

হে প্রজাপতে, আমাদের দুইজনের প্রজা উৎপাদন কর। অর্য্যমা দেবতা আজরস কাল পর্য্যন্ত আমাদের ভাববন্ধন দৃঢ়তর করিয়া রাখুন। হে বধূ, তুমি সুমঙ্গলী হইয়া পতিগৃহে প্রবেশ কর; তুমি দ্বিপদ চতুষ্পদ সকল জীবের কল্যাণদায়িনী হও।

হে পূষণ, গর্ভধারণসমর্থা এমন কন্যাকে শিবতমা, অনুকূলতমা করিয়া আমার নিকট প্রেরণ কর; এমন ভার্য্যাকে আমার নিকট উপস্থিত করাও যে আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিবে এবং আমিও

* * * *

এই সকল ঋক হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে বিবাহার্থিনি কন্যা সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়া; যৌবনভাব সম্যগ্ স্ফূর্ত্তিলাভ করার পরেই তাহার বিবাহ হইয়াছে।

বর-বধূর অন্যোন্য সমীক্ষণের পর "হৃদয়-সম্মার্জন"; তখন বর বলিতে থাকেন :—

হে বিশ্বদেবগণ, আমাদের হৃদয় একত্র সংযোজিত করুন। বায়ু এবং ব্রহ্মা আমাদের হৃদয় যুগের ঐক্য বিধান করুন। সরস্বতী দেবী আমার এই সময় এমন বাক্যসম্পদ্ প্রদান করুন, যাহাতে আমাদের হৃদয়দ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য সাধিত হয়।

এই সকল মন্ত্রোচ্চারণের পরে উক্ত গৃহ্য সূত্রের বিধান এই :—

"অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি স্ত্রীসঙ্গের সময় বলিতে হইবে। অবশিষ্ট মন্ত্র অর্থে অনুবাকের মধ্যে অবশিষ্ট যে সকল মন্ত্র "সমাবেশন" মন্ত্র নামে অভিহিত তাহা। এই মন্ত্রগুলিই "শেষং সমাবেশনে জপেৎ"। তাহা এই :—

আরোহোরু মুপবর্হস্ব বাহুং পরিস্বজস্ব জায়াং সুমনস্যমানঃ।
তস্যাং পুষ্যতং মিথুনৌ স্বযোনী বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তৌ সরেতসা॥
আর্দ্রয়া হরণ্যা যত্রামন্থৎ পুরুষং পুরুষেণ শক্রঃ।
তদেতৌ মিথুনৌ সযোনী প্রজয়ামৃতেনেহ গচ্ছতম্॥
অহং গর্ভমদধামোষধীষ্বহং বিশ্বেষু ভুবনেষন্তঃ।
অহং প্রজা অজনয়ং পিতৃণামহং জনিভ্যো অপরীষু পুত্রাং॥
পুত্রিণে মা কুমারিণা বিশ্বমায়ু র্ব্যশ্নুতম্।
উভা হিরণ্যপেশতা বীতিহোত্রা কৃতদ্বসূঃ।
দশস্যন্তাহ মৃতায়কং শমুতো রোমশং সংহথো দেবেষু কৃণুতো দুবঃ।
উপরোক্ত ঋক্‌গুলির অর্থ এই :—

হে মদীয় শরীরাত্মন্, * * * * * * * * তৎপর নিবিড় আনন্দের সহিত এই বধূকে আলিঙ্গন কর। তাহা হইতে রূপাদি সমৃদ্ধ বহু পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে জায়ে, তুমি * * * ... ... বহুসন্তান উৎপাদন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে অমর হইয়া থাক। যেরূপ কোনও লোক ঘৃতসিক্ত যজ্ঞ কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে সেইরূপ ... ... আমি শ্রোতস্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ওষধিতে গর্ভ সঞ্চার করি। আমি এই বিশ্বভুবনের অন্তর্গত হইয়া পিতৃ-লোকের তৃপ্তির জন্য জায়াতে অপত্য উৎ-পাদন করি। আমাদের উভয়ের সঞ্জাত-রোম উপস্থেন্দ্রিয় উর্দ্ধ স্থানীয়। চল আমরা দুইজন দেবতার পরিচর্য্যা করি।

এই ঋক্‌গুলি পড়িয়া কি কাহারও মনে হইতে পারে যে প্রাচীন আর্য্য-সমাজে বাল্যবিবাহ কোনও দিন শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত? কোনও কোনও স্থলে আকস্মিক ঘটনাবিপর্য্যয়ে বাল্যবিবাহ

অনুসৃত হইলেও তাহা কখনও শাস্ত্রীয় বিধিরূপে গৃহীত হয় নাই, সমর্থিত হওয়া ত দূরের কথা! বাল্যবিবাহ একেবারেই প্রশস্ত নহে বলিয়া বাল্যবিবাহের জন্য প্রাগুক্ত ঋকৃগুলি বাদ দিয়া স্বতন্ত্র মন্ত্রাদির ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা কেহ উপলব্ধি করেন নাই। ব্যভিচার বোধেই তাহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই।

জৈমিনী, বোধায়ন, হিরণ্যকেশীর মত আপস্তম্ব গৃহ্যেও এই সং-স্কারের পরে গর্ভাধান সংস্কারের বিধি লিখিত হইয়াছে। আপস্তম্ব উক্ত সংস্কারের "সমাবেশনম্" এবং গর্ভাধানকে "ঋতু সমাবেশনম্" নাম দিয়াছেন। "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" নামে একটি বিশেষমন্ত্রের উল্লেখ গর্ভাধানসংস্কারে দেখা যায়! টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য বলেন:—

"বিবাহের অব্যাবহিত পূর্ব্বে কন্যা রজস্বা হইয়া পড়িলে এবং বিবাহের তিনরাত্রের পরদিনগুলিও যদি কন্যার ঋতুকালের অন্তর্গত হইয়া পড়ে তবে "আরোহোরুমিতি" ঋক্‌দ্বারা কন্যার সমাবেশন সংস্কার এবং প্রাগুক্ত মন্ত্রের দ্বারা গর্ভাধান সংস্কার দুইই এক সঙ্গে সম্পন্ন হইতে পারে। সুদর্শনাচার্য্য বোধায়ন ও শালকীর মত উদ্ধৃত করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন:—

"যদিও বিবাহের ত্রিরাত্রের পরে স্ত্রীসংসর্গের বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা দম্পতীর অনুরাগবৃদ্ধির একটি উপায় মাত্র, (রাগপ্রাপ্ত) তবুও আপস্তম্ব এই সংস্কারের ব্যবস্থা করিবার কারণ এই যে, আপস্তম্বের মতে এই সংস্কারে অনুষ্ঠিত না হইলে বিবাহ সংস্কার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় না।"

সুদর্শনাচার্য্য অতি প্রাচীন লোক নহেন। তাঁহার সময়ে বালিকা বিবাহের কথা তাঁহার বিদিত ছিল বলিয়া হয়ত তাঁহার ধারণা ছিল অল্প-বয়স্ক বালিকাদের "রাগ" বা স্বামীর প্রতি আসক্তলিপ্সা সম্ভবপর নহে;

তাই তিনি এই সমাবেশন অনুষ্ঠান এই সকল স্থলে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তবুও তিনি পরকীয় মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"কাহারও কাহারও মতে এই সমাবেশন সংস্কার অবশ্য করণীয়।" কিন্তু দুইটি সমাবেশন সংস্কারের যুগপৎ সম্পাদনের বিধানাদি দিতে গিয়া তিনিও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে তাঁহার সমকালেও রজস্বলা কন্যার বিবাহ হইত এবং তাহাও শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত।

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

অষ্টম অধ্যায়।

কন্যালক্ষণ।

এখন আমরা শাস্ত্রোক্ত বিবাহবিধি আলোচনা করিব। প্রত্যেক গৃহ্য-গ্রন্থে বিবাহ সংস্কারের প্রারম্ভে কোন সময় কিরূপ কন্যা গ্রহণ করিবে, কিরূপ কন্যা পরিহার করিবে তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি রহিয়াছে। যদি বৈদিক যুগের কিম্বা সমাতন ধর্ম্মের নিয়মানু-সারে প্রাপ্ত রজস্কার বিবাহ নিষিদ্ধ হইত তবে এই সকল গৃহ্যগ্রন্থের কোনও না কোনও স্থানে তদ্বিষয়ে নিষেধ দেখা যাইত। যদি তেমন কোনও নিষেধ না থাকে এবং যদি অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াদিরও মন্ত্রার্থ প্রাপ্ত-রজস্কার বিবাহই সমর্থন করে তবে গৃহ্য-সূত্রগুলির কালে যৌনবিবা-হই শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল, এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইতে পারে না।

সাংখ্যায়ন বলেন উত্তরায়ণের সময় শুক্ল পক্ষে বিশেষ শুভদিনে বর সুলক্ষণা সম্পূর্ণাঙ্গী সুকেশা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে।

এই গ্রন্থে কোথাও প্রাপ্ত-রজস্কার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। অপিতু সম্পূর্ণাঙ্গী বিশেষণ দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে।

আশ্বলায়ন বলেন :—বিবাহার্থী বর বুদ্ধিমতী, সুরূপা, সদাচারিণী, সুলক্ষণা, অরোগিনী কন্যাকে বরণ করিবে।

এই গ্রন্থেও রজস্কা কন্যার বিবাহে নিষেধ দেখা যায় না।

জৈমিনী বলেন, পিতা মাতার আজ্ঞানুসারে বর অনগ্নিকা, সবর্ণা, অসমানগোত্রা, মাতার অসপিণ্ডা কন্যাকে বিবাহ করিবে।

হিরণ্যকেশীর মতে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, শিষ্য আপনার পিতা মাতাকে ভরণ পোষণ করিবে। তৎপর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ভিন্ন গোত্রীয়া, সজাতীয়া ব্রহ্মচারিণী, নগ্নিকা কন্যাকে বিবাহ করিবে। মাতৃদত্ত ও গোপীনাথ দীক্ষিত "নগ্নিকা" শব্দের অর্থ "আসন্নার্ত্তবা" "মৈথুনার্হা" বলিয়াছেন। এমন কন্যা, যে ব্রহ্মচারিণী অর্থাৎ "অকৃত মৈথুনা"। এই বিশেষণদ্বয় আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা-কেই দৃঢ়ীভূত করে; এবং এই গৃহ্যের মতে পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্থী-হোমাদি সংবেশন সংস্কার একান্তই প্রয়োজনীয়। কাযেই এই গৃহ্যের দ্বারা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থিত হয়।

"অনগ্নিকা" শব্দ গোভিলগৃহ্যসংগ্রহে ঋতুমতী কন্যার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। জৈমিনী বিবাহের পরে ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য্যান্তে স্ত্রী গমনে বিধান করেন। অমর সিংহ "নগ্নিকা" অর্থে অনাগতার্ত্তবা বলেন। তাঁহার মতে যে কন্যার রজোধর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই তাহাকেই নগ্নিকা বলে। অনগ্নিকা অর্থ প্রাপ্ত-রজস্কা! মহাভারতেও এই ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে—ত্রিংশদ্বর্ষো হি ষোড়শীং ভার্য্যাং বিন্দেতানগ্নিকাং। ত্রিশ বৎসরের পুরুষ ষোড়শ বর্ষীয়া অনগ্নিকা কন্যা বিবাহ করিবে।

ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাই যে শাস্ত্রমতে প্রকৃত বিবাহ-যোগ্যা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনু বলিতেছেন।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্ বিন্দেত সদৃশং পতিং॥

সচরাচর দ্বাদশ বর্ষেই কন্যা ঋতুমতী হইয়া থাকে; মেধাতিথি তাহা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপর তিনি বৎসর প্রতীক্ষা

করার বিধান ; ইহাতে ১৫ বৎসর চলিয়া যায়। তৎপর বিবাহ হইলে কন্যার ষোড়শ বর্ষেই বিবাহের প্রাশস্ত্য সমর্থিত হয়। এই বিধানের সঙ্গে গৃহ্যোক্ত বিধি ও বিবাহের আদর্শের সামঞ্জস্য হয়।* জৈমিনিও যে অনগ্নিকা শব্দে দৃঢ়-রজস্কার বিবাহই নির্দ্দেশ করিতেছেন এই বিষয়ে সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন।

গোভিলের মতেও

মাতুর সপিণ্ডা নগ্নিকাতু শ্রেষ্ঠা।

"মাতার অসপিণ্ডা অনগ্নিকা কন্যাই শ্রেষ্ঠা।" তিনিও তাই ঋতুমত কন্যার বিবাহ সমর্থন করেন। গোভিল পুত্র গৃহ্যসংগ্রহে এই ভাবটি স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন :—

নগ্নিকাংতু বদেৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
ঋতুমতী ত্বনগ্নিকা তাং প্রযচ্ছেত্বনগ্নিকাং॥ †

অরজস্কা কন্যাকে নগ্নিকা, এবং ঋতুমতীকে অনগ্নিকা বলা হয়। অনগ্নিকাকেই দান করিবে।

এই শ্লোকের সঙ্গে গৌরী রোহিণী প্রভৃতি সংজ্ঞা দেখা যায় ; তাহার সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রাদির ঐক্য আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি ; এই সকল সংজ্ঞার অর্থ পরবর্ত্তী স্মৃতিকারদিগের সময়ে কতরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমরা প্রদর্শিত করিয়াছি। সোম, গন্ধর্ব্ব, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের নিকট হইতে পুত্রকামী বর যে গর্ব্ব, গৌরব, আনন্দ ও উৎসাহের সহিত কন্যাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে জীবনের মধ্যে

* ডাঃ সরকার, তামিজ খাঁ, এ, বি, হোয়াইট, নর্ম্মান চিভার্স, চি, বি, স্মিথ, ইউয়ার্ট, কেয়ার, এ, জি, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ১৫ হইতে ১৬ বৎসর বালিকার বিবাহের নিম্নতম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

† . গৃহ্যসংগ্রহ সামশ্রমী সংস্করণ।

সুমঙ্গলীরূপে, পরিবারের মধ্যে ধন, প্রজার রক্ষয়ত্রীরূপে, পতি-গৃহের সংরাজ্ঞীরূপে, যে ভাবে অভিনন্দন করিয়াছেন তাহার ভাব পরবর্ত্তী যুগে যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। সংস্কারের আচারাদি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, মন্ত্রার্থও অবিকৃত ; কিন্তু নানা স্বার্থ ও সুখের কুহকে পড়িয়া অরজস্কা কন্যার বিবাহের দ্বারা আমরা যে প্রতিপদে আচারকে ব্যর্থ এবং মন্ত্রকে খণ্ডিত করিয়া দিতেছি, সেই দিকে লক্ষ্য করি না। দেবগণের দানরূপে কন্যাকে গ্রহণ করিয়া বর স্ত্রীর প্রতি কেমন পবিত্রতর ভাব পোষণ করিবার অবকাশ পাইতেন, তাহা মনুসংহিতার একটি শ্লোকে অতি সু[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তদেনাং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্॥

তুমি নিজের ইচ্ছায় ভার্য্যা প্রাপ্ত হও নাই ; সোমাদি দেবতারা দয়া করিয়া তোমাকে এই কন্যা প্রদান করিয়াছেন ; এই কন্যা দেবতারই দান ; তুমি আজীবন দেবতাদের প্রিয় আচরণের দ্বারা এই কন্যাকে ভরণ করিবে।

বশিষ্ঠ বলেন :—

পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তা সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ।
ভুঞ্জতে মানবাঃ পশ্চান্নতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ॥
স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ॥

স্ত্রীগণ অতুল পবিত্র ; তাঁহারা কখনও দূষিতা হন না ; কারণ তাঁহারা সোম, গন্ধর্ব্ব, অগ্নির দ্বারা উপভুক্ত হইয়া মানবের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকেন! এই প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ বলিতেছেন,—

তাসাং সোমো দদচ্ছৌচং গন্ধর্ব্বঃ শিক্ষিতাং গিরম্।
অগ্নিশ্চ সর্ব্বভক্ষত্বং তস্মান্নিষ্কলঙ্কাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

সোম কন্যাকে পবিত্রতা দান করেন, গন্ধর্ব্ব তাহাকে মধুরভাষিণী করেন, পৃথিবীর সকল পদার্থকে পবিত্র করিবার শক্তি অগ্নি তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব স্ত্রীগণ চিরকাল নির্ম্মল।

ইহাতেই প্রতীতি হইবে যে স্ত্রীগণ দেবতার দান, দেবতার নির্ম্মাল্য-রূপে চির-পবিত্র বলিয়া যে সমাজে বিবেচিত হইত এবং বিবাহ সংস্কারের সকল আচার এবং মন্ত্রগুলি যে ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা বাল্যবিবাহের দ্বারা সেই ভাবকে অনেক খর্ব্ব করিয়া দিয়াছি।

পারস্কর বলেন :—উত্তরায়নের সময় শুক্লপক্ষে কুমারীর পাণিগ্রহণ করিবে।

টীকাকার হরিহর বলেন "কুমারী ও কন্যা" একই অর্থ বাচক। ইহার অর্থ যে নারী অন্যের নিকট প্রদত্তা বা অন্যের দ্বারা উপভুক্তা নহে। পাণিনির "বয়সি প্রথমে" সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বলেন।—(৪র্থ অধ্যায় ১ম পদ ২য় আহ্নিক) যে কন্যা পুরুষ সংসর্গ করে নাই, তাহাকেই কুমারী বলে। ইহাতেই দেখা যায় এই কুমারী শব্দ এবং গৌতমের "অস্পৃষ্ঠ-মৈথুনাং" একার্থবাচক। এই পূর্ব্বের বিশেষণ যে কোনও বালিকার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে এবং ইহাদ্বারা কন্যার বয়সের কিছুই নির্দ্দেশ হয় না। কেবল "অস্পৃষ্ঠ-মৈথুনাং" শব্দে রজস্বা কন্যা সূচিত হয় মাত্র, কিন্তু এই গৃহ্যের মধ্যে এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিধান দেখা যায়, যদ্দারা বিবাহযোগ্য বয়স নির্ণয় করা দুরূহ নহে।

এই গৃহ্যের মতে বিবাহের প্রথম দিনে বর ও বধূর অন্যোন্য মুখা-বলোকন করিয়া থাকে এবং এই অনুষ্ঠানের সময় কন্যার রূপ যৌবনাদি দেখিয়া বর এমন এক বিহ্বলতার ভাবে এই মন্ত্রটি পাঠ করেন, কে

তাহা পড়িলেই ব্যক্তযৌবনা ও দৃঢ়রজস্কা কন্যাই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মন্ত্রটি এই :—

"সান পূষা শিবতমা * * * যস্যামুকামা বহবো নিবিষ্ট্যা"

ইহা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৮৫শ সূক্তের অন্তর্গত। যাঁহারা এই মন্ত্রের সায়নভাষ্য পড়িবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, এই মন্ত্র দ্বারা পারস্কর কিরূপ বয়স্কা কন্যাকে সূচিত করিতেছেন।

মনু এক স্থলে বলিয়াছেন :—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।

বিবাহের মন্ত্রাদি বিবাহার্থিনী কন্যার লক্ষণ সূচিত করে মাত্র।

বোধায়ন গৃহে কন্যার বয়োনির্দ্দেশক কোনও কিছু পাওয়া যায় না।

এই সকল গৃহের পরে নারদাদি যে সকল স্মৃতি গ্রন্থে রজস্কাবিবাহ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। বৃদ্ধ গৌতমের মতে

কন্যা চাক্ষতযোনিঃ স্যাৎ কুলীনা পিতৃ মাতৃতঃ।
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পরিণেয়া যথাবিধি॥

কন্যার যদি পিতৃ ও মাতৃ-কুল পবিত্র থাকে, তাহা হইলে সেই কন্যা অক্ষতযোনি থাকিলেই ব্রাহ্মাদি বিবাহে তাহার পরিণয় হওয়া উচিত। মনুর মতেও আমরা দেখিতেছি "ত্রীনিবর্ষা-ন্যুদীক্ষেত" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কুমারী তিন বৎসর ঋতুমতী হইয়া থাকিবে এবং তাহার পর সদৃশ পতি লাভ করিবে। "অপ্রাপ্তামপি" বাক্যের "অপি" শব্দের দ্বারা প্রাপ্তরজস্কার বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া মনু নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি "দেবদত্তাং"

এই বিশেষণের দ্বারা বিবাহার্থী কন্যার দৃষ্টরজস্কতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গৌতম বিবাহযোগ্যা কন্যাকে "সদৃশী" ও যবীয়সী" এই দুই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন (৪।১)। পাণিনির মতে "যবীয়সী" (অল্পস্যকন্ যবৌ ও যুনঃকন্ যবৌ) "বর হইতে ন্যূন বয়স্কা ও যুবতী" বুঝাইয়া থাকে। হারীত "সর্ব্বাবয়বসম্পন্না" ',সুবৃত্তা" কন্যার পাণিগ্রহন ব্যবস্থা করেন (৪ অঃ)। যাজ্ঞবল্ক্য "লক্ষণাক্রান্তা, অনন্যপূর্ব্বিকা, যবীয়সী" কন্যার পাণিগ্রহণ ব্যবস্থা করেন। যে কন্যা যুবত্ব লক্ষণাদি দ্বারা সম্পূর্ণাঙ্গী, যে সুন্দরী অন্যের দ্বারা অনুপভুক্তা, যে যুবতী, সেইরূপ কন্যাই [illegible]-মৈথুনা" কন্যার পাণিপীড়নের ব্যবস্থা করেন। এই সকল দেখিয়াও কি সিদ্ধান্ত হয় না যে ব্যক্তরজস্কা কন্যার বিবাহই ঋষিদিগের এক মাত্র অভিপ্রেত ছিল?

বিবাহের সময়ে যদি কন্যার ঋতুদর্শন হয়, তবে কি বিধানে বিবাহ সম্পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থাকল্পে আপস্তম্ব বলিতেছেনঃ—

> বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে তথা।
> রজস্বলা ভবেৎ কন্যা সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ॥
> স্নাপয়িত্বা তদা কন্যা যনবৈব স্ত্রৈ রলঙ্কৃতাং।
> পুনঃপ্রত্যাহূতিং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

বিবাহসংস্কার আরম্ভ হওয়ার পরেই যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে কন্যাকে স্নান করাইয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া পুনঃ প্রত্যাহুতি দিয়া অবশেষ কর্ম্ম সমাহিত করিবে।

কুশণ্ডিকার সময় কন্যার রজোধর্ম্ম প্রকাশ পাইলে কিরূপে বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া ভবদেবভট্ট

নিজের সম্বন্ধবিবেক গ্রন্থে "মঞ্জরী" হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

বিবাহে বিতেতেতন্ত্রে হোমকালে উপস্থিতে।
কন্যায়া ঋতুরাগচ্ছেৎ কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ॥
স্নাপয়িত্বা ততঃ কন্যা মর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি।
অঞ্জলি মাহূতিং হুত্বা ততস্তন্ত্রং প্রবর্ত্ততে॥

বিবাহে হোম কালের সময় যদি কন্যা ঋতুমতী হয় তবে কন্যাকে স্নান এবং যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে অঞ্জলি ও আহুতি দিয়া বিবাহানুষ্ঠান আরম্ভ হইবে।

লঘ্বত্রি সংহিতা এই প্রসঙ্গে বলেন :—

বিবাহে বিততেতন্ত্রে হোমকালে উপস্থিতে।
কন্যামৃতুমতীং দৃষ্ট্বা কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ॥
স্নাপয়িত্বা ততঃ কন্যা মার্চ্চয়িত্বা যথাবিধ।
অঞ্জলি মাহূতিং হুত্বা ততস্তন্ত্রং প্রবর্ত্ততে।
উজ্জ্বা ইতি যুঞ্জানঃ প্রথমঃ সন্ ইত্যাদিনা॥

বিবাহ কালে রজো-দর্শন হইলে পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিয়া উজ্জ্বা ইতি মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া 'সন্' ইত্যাদি মন্ত্রে সন্বত লাজাহুতি দিয়া পশ্চাৎ বিবাহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে।

বিবাহ ও তাহার আদর্শ।

নবম অধ্যায়।

পুরাণাদির দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণ হইতে কি নিঃসন্দেহ প্রতীতি হয় না যে দুষ্ট-রজস্কার বিবাহই সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল! সম্বন্ধবিবেকের যেই হস্তলিপি হইতে ব্রহ্মপুরাণের বচনগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ পাদে লিখিত *। রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বের সমকালীন "উদ্বাহনির্ণয়" গ্রন্থে ও পশুপতির গ্রন্থে প্রাগুদ্ধৃত অংশগুলি বৃহদ্-যাজ্ঞবল্ক্যের বচন বলিয়া উদ্ধৃত দেখা যায়; ইহাতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষপাদ পর্য্যন্তও দুষ্ট-রজস্কার পাণিগ্রহণ শাস্ত্রমতে নিন্দনীয় ছিল না এমন নহে, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিত। ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে সেই সংস্কার বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ হইতে রঘুনন্দনের প্রভাবেই খুব সম্ভবতঃ তিরো-হিত হইয়া যায়।

অনেক সময় দেশগত আচারও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশাচার অনেক সময়ে স্মৃতিবচনের বিরোধী হইয়াও বলবান হইয়া পড়ে। দেশাচারের প্রভাবেই অনেক লৌকিক রীতিনীতি নিয়মিত হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহকে হয়ত কেহ কেহ দেশাচার বলিয়া মানিতে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু ইহাকে দেশাচারের মর্য্যাদা প্রদান করা

* সামশ্রমীকৃত উষা। ১৮১৩

সঙ্গত নহে। যে দেশাচার স্মরণাতীত কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া এক এক সম্প্রদায়কে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, এক এক জাতি বা বর্ণকে পঙ্গু না করিয়া সমর্থ ও বলবান করিয়া তোলে তাহাকেই দেশাচারের পূজা প্রদান করা সঙ্গত। কিন্তু যাহা শাস্ত্র-বিরোধী, যাহা বেদবিহিত নহে, যাহা সমাজের কল্যাণেরও বিঘ্নভূত ; তাহা ব্যভিচাররূপে নিন্দনীয়। তাহাকে কোনও মতে সমর্থিত করা যায় না। বিশেষতঃ এই বাল্যবিবাহপ্রথা মাত্র তিন শত বৎসর ধরিয়া এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সম্বন্ধবিবেকের প্রমাণের দ্বারা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ পাদেও বঙ্গদেশে দৃঢ়রজস্কার বিবাহ প্রচলিত ছিল। তাই এই তিন শত বৎসর ধরিয়া যে ব্যভিচার সদাচাররূপে পূজা আদায় করিতেছে তাহাকে আর সমর্থন করা চলে না।

ভারতের হিন্দুসমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিবাহের যে মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় তাহার একমাত্র আধার বেদ। ভারতের সকল ব্রাহ্মণেরা ঋষিদেরই বংশধর। ব্রাহ্মণের মধ্যে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বাপেক্ষা সুপবিত্র এবং কুলীন। তাঁহারা কখনও অরজস্কা কন্যার বিবাহ দেন না *। মালবর প্রদেশের নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরাও কখনও অরজস্কা কন্যার বিবাহ দিতে চাহেন না।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও যে ব্যক্তরজস্কা কন্যার বিবাহ হইত, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে, সাহিত্যে অসংখ্য। ভারতের মধ্যে কত স্বয়ম্বৃতা কন্যার কথা আজও লোকমুখে প্রচারিত। উত্তরাঞ্চলের রাজপুতগণ এক "হিতকারী সভার" প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়ম করিয়াছেন যে, ১৫ এবং ২০ বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। উক্ত সভার

* Census Report 1901 P 1 chap 9,443.

তত্ত্বাবধানে ১৯০২ অব্দে ৪৪০৭টি বিবাহ হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র ১৪৭টি বিবাহ ১৫ বৎসরের নিম্নে হইয়াছে। আর্য্যসমাজ রজস্বলা কন্যার বিবাহই শাস্ত্র সম্মত প্রতিপন্ন করিয়া তাহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আমরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকি কেন?

কেহ কেহ বলিতে পারেন ক্ষত্রিয়দিগের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহারাও ত দ্বিজবর্ণ। সমস্ত দ্বিজবর্ণের জন্য বিবাহের ত একই বিধান দেখা যায়। কেহ আবার বলিয়া থাকেন গান্ধর্ব্ববিবাহ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রচলিত থাকাতে পরিণতবয়সে বিবাহের কোনও আপত্তি থাকিতেই পারে না। ইহাও ঠিক নহে। গৌতম, বোধায়ন, আপস্তম্ব, বসিষ্ট, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মতে গান্ধর্ব্ববিবাহ ব্রাহ্মণদিগের জন্যও যুক্ত রহিয়াছে। অপরার্ক বলেন ঃ—

আসুর-গান্ধর্ব্বৌ ন প্রশস্তৌ ন নিষিদ্ধৌ।

গান্ধর্ব্ববিবাহ কেবল অঙ্গিরা, যম, পরাশরের মতেই নিষিদ্ধ; কারণ বাল্যবিবাহ সমর্থক যে বচনগুলিকে আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা কেবল অঙ্গিরা, যম, পরাশর সংহিতাতেই পাওয়া যায়!

গৃহ্যোক্তবিধানগুলি দ্বিজবর্ণত্রয়েরই জন্যই নির্দ্দিষ্ট। আমরা দেখিয়াছি, গৃহ্যোক্তবিধানগুলি দৃঢ়রজস্কার বিবাহই সমর্থিত করে। সকল স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ কন্যার স্বয়ম্বৃতা হইবার বিধান দেখা যায়। মনু বলেন "অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ম্বরা," স্বয়ম্বৃতা কন্যা পিতৃ-প্রদত্ত অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না। বোধায়ন বলেন

ত্রীণি বর্ষাণ্যৃতুমতী কাঙ্ক্ষেত পিতৃশাসনং।
ততশ্চতুর্থে বর্ষেতু বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

ঋতুমতী কুমারী তিন বৎসর পিতৃশাসনের প্রতীক্ষায় থাকিয়া চতুর্থ

বর্ষে আপন পতিলাভ করিবেন। গৌতম বলেন "ত্রীন্ কুমারী ঋতূনতীত্য স্বয়ং যুঞ্জীত"। এই সকল বচন হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে স্বয়ম্বর প্রথা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যাদিতেও যৌনবিবাহের কত দৃষ্টান্ত দেখা যায়; মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। মহাভারতের উপাখ্যান-গুলিতে বিবাহার্থিনী কন্যার বয়সের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কচ-দেবযানী সংবাদে দেবযানীর মানসিক অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ প্রাপ্তযৌবনা বলিয়াই মনে হয়। দেবযানী কচকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া পরিশেষে যযাতিকে বরণ করে।* ভরদ্বাজের কন্যা স্রুবাবতী ইন্দ্রকে পতিরূপে লাভ করিবার আশায় বহু বৎসর তপস্যা করিয়া শেষে সফলকাম হন। তাঁহাকে মহাভারতে "কন্যা" ও "ব্রহ্মচারিণী" এই দুই আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। "সুভ্রু" বিবাহের সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বহু তপস্যায় শীর্ণকায়া হইয়া নারদের উপদেশে "প্রেকশৃঙ্গকে" বিবাহ করেন। তাঁহাকে "বৃদ্ধকন্যা" বলা হইয়াছে।† শকুন্তলা, দময়ন্তী, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, কুন্তী প্রভৃতির পরিণত বয়সে যে বিবাহ হইয়াছিল তাহার কোনও সন্দেহ নাই। বিবাহের পূর্ব্বেই কুন্তীর এক পুত্রও জন্মলাভ করিয়াছিল। সাবিত্রীর বর্ণনা কালে মহাভারতকার বলেন :—

কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূবহ।
তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তমিব চেতসা॥
ন কশ্চিদ্ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ।

* শল্য পর্ব্ব ১৮
† ঐ ৫২

যৌবনস্থাস্তু তাং দৃষ্ট্বা স্বাং সুতাং দেবরূপিণীং।
অযাচ্যমানাঞ্চ বরৈ নৃপতি দুঃখিতো হভবৎ॥

স্বয়ম্বরের সময় বিবাহার্থী কর্ণকে দেখিয়া দ্রৌপদী তেজের সহিত বলিয়াছিলেন ঃ—

নাহং বরয়ামি সূতম্।*

আমি সূতপুত্র কর্ণকে বরণ করিব না। এই কথাগুলিই পরোক্ষভাবে দ্রৌপদীর বয়স নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে।

বানদুহিতা উষা বিবাহের পূর্ব্বে যে রজস্বলা হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে।

সা স্বপ্নে ধর্ষিতা তেন স্ত্রীভাব ঞ্চাপিলম্ভিতা।
শোণিতার্দ্রা প্ররুদতী সহসৈবাত্থিতা নিশি।

হরিবংশ ১৭৬।৯৯২৯।

বিবাহের পূর্ব্বে হিমালয়ের কন্যা গৌরী ও শকুন্তলার কথা সকলেরই বিদিত। ঋষির আশ্রমেই শকুন্তলা পর্য্যাপ্তযৌবনা হইয়াছিলেন; তদ্দ্বারা আশ্রমের মর্য্যাদা যে কোন প্রকারে কমিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই।

---

* মহাভারত ১।১৮৭।২৩

বিবাহ
ও
তাহার আদর্শ।

উপসংহার।

কেহ হয়ত বলিবেন উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি বিশিষ্ট স্থানের ও বিশিষ্ট বর্ণের। কিন্তু মহা কাব্যাদিতে যে সকল নারী-চরিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহারা অনেকেই আদর্শ হিন্দু রমণী। সমগ্র সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদ লইয়া এক একটি আদর্শ চিত্র কবি রচনা করিয়া থাকেন। কবির তুলিকায় যেসকল আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত হয় তাহাতে এক এক সমাজের শ্রেষ্ঠতম আশা, আকাঙ্খা চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। যাহা সমাজ আকাঙ্খা করে না, বা যাহা সমাজের চক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়, তাহা কোনও আদর্শ-চরিত্রে আরোপিত হয় না। সাবিত্রী প্রভৃতির চিত্রে হিন্দু-কন্যার আদর্শই সম্যক্ প্রতিফলিত। ইহা দ্বারা স্বব্রতা, যৌবনস্থা কন্যার পাণিগ্রহণই হিন্দুসমাজের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বেদই ধর্ম্মের আধার। বেদের প্রমাণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্র। বিধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণপরবর্ত্তী অর্থবাদ ও মন্ত্র বিধিকে সমর্থন ও বিধির যুক্তি বাদ উপস্থিত করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া প্রসঙ্গচ্ছলে বিধির অবতারণার নাম অর্থবাদ। মন্ত্র ও প্রার্থনা এক। বিধি ও অর্থবাদ জড়িত। ব্যাসের মতে অর্থবাদ হইতেও বিধির সিদ্ধান্ত করা যায়। বৈদিক বিধিই সর্ব্বত্র বলবান। যেখানে অর্থবাদ

বিধির প্রতিরোধী, সেই স্থলে বিধিই গ্রহণীয়। যেখানে বৈদিকবিধি স্পষ্টতঃ পাওয়া যায় না, সেই সকল স্থলে অর্থবাদ ও মন্ত্রই বলবান। অর্থবাদ ও মন্ত্রের অভাবে বিষয়বিশেষ সমর্থনের জন্য স্মৃতিই প্রমাণ। যে সকল স্মৃতি-বচন বৈদিকবিধি, অর্থবাদ অথবা মন্ত্রের প্রতিবাদ করে সেই স্মৃতি বর্জ্জনীয়। মনু বলেন—"বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলং" সকল ধর্ম্মের মূলই বেদ। ইহাদ্বারাই অর্থবাদ ও মন্ত্রের প্রামাণ্য অখণ্ড বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তৎপর স্মৃতিই প্রমাণ। বেদ অনন্ত। বেদের অনেকাংশ এখন লোক সমাজের পক্ষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেসকল ঋষিরা অখিল বেদ জানিতেন তাঁহারাই ধর্ম্ম-স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাই প্রচলিত অভিমত। বৈদিক বিধির সমর্থনের জন্যই এক একটি স্মৃতির বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেসকল স্থলে স্মৃত্যুক্ত বিধির পশ্চাতে কোনও বৈদিক বিধি পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্মৃত্যুক্ত বিধির সমর্থন সম্ভব হয়, সেইস্থলে, অনুরূপ বৈদিক প্রমাণ ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাই সচরাচর অনুমিত হইয়া থাকে। যেখানে স্মৃতির বচন বৈদিক প্রমানের সমর্থন না করিয়া প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, সেই স্থলে স্মৃতিবচন গ্রহণীয় নহে। স্মৃতির পরে পুরাণই প্রমাণ। বৈদিক বচনের বিরুদ্ধ না হইলে কিম্বা বৈদিক প্রমাণের অভাবে স্মৃতির বিরোধী না হইলে, পুরাণের বচন গ্রহণীয়, নতুবা বর্জ্জনীয়।

চতুর্থতঃ আচারই প্রমাণ। যে আচার স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং যাহা কোনও প্রকারে শাস্ত্র-বিরোধী নহে হিন্দুর চক্ষে তাহাই আদরনীয়। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচার দেশ কালের পরিবর্ত্তনানুসারে সমর্থিত করা যায় বটে, কিন্তু হিন্দু-সমাজ যে ঋষি দিগকে ত্রিকালদর্শী বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত আদর্শ ও সংস্কার বিরোধী কোনও আচার সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় প্রয়োজন বলিয়া

মানিয়া লইলে ঋষিদের ত্রিকালদর্শিতা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কারণ যে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা এখনও বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা ঋষিদিগেরই দৃষ্ট বলিয়া হিন্দু সমাজ মনে করেন। সেই সকল মন্ত্র ঋষিদের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার দ্যোতক ও সমর্থক। তদ্বিরোধী কোনও ব্যবস্থা সদাচাররূপে সমর্থন করা যায় না। পরিবর্ত্তিত আচারাদির অনুষ্ঠান করিতে গেলে ঋষি-দৃষ্ট মন্ত্রগুলিরও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। অন্যথা পরিবর্ত্তিত আচার এবং তদ্বিরোধী মন্ত্র এতদুভয়ের যোজনা সম্ভবপর নহে।

বেদে বাল্যবিবাহ সমর্থক কোনও বিধির স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই, পরন্তু বৈদিক মন্ত্রাদিতে দৃষ্টরজস্কার বিবাহের প্রভূত নিদর্শন পাইয়াছি। যদ্দ্বারা বয়স্থা, দৃঢ়রজস্কার বিবাহই সমর্থিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বৈদিক মন্ত্রাদির আলোচনায় তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। মন্ত্রে সকল স্থলে বিবাহার্থিনী কন্যাকে "যুবতী," "রাগপ্রাপ্তা" "সকামা" "গর্ভধারণার্থিনী; বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্মৃতির মধ্যেও অনেক স্মৃতিকার এই ভাব সমর্থিত করেন। যে সকল স্মৃতির মধ্যে প্রতিকূল বচন দেখা যায়, তাহাদের অসারতাও প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।

হিন্দু-সমাজ বাল্যবিবাহ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আজ ভারতে এক বৎসর বয়সের বিধবা ১০৬৪' বিপত্নীক ৩২৬ জন; ২ বৎসর বয়সের বিধবা ১২৬৪ ও বিপত্নীক ৪৪৬ জন; ৩ বৎসর বয়সের বিধবা ২২৭১ ও বিপত্নীক ৭৯৭ জন; ৪ বৎসর বয়সের বিধবা ৪৫১৩ বিপত্নীক ১৬৫৬ জন; ৫বৎসর বয়সের বিধবা ১০,-৫২২ জন, বিপত্নীক ২৭৬১ জন; এবং ৫ হইতে ১০ বৎসরের বিধবা ৯৫৭২৮ ও বিপত্নীক ৩৬৯৬৩ জন; স্থূলতঃ বলিতে গেলে দেখা যায় যে, ৫ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বিধবা ও বিপত্নীকের সংখ্যা

২৫,৪৭৩ জন এবং ৫ হইতে ২০ বৎসর বয়:সর বিধবা ও বিপত্নীক ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৭৬ জন।

আমাদিগকে যদি উঠিতে হয় তবে হিন্দুর যাহা প্রধান সংস্কার সর্ব্বাগ্রে তাহার শোধন করাই একান্ত প্রয়োজন। তাহাকে পবিত্রতর, কল্যাণতর করিয়া না তুলিতে পারিলে আমাদের আর উপায় নাই! বিবাহের বয়সের সীমা বাড়াইয়া দেওয়া যেরূপ প্রয়োজন তেমান সন্তানদিগের অকালভোগবুদ্ধিকে খর্ব্ব করিবার, ভোগ তৃষ্ণার ভ্রূণভাবগুলির অকাল বোধনের পথ নিরুদ্ধ করিয়া দিবার উপায় করাও আবশ্যক। **এমন একটি শাস্ত্র বচন পাওয়া যায় না যদ্দ্বারা উনচতুর্ব্বিংশ বয়স্ক যুবকের বিবাহ সমর্থন করা যায়। অথচ হিন্দু-সমাজের মধ্যে ২৪ বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা সওয়া তিন কোটিরও অধিক।** এই যে সওয়া তিন কোটি যুবক অকাল ভোগসুখের দুর্ভর বন্ধনে জড়িত ও শৃঙ্খলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ কি দিন দিন অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে না! শিশুকালে বিবাহ এবং তাহার আনুসঙ্গিক দুর্ভর ভারে উত্তরোত্তর জড়িত হইয়া আমাদের যুবকেরা মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

যদি দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য আনিতে হয়, যদি শিশুকাল হইতেই জীবনকে দুর্গত ও দুর্ভর করিবার পথ বর্জ্জন করিতে হয়, তবে যে অবৈধ অনাচার ও অধর্ম্ম, ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া আমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। সকল প্রাণীরই মুখ্য যৌনসংস্কার বিবাহ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। যৌবনে স্ত্রী পুরুষের দেহ এবং শুক্রবীর্য্যাদি পরিপক্কতা লাভ করে; তৎপূর্ব্বে বিবাহে ভোগের ভাবগুলি অকালে পরিপক্কতার দিকে

অগ্রসর করাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। শুধু তাহা নহে। আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে জীবন চালিত করিয়া অকাল মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া থাকি মাত্র। শুধু আমাদের নহে ক্ষীনজীবি সন্তানদিগেরও স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ দিন দিন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। ৪০-৪১ বৎসরের হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ, আর ৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের লোক সংখ্যা ৭১ লক্ষ মাত্র। কেন এমন হইতেছে? দাম্পত্য জীবনের অকাল বোধনই এক পক্ষে ইহার মুখ্য কারণ; পক্ষান্তরে আমাদের বালিকাদিগের মধ্যেও সংযমের, ব্রহ্মচর্য্যের কোনও অনুষ্ঠান নাই; বাল্যকাল হইতে নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠিত করিবারও কোনও সুনির্দ্দিষ্ট বিধান দেখা যায় না।

যাহাতে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কোন যুবকের বিবাহ না হয় এবং ১৫কি ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কোনও কুমারীর বিবাহ হইতে না পারে, যাহাতে শিক্ষার দ্বারা সংযমের দ্বারা, নানা কল্যাণ অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের পুত্রকন্যাগণ যথাক্রমে ২৫ ও ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষত, অখণ্ড-হৃদয় হইয়া থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ে এখন হইতেই আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা আমরা উৎসন্ন যাইব সন্দেহ নাই। "বসুন্ধরা বীরভোগ্যা"। যতদিন আমরা নিষ্ঠার দ্বারা, আচারের পবিত্রতা রক্ষার দ্বারা, বাক্য, মন ও অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্যের দ্বারা, সমর্থ ও সুস্থ হইয়া উঠিতে না পারি, ততদিন বাস্তব উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে হয়, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন দ্বারা সমাজের প্রাণবেদী সুগঠিত ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হয়, তবে আমাদের সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে শিরায়, উপশিরায় বহু দিনের ঔদাসীন্যে ও কদর্থনায় যে সকল গ্রন্থি পড়িয়াছে, তাহাই সর্ব্বাদৌ ছিন্ন করিতে হইবে। যেসকল সংস্কার কেবল অন্ধ আচারে পরিণত হইয়াছে, তাহাদিগকে বর্ত্তমানের রৌদ্রবৃষ্টি দ্বারা সুনি-

র্মল করিয়া, সজীব-জাগ্রত করিয়া আমাদের জীবনের প্রত্যেক পর্য্যায়ের মধ্যে ভাবের নূতন উৎসাহ, প্রাণবলের নবীন গতি, সমাজ-হৃদয়ের নিত্য-নব রস সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। আমাদের ভিতরের মলিনতা কাটিয়া গেল, আমাদের গৃহ-ভূমি, চত্বর, অঙ্গণাদি পরিস্কৃত হইলে শ্রেয়ের অখণ্ড মহিমা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিভাত হইবে। আমরা উন্নতির অভিযান পথে সার্থক হইব ; ধন্য হইব।

ঢাকা,

ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউসে

প্রিণ্টার—শ্রীসেখ আনসার আলি দ্বারা মুদ্রিত।

ভ্রম সংশোধন।

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২১	সমাজকে শ্রেয়	সমাজকে শ্রেয়ঃ
২	১৪	উন	উন্ন
৪	২৫	অন্যত্র	অন্যজাতির ইতিহাসে
৯	১৫	কুর্য্যাৎ	কুর্য্যাৎ
	২০	প্রাগ বাসস:	প্রাগ্‌বাসসঃ
১০	১	কুমার্য্যা ঋতুমতী	কুমার্য্যা ঋতুমতী
	৫	হিঃ	হি
	২০	তুল্যাং	তুল্যং
১৩	৮	জনেন	জনেন দস্তুঃ
	৯	দস্তুঃ পতেৎ	পতেৎ
১৪	৫	স্পষ্ট	স্পষ্ট
১৬	৯	মাস্ত	মস্ত
	১৪	কিন্তু অত্রি	অত্রি
২০	১১	গৃহ্যা	গৃহ্য
২২	১২	শ্লোক	শ্লোক
২৫	২৪	তৎপতি	তৎপতিঃ
৩০	৭	তে স্থ্য ব্রাণহাভিঃ	তে স্থা ভর্ণহাভিঃ
৩১	১৩	সিনীবালী	সিনিবালি
৩২	১৩	নিমেষজীবি	নিমেষজীবী
৩৩	১ ও ১৯	স্ত্রীয়ঃ	স্ত্রিয়ঃ
৩৬	২৪	র	কন্যা স্বয়ম্বৃতা হইবে,
৪২	২৩	বাধায়ন	বোধায়ন
৫৬	১৭	গুণবান্	গুণবান্
৫৭	৬	মনোযোগী	মনোযোগী
৫৯	২০	বসিয়াছে	বসিয়াছে
৬২	৮	ব্রহ্মচার্য্য	ব্রহ্মচর্য্য
৬৫	১৫	অনেক বিশেষ	বিশেষ মাত্রায়

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৬	৪	ব্যবসা	ব্যবসায়
৬৮	৯	স্বষ্টম	স্বষ্টম্
৬৯	১৫	প্রসঙ্গে বলেন	প্রসঙ্গে তিনি বলেন
৭০	১	মেধাতিথি	তন্মধ্যে মেধাতিথির
	২ ও ৪	মন্বার্থের	মন্বর্থের
৭১	৭	মন্বার্থ	মন্বর্থ
		সম্যগ্	সম্যক্
৭৫	২	পুত্র	পুত্র
	৮	পারাশরা	পারাশরাঃ
৭৮	৬	সর্ব্ববাদী সম্মত	সর্ব্ববাদি সম্মত
৮০	৬	কয়েক	কয়েকটি
	১০	করে	করেন
	১৭	রোহিনি	রোহিণী
	১৯	বুধৈ	বুধৈঃ
৮১	৩	স্বয়ম	স্বয়ম্
	৫	পিতুগৃহে	পিতুর্গৃহে
	৮	বৃষলি	বৃষলী
	১০	সহবৎসরাতুর্দ্ধং	সম্বৎসরাদূর্দ্ধং
		সর্ব্ববণিকঃ	সার্ব্ববর্ণিকঃ
৮১	১১	ধর্ম্মগহিত	ধর্ম্মগর্হিতঃ
৮৩	৫	মাত্রেন	মাত্রেণ
	৬	তাৎপর্যাম	তাৎপর্য্যম্
৮৪	১৪	গনেশ	গণেশ
৮৬	১৪	যৌন	যৌবন
৯৪	৮	যে হতু	যে হেতু
	১৪	বিবাহিতা	অবিবাহিতা
	২০	নিরূপদ্রবে	নিরুপদ্রবে
৯৫	৭	পুষা	পূষণ্
১০১	১৪	আবয়ো	আবয়োঃ
		রূদন্ত	রুদন্ত
১০৬	১১	দশাবিধ	দশবিধ

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৮	৬	আজ্যাখা	আজ্যাখ্যা
	২৫	ভূমি	ভূরি
১১৩	১০	প্রযচ্ছেত্বনগ্নিকাম্	প্রযচ্ছেত্বনগ্নিকাম্
১১৪	১৮	চতূর্থ	চতুর্থ
১১৫	২০	কন্যাসম্ভোগ	কন্যাসম্ভোগ
১১৬	৫	অজাতলোমা	অজাতলোম্না
	১০	সম্যাগ	সম্যগ্
১১৯	১৯	অধঃশায়িণৌ	অধঃশায়িনৌ
১২১	৭	ত্রিরত্র	ত্রিরাত্র
১২১	১৮	মিথু	মৈথুন
	২৪	পত্নীতে	পত্নীতে
১২২	৭	মিথুন	মৈথুন
		ষড়রাত্রং	ষড়্রাত্রং
১২৬	১২	হ্য়	হয়
	১৪	যৌব	যৌবন
১৩১	১০	মন্ত্রে স্ত্রী	এই মন্ত্রে স্ত্রী
	১৭	মণী নহি	মণীমহি
১৩২	২২	স্ত্রীর	স্ত্রীর
১৩৩	১৫	সংস্কাররত্নমাল	সংস্কার রত্নমালা
১৩৪	৮	আপস্তমব	আপস্তম্ব
	১১	সম্মার্জণম্	সম্মার্জনম্
১৩৫	৫	জনয়িতুরের	জনয়িতুঃরব
	১৬	সহসামইন্দ্র	সহসাম ইন্দ্র
১৩৬	৯	করিষে	করিবে
	১১	বিবাহাপিন	বিবাহার্থিনী
১৩৮	৮	গর্ভাধানকে	গর্ভাধানের
	১২	অব্যবহিত	অব্যবহিত
	২১	সংস্কারে	সংস্কার
		বিবাহসংস্কার	বিবাহ
	২৪	বালয়া	বলিয়া
১৪০	১৩	যৌন	যৌবন
	১৬	সম্পর্ণাঙ্গী	সম্পূর্ণাঙ্গী

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪১	১৯	তদ্বিষয়ে	তদ্বিষয়ে
১৪২	২	সমার্থ	সমর্থিত
১৪৩	১	রক্ষয়ন্তী	রক্ষয়িত্রী
	১৮	ভুব্যস্তি	ভ্রাযস্তি
১৪৫	২৫	মণু	মনু
১৪৬	১৭	কস্তাযনবৈবষ্টে	কস্তাংনবৈর্বষ্টে
১৪৭	১৩	যথবিধ	যথাবিধি
	১৫	উজ্জ্বা	উর্জ্জা
১৫১	৪	যৌন	যৌবন
১৫৩	৭	হিন্দ	হিন্দু
	১৭	প্রমাণ	প্রমাণ ;
	১৮	যুক্তি বাদ	যুক্তিবাদ
১৫৫	২২	বধবা	বিধবা
১৫৬	৬	প্রয়োজন	প্রয়োজন,
	১০	উন চতুর্ব্বিংশ	উনচতুর্ব্বিংশ
২৫৭	৩	নহে	নহে,
		ক্ষীনজীবি	ক্ষীণজীবী

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত

প্রণীত

বিবাহ

ও

তাহার আদর্শ।

স্মরণাতীত কাল হইতে যে সকল পবিত্র ভাব আমাদের দাম্পত্য-জীবনের মূলে রহিয়াছে তাহার ভিত্তি হিন্দু-বিবাহের মন্ত্রে ও আচারাদিতে কিরূপভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থে অতি সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপ বয়স্কা সুলক্ষণা কুমারী বিবাহের উপযুক্তা তাহাও অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই গ্রন্থে হিন্দু-বিবাহের যত শাস্ত্রবচন, যত বৈদিক মন্ত্র আছে, সকলগুলি একাধারে সংগৃহীত হইয়াছে। স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাইট মহোদয় বলেন,—"অনুরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই।"

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক।

আলবার্ট লাইব্রেরী,

ঢাকা।

Some opinions on the book :-

বিবাহ ও তাহার আদর্শ

'MARRIAGE & ITS IDELAS.'

BY

G. C. DAS GUPTA.

1. Justice Sir Pratul Chandra Chatterjee Kt. says :—

CALCUTTA,
9th March, 1913.

Dear Mr. Das Gupta.

Your letter reached me in due course but I had gone to Bankura and it had to be sent there. I returned a few days ago and have just gone through your book. Hence the delay in giving my reply.

I am delighted with the book and may say it is beyond question the best contribution to the subject of early marriage and its imperative sanction by Hindu Sastras that I have come accross. I am much impressed with your learning and research and cannot but agree in the main with your conclusions.

It will be a great day for India when we learn to sift and examine with care the shastric texts that are put forward in order to discover whether they really come from the sages who are said to be their authors. Manu himself lays this down but our practice is to blindly

accept as authoritative everything that we find entered in a professed religious treatise. You have very well shown the danger of such a reckless course. Every well wisher of our community would be glad to see the abolition of early marriage which is sapping the vitals of Hindu Society and is gradually bringing about the extinction of the Hindu race, and the restoration of the principles regarding marriage obtaining in old days.

You are welcome to publish my opinion which, as a member of the Hindu Community, I am entitled to give on a matter affecting its interests.

There is no desire on my part to hang back from from helping your book; on the contrary I am willing to do any thing in reason to see it widely circulated and nothing will give me greater pleasure than to see your conclusions generally adopted.

I should be glad to hear from you again. I thank you very much for the proof copy you have sent.

Your sincerely,
P. CHATTERJEE.

2. *Srijut Sarada Charan Mitra, Justice Calcutta High Court says :—*

"I am very much obliged to you for sending me a proof copy of your book "বিবাহ ও তাহার আদর্শ" I have gone through it and I fully agree with you."

Raja Peary Mohan Mukherjee of Uttarpara says :—

"You have well supported your views by slokas the authority of which none can gainsay."

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত

প্রণীত

পরাগ।

অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

এই গ্রন্থের মাত্র কয়েকটি কবিতা "সাহিত্য", "বঙ্গ-দর্শন", "ভারতী", "প্রবাসী" "সুপ্রভাত" ও "ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক কবিতা সম্পূর্ণ নূতন। এই কবিতাগুলি ভারতের সনাতন ভাব-জগতের এক নূতন দিক উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

দুই কালীতে এণ্টিক কাগজে পরিস্কার ছাপা। উপহার দিবার অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক।
আলবার্ট লাইব্রেরী,
ঢাকা।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত

প্রণীত

ভারতী কথা।

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের চিরমধুর গল্পগুলি শিশুদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত। বহু চিত্রের দ্বারা মনোরম করা হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেক নূতন ছবি দেওয়া হইতেছে এবং সমগ্র গ্রন্থ সংশোধিত ও সুন্দররূপে ছাপা হইতেছে।

মূল্য—(আঁবাধা) ৸৹ আনা।
বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক।
আলবার্ট লাইব্রেরী,
ঢাকা।